কবিতা ও গান।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

কার্ত্তিক ১৩০২।

মূল্য দুই টাকা।

কলিকাতা।
অপার সারকুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে
"ভারতী যন্ত্রে"
শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

ভাই,

সামান্য এ উপহার, যোগ্য নহে তব!
শুষ্ক ফুল দুচারিটি, নাহি বাস নব ;—
তবু যদি লহ হর্ষে,   ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস স্বভাবে পুন হাসিবে এ সব!

বিজ্ঞাপন।

কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্ব্বে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারটি আমার বাল্য-রচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল "বসন্ত উৎসবে"র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজি ভাব লইয়া রচিত।

অনবধানতাবশতঃ দুই একটি গান একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

রচয়িত্রী।

মহীশূর,

ভাদ্র ১৩০২।

সূচীপত্র।

কবিতা।

গান।

জাতীয়-সঙ্গীত।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত।

কবিতা ও গান।

প্রভাত সংগীত।

প্রভাত।

অরুণ মুকুট শিরে,
অধরে উষার হাসি,
পদতলে প্রস্ফুটিত
শত শত ফুল-রাশি।

শুভ্র পরিমল বায়ে
উথলিত তনু খানি,
ধরায় চরণ দান
করেন প্রভাত রাণী।

আনন্দের কোলাহলে
চারিদিক নিমগন,
পাখী গায় আগমনী
হাসে বন উপবন।

কম্পিত সরসী-হিয়া
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়,
কমল কোমল আঁখি
সুধীরে খুলিয়া চায়!

উপকূলে থরে থরে
বায়ু-ভরে দুলি দুলি,
হরষে সরসে মুখ
দেখিতেছে তরু-গুলি!

এসেছে তুলিতে ফুল
বালিকা সাজিটি হাতে!
ভুলে গেছে ফুল তোলা
চেয়ে আছে নভ-পাতে!

শ্যাম শষ্য দুর্ব্বাদল
ভক্তিভরে নুয়ে নুয়ে,
প্রণমে তাঁহারে সুখে,
ধরাতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

বালিকা দেখিছে চেয়ে,
ফুল তোলা গেছে ভুলে,
প্রতিধ্বনি গাহিতেছে
সপ্তমে লহরী তুলে!

শুভ্র অভ্র জ্যোতির্ম্ময়
অরুণ-কিরণ মাখা,
গাহিয়া উড়িছে পাখী
বিছায়ে পেলব পাখা।

কোমল অমৃত সুরে
বিভু নামে ওঠে তান,
প্রভাত আনন্দে মগ্ন
সে গীত করিয়ে পান!

খুকুরাণী।

আমার খুকুরাণি, সোণামণি,
আয় ত কোলে ভাই!
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর
সদাই দেখতে চাই।

অমন মধুর হাসি মধুর মুখে
কোথায় আছে কার,
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে
সুধা যত তার।

অমন নরম নরম, বাধো বাধো
আধো কথাগুনি,
কোথা থেকে শিখে এলি
বোনটি বল শুনি।

তোরে দেখলে পরে, হরষ ভরে
হৃদয় ভেসে যায়।
রাখি তোরে বুকে করে
আয় রে খুকু আয়।

আমি কি চাহি।

আমি কি চাহি?
সে আমার, আমি তার,
আমার কি নাহি!
আনন্দ সাগর,
তার, খেলে পদতলে;
কোটি চন্দ্র তারা
শিরোপরি জ্বলে;
বিশ্ব ভুবনের রূপরত্ন মণি,
তাহাতে বিরাজে,
সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি,
আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার,
আমার কি নাহি!
দূরে থেকে দেখে
ভাবে লোকে সবে,
দীন হীন নেয়ে
আমি এই ভবে।
তরী বাহি আর
হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ
বুঝিবে কেমনে!
জগতে সবাই
দুঃখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে
দিবানিশি ভাসি;
কালাকাল হেথা নাহি;
আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার,
আমার কি নাহি!
আমার মতন
ধনী কেহ নাই,
অনন্ত উল্লাস
বাঁধা মোর ঠাঁই;
রূপের তরণী
প্রেমেতে চালাই,
আনন্দ সঙ্গীত গাহি!
আর কি চাহি।
আমি তার সে আমার,
আমার কি নাহি!

জানিনাত।

জানিনাত ভালবাসি কিনা, শুধু এই জানি,
একটি অব্যক্তভাবে রুদ্ধ যত বাণী।
একটি পরশে দেখি অনন্ত স্বপন,
একটি পরাণে দেখি বিশ্ব নিমগন।
স্বর্গের সৌন্দর্য্য আলো বিকাশে নয়ানে,
ঈশ্বরের প্রেমরূপ একটি বয়ানে!
আত্মায় আত্মায় হেরি মহিমা তাহার,
মঙ্গল সুন্দর সত্য আনন্দ অপার।
দেহের সীমাতে এ যে অনন্তের বাসা,
জন্ম জন্মান্তের পুণ্য ভবিষ্যের আশা।
এই যদি ভালবাসা ভাল বাসি তবে;
অনাদরে আদরে এ চিরদিন রবে!

কোথায় কোথায়।

কোথায় কোথায় ?
সবিতার জ্যোতির্ম্ময় রূপে ?
চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে ?
নক্ষত্রের কনক বিভায় ?
বিজুলির চমক বরণে ?
পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গে ?
সমুদ্রের মহান শোভায় ?
বনানীর গম্ভীর সৌন্দর্য্যে ?
মেঘের বা বিচিত্র খেলায় ?
কোথায় কোথায় ?

নির্ঝরের ঝর ঝর তানে ?
তটিনীর মৃদুল কল্লোলে ?
বিহগের সুললিত গানে ?
বসন্তের সুমন্দ হিল্লোলে ?
গভীর নিশীথে উথলিত
বাঁশরীর মধুমধু তানে ?
প্রস্ফুটিত গন্ধে ঢল ঢল
সুকোমল কুসুম বয়ানে ?
কোথা কোন খানে—

সৌন্দর্য্যের সে পূর্ণ মহিমা,
সৃষ্টির সে মুক্ত শোভা রাজে ?
ঐ দেখ একখানি মুখে,
দুইটি ও নয়নের মাঝে !
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যাহে ভাতে,
আনন্দের বহে পারাবার ;
চরাচর ডুবে যায় যাহে,
জীবন মরণ একাকার !

বিরহ কারে কয় ?

বিরহ কারে কয় ?
আমিত দিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি
জগৎ সদা হেরি তুমি-ময় !
বিরহ কারে কয় ?

প্রভাতে রবি ওঠে, কাননে ফুল ফোটে,
পাখীরা গাহে গান, বাতাস ধীরে বয় ;
তাহে—তোমারি পরশন তোমারি দরশন,
তোমারি মধুভাব উথলয় !

দুপুরে খর জ্যোতি, তাপের তেজ অতি,
তাহে আর এক ভাতি তোমারি ;
কাহারো কটুভাষে, যখন মরি ত্রাসে ;
আঁখে, অমনি রোষানল নেহারি !

আকাশে ঘন ঘটা ঢাকিয়া রবিছটা,
যখন বারি ধারা বরষে ;
আমার অভিমান, তোমার প্রেমগান,
আকুল সাধাসাধি যেন সে।

আবার মেঘ ছুটে আলোক-হাসি লুটে,
প্রশান্ত চারিদিক অতিশয় ;
ফুরায় ধীরে বেলা ; মেঘের চারু খেলা,
তোমার প্রেমলীলা প্রকাশয় !

সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্নায় ফুল ফোটে,
পাপিয়া গাহে গান, তারকা হেসে চায় ;
আবেশে ঢল ঢল মধুর সুকোমল,
অলস দিশা হারা চাহনি তব ভায় !

রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীর স্থির,
স্বপন তোমারি যে বিরচয় ;
বিরহ হেথা যত, মিলনে অনুরত,
গাঁথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়।

কে বলে তুমি দূরে ? আমার হৃদিপুরে
তোমার করিয়াছি স্থাপনা !
আমিত দিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি,
আপনা হতে তুমি আপনা !

হোক কালের মরণ।

বহু কামনার ফলে,
বহু সাধনার বলে,
বহুদিন পরে আজি
আঁখিতে মিলেছে আঁখি ;
একটি মুহূর্ত্ত মাঝে,
কালাকাল ডুবিয়াছে ;
মুক্ত সত্য এ মুহূর্ত্ত
কেমনে ধরিয়া রাখি !
আঁধার গিয়েছে ছুটে,
বাঁধন গিয়েছে টুটে,
আকাঙ্ক্ষার বাসনার
গেছে হাহাকার !
আনন্দ প্লাবনে হিয়া
উঠিতেছে উথলিয়া,
তুমি আমি আমি তুমি,
সবি একাকার !
নয়নে অরূপ-দীপ্তি ;
মরমে চরম তৃপ্তি,
অকূল সুখেতে তবু
অশান্ত আকুল !

বুঝি এ মুহূর্ত্ত, হায় !
এখনি চলিয়ে যায়,
এ সত্য এখনি বুঝি
হয়ে যায় ভুল !
ভিক্ষা কিছু নাহি আর,
পেয়েছি যা চাহিবার ;
পরিপূর্ণ হৃদি মন
তবুও ভিখারী !
এ মুহূর্ত্ত চির তরে
রহুক অনন্ত ভ'রে,
বিন্দুতে হউক পূর্ণ
জলধির বারি !
বহু কামনার ফলে,
বহু সাধনার বলে,
বহুদিন পরে যদি
আজি দরশন।
ফেলিও না আঁখি পাতা,
দূর হোক আকুলতা,
মুহূর্ত্ত অমর হোক—
কালের মরণ।

মায়াবিনী।

(তরুর গান)

নিতান্ত তরল ছোট
একটি সে মেঘবালা!
সে এমন মায়াবিনী
এত জানে প্রেম খেলা!
বুঝি না তাহার ভাব,
জানিনা সে চায় কিবা!
থেকে থেকে আচম্বিতে
মলিন হাসির বিভা!
সোণার বরণা এই,
গিরিশিরে দেয় উঁকি!
সহসা কি অভিমানে
অশ্রুভারে পড়ে ঝুঁকি!
সমীরণে চাহে বুঝি?
তাও ত বুঝিতে নারি!
সে যদি নিকটে আসে
পলায় যে তাড়াতাড়ি!
স'রে যায় উড়ে যায়
দূর নভে যায় ভাসি,
বিষণ্ণ অনিলে হেরি
ঢলি পড়ে হাসি হাসি!

এ কি রঙ্গ কি তামাসা
কিছুই বুঝিতে নারি,
ভাল কি বাসে না তারে?
এমনি বা বাসে নারী?
না তারেই বাসে ভাল,
সেই ভাল আমি দেখি,
শুধু, দিত যদি অশ্রুবিন্দু—
মরিতাম হৃদে রাখি!
মনে মনে এই কথা
কাতরে কহিনু আমি,
দেখিনু বিষণ্ণমুখী
ধীরে আসিতেছে নামি।
শুনিল কি? জানি না ত!
যেতে যেতে গেল চেয়ে!
ফুলে ফুলে উলসিনু
সে যাদু কটাক্ষ পেয়ে।
জীবনের পাতে পাতে
শীতলতা গেল মেখে,
লভিনু যৌবন চির
আমি সেইদিন থেকে!

তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি।

প্রতি দিন ঊষাকালে
তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি!
কারে দিতে উপহার
হৃদয়ের প্রেম ছবি,—
কালাকাল তুচ্ছ করি,
যুগ যুগান্তর ধরি,
গাহিছ প্রণয় গীতি,
তরুণ অরুণ কবি!

হেথায় কে বোঝে তব
প্রাণের গভীর স্নেহ?
হৃদের অসীম রূপ
ধরিতে কি জানে কেহ?
ফুটাইতে পূর্ণ হাসি
আনন্দের জ্যোতি ঢালো;
সহিতে কে পারে হেথা
অত প্রেম অত আলো?

হাসিতে সুখের হাসি
"তাপ তাপ" উঠে গান;
প্রেমের বাসনা যত
বিলাপেতে অবসান।

হেথায় আকাঙ্ক্ষা শুধু
তৃপ্তি কেহ নাহি চায়;
চাহে প্রেম ততক্ষণ,
যতক্ষণ নাহি পায়।

রূপ হেথা শুধু কথা,
চাহেনা স্বরূপ-রূপ;
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু,
তারা খুঁজে মরে কূপ!
হেথায় চাহে না ভাব,
শুধু তারা চাহে কথা;
চাহে না হেথায় সুখ,
পেতে তারা চাহে ব্যথা!

সত্যের আদর নাই
শুধু হেথা চাহে মায়া,
কে হেথা আলোক চাহে?
তারা শুধু চাহে ছায়া।
এই কি বিশ্বের ধারা
সসীমে অসীম লয়?
তবে কেন অশ্রু জল?
এ অশ্রু মোছার নয়!

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
ওগো ভুল ভেঙ্গেছে!
শীতের প্রভাতে আজ বসন্তের পাখী,
আঁধার বকুল শাখে উঠিয়াছে ডাকি;
কাননের প্রাণ টুটে,
কুয়াসা পড়িছে ছুটে,
আশার উষার রাগে মুখানি রেঙ্গেছে,
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
এ নহে সে মধুমাস, ভুল ভেঙ্গেছে!

যেতে যেতে বল, পাখি, কোন ফুলময় দেশে?
সুদূর প্রবাসে এই একাকী পড়েছ এসে!
দিশাহারা সাথীহারা,
ডাকিছ আকুল পারা,
সে গানের প্রতিধ্বনি হৃদয়ে জেগেছে,
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
ওগো ভুল ভেঙ্গেছে!

না, পাখি, গেয়ো না আর অমন আকুল তানে !
দেখ দেখি কে চাহিয়ে তোমার মুখের পানে ;
কেন গো উতলা তুমি ?
এ নহে প্রবাস ভুমি,
তোমারি কানন এ যে, তব আশে বেঁচে প্রাণে।

সে দিনের কথা, হায়। মনে কি পড়ে না তোরে ?
গাহিতিস্ শাখে বসি সুখের স্বপন ঘোরে !
থরে থরে ফুল ফুটে,
চরণে পড়িত লুটে,
হায় রে সে ফুল বটে বহুদিন গেছে ঝরে।

তবু ত এ বন সেই যদিও কুসুমহীন,
সবি আছে গেছে তার শুধু বসন্তেরি দিন !
তাই আজ, পাখি হারে,
চিনিতে নারিস তারে ?
তোরি তরে যে হয়েছে এমন মলিন দীন !

যেদিন হইতে তুই গিয়াছিস দেশান্তরে,
সেইদিন হতে তার ফুলগুলি গেছে ঝরে।
সেইদিন হতে তার
হৃদি মন অন্ধকার,
সেই দিন হতে তারি হাসি ছটা গেছে ম'রে !

আজ তুই চাহিলিনে, আজ তারে চিনিলিনি,
প্রবাসীর মত এসে আকুল যাবার তরে !
সরলা কাননবালা,
কেমনে সহিবে জ্বালা,
সব দুঃখ ভুলে গেছে সে যেরে নেহারি তোরে !

বসন্তের নব আশা তাহার শীতের প্রাণে,
জাগিয়া উঠেছে যেরে তোর কুহু কুহু তানে ;
হায় সে বসন্ত হ'রে
সে আনন্দ ম্লান ক'রে
কেমনে চলিয়া যাবি কে নিঠুর তোর হেনে ?

ভাল বেসেছিস তুই একদিন যারে,
এবে ফুলহীন বলে
কেমনে যাইবি চলে,
ভাসাইবি নিরাশায় কেমনে তাহারে !

পাখিটিরে, এলি যদি পথ ভুলে, গারে গা হৃদয় খুলে,
মরমের সাধ খানি পুরুক তাহার।
কাননের ফুল্লহাসি,
করিসনে যেন বাসি,
ফুটেছে শীতের প্রাণে বসন্ত বাহার ;
ঘুম ভেঙ্গেছে আমার, ভুল ভেঙ্গেছে আমার !

কলিকালে কালোরূপ।

সখি ওলো! চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালো রূপে আলো-করা শ্যাম!
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশি গোপী-মনচোরা;
শিরে শুধু শোভে পগ্‌গ, কটিতটে চাম!

মরি তাহে কি বাহার!
উপমা কি দিব তার,
প্রকৃতির কোন দৃশ্যে সে আনন্দ নাই!
মূরতি দেখিলে দূরে
অমনি হৃদয় পুরে,
কি আবেগ উথলিত কেমনে বুঝাই?

অধীর চঞ্চল মন,
আসে হেথা কতক্ষণ!
পিয়াসিত উপহার পাব কতক্ষণে?
হেরি বটে অনিমিখে,
দ্রুত ধায় এই দিকে,
গজেন্দ্রগামিনী তবু আমার নয়নে!

সজনি, বল গো বল
আমার এ কেমন হোল!
একদিন না হেরিলে শান্তি নাহি মনে।
হৃদয় কেমন করে,
নয়নে সলিল ঝরে,
কি মোহ নিয়া সে ফিরে—বলিব কেমনে!

সরমের খেয়ে মাথা
বলি আর এক কথা,
বলিসনে মাথা খাস যেন লো কাহারে;
একা আমি নই; বোন,
আরো হেন কত জন,
তার পথ পানে চেয়ে হা হা করে মরে!

কি শুধাস ওগো সখি?
নাম ধাম বলিব কি?
কিছু আর নাহি জানে অবোধ এ রাধা!
প্রিয় হস্তাক্ষর দেখি
মজিয়াছে শুধু আঁখি!
পেয়াদা সে, এই জানি, ডাকের পেয়াদা!

আশীর্ব্বাদ।

(১)

বাছা,

যতনে সোহাগে হৃদিমাঝে
সুখেত রেখেছ চিরদিন;
দুঃখ সে যে নিরাশ্রয় অতি,
আতুর মলিন দীন হীন!
কেহ তারে চাহে না যে, বাছা,
দিও তারে একটুকু স্থান;
উজল সুখের মাঝে মাঝে
হেরি যেন মলিন বয়ান।
হাসি ত, রয়েছে সারাদিন,
যেন, বাছা, তার সাথে সাথে—
বিমল দুখের অশ্রুজল
নেহারি ও নয়নের পাতে!
মধু তোর প্রফুল্ল মুখানি!
সুমধুর আরো অশ্রুজল;
খর সুখ স্নিগ্ধ অতি ভায়
অশ্রু-ধোয়া বিষাদ-কোমল।
সুখ সে যে শুধু সুখটুকু,
তাহা ছাড়া নহে কিছু আর;
দুঃখ বটে দুখের পরশ,
তবু সে রতন মণি সার।
সে গরল পান করি উঠে
পরাণ সুধায় যায় ভরে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জেগে ওঠে
ক্ষুদ্র এই নয়নের পরে।
সুখ শুধু মানুষের ধন,
দুঃখ করে দেব নিরমাণ;
তবু ত চাহেনা কেহ তারে,
দিও বাছা, একটুকু স্থান!

(২)

বাছা,

ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি যেন চির ফুটে,
ও মুখের সরলতা যেন নাহি টুটে ;
ও প্রাণের পবিত্রতা শুভ্র নিরমল,
করে যেন ব্যথিতের হৃদয় উজল।
অশ্রু জল বহে যদি, বহে যেন তবে,
সান্ত্বনা দিবার তরে দীন হীন সবে।
প্রাণের বাসনা এই শুধু কথা নয়,
মঙ্গল আশীষ ইহা শুভ অলোময়।
ভুলে যদি যেতে চাও ভুলো কথা গুলি,
ভোল যদি কে বলেছে তাও যেয়ো ভুলি ;
এ আলোক শুধু যেন আঁখি-পথে থাকে,
পাপ তাপ হতে তোমা দূরে দূরে রাখে !

বাছা,

শুধু এই হাসি খুসী, শুধু ধূলা খেলা,
কাটি দিবে জীবনের সুদীর্ঘ এ বেলা ?
শুধু এই হাহাকার, শুধু অশ্রু ব্যথা,
হৃদয়ের আঁখি পাতে রহিবে কি গাঁথা ?
কিছুই কি নাহি আর প্রাণ যাহা যাচে ?
থাকুক তাহাই তব পরাণের কাছে।

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

মধ্যাহ্ন।

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক
শ্রান্তি ভরে অনিমিখ,
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা;
রবির অনল কর
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা।
বায়ু বহে শ্বন শ্বন,
বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক;
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
কোথা হতে ওঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক।
নীল নীলিমার গায়
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান;

চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।
মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে;
হিল্লোলিত সরো কায়া,
ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি,
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূর মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরী বাজায়!

সুন্দরী।

তুমি গো সুন্দরি, প্রাতে জীবনের তব
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব !
প্রণয়ী সূর্য্যের করে
সে মুকুল সারা ডরে,
খুলিতে কুমারী হৃদি সাহস না পায় ;
অধীর কোমল লাজে
সবুজ পাতার মাঝে
রাঙ্গা মুখখানি যথা লুকাইতে চায়।

অথবা মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা,
স্বরগ উষাটি তুমি আছিলে ললনা !
প্রভাত পরশে যথা
প্রতি ফুল পাতা লতা,
হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝরি অশ্রুজল ;
তোমার রূপের জ্যোতি
বিমল প্রশান্ত অতি,
তপ্ত মরু স্পর্শ পেয়ে স্নিগ্ধ সুশীতল।

সে দিন গিয়াছে, তবু দ্রুত গামী কাল
হরিতে পারেনি তব সুধা রূপ-জাল।
অতুল অস্ফুট সেই সৌন্দর্য্য লাজের,
সহিতে নারিত যাহা আঁখি অপরের?
কাল শুধু পূর্ণতম মোহিনী প্রভায়
ফুটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন শোভায়!

ফুটন্ত কুসুম যথা পাতার মাঝারে
আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে!
দিবাকর দ্বিপ্রহরে যথা পূর্ণ শোভা ধরে,
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব,
বিকাশিত অপরূপ প্রদীপ্ত আকারে!

বঙ্গের বিধবা।

কে তুমি ধরায়, সতি,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল?
নাহি সাজ সজ্জা কোন,
মণি রত্ন আভরণ;
আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল।
সংসার কঠোর ঘোর,
ভেঙ্গেছে আশ্রয় তোর,
ছিন্ন বৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য্য-তরুণা;
ম্লান ধরাতলে বাস,
অধরে অটুট হাস,
হৃদয়ে লুকান অশ্রু, নয়নে করুণা।
আপনার নাই কেহ,
বিশ্ব তাই নিজ গেহ,
পরকে আনন্দ দানে তোমার মহিমা;
যে যায় দলিত ক'রে
তব বাস তারো তরে,
বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা!

স্রোত।

স্রোত হাসে খেলে,
মধুর বহে যায়;
আপনা ভাবে ভোর
কারে না ফিরে চায়।

উছলে যৌবন
সমীরে দিবানিশি,
ঢালিছে সুখছটা
তারকা রবি শশী।

কে দেখে মুগ্ধ আঁখে,
কে কাঁদে বসে তীরে?
কে অরে ভাল বেসে
পরাণ সঁপে নীরে!

প্রমোদে উথলিত
স্বপনে ঢল ঢল,
সে কি গো দেখে চেয়ে
দুঃখের আঁখি-জল!

সে কি তা দেখে চেয়ে
জানিতে সে কি পায়!
সে শুধু হেসে খেলে
আপনি বহে যায়!

কে তার পায়ে ঝাঁপে,
কে মরে উপেখায়,
জানিতে পারে সে কি?
শুধু, ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

সে জানে সংসারে
সে শুধু নিজে আছে,
সাধের ঢেউগুলি
রয়েছে হিয়া কাছে।

পাষাণ উপকূলে
আছাড়ি ফেলে শেষে,
যে যায় সে যায় শুধু,
স্রোত সে বহে হেসে!

তরু ও লতার বিলাপ।

লতা বলে—

তুমি তরু, ক্ষুদ্র আমি লতা,
ভালবাসি নাহিক ক্ষমতা।
যতবাসি আরো বাসিবার
হৃদে ওঠে বাসনা অপার,
কিছুই ত পুরেনা তাহার
থাকি যায় শুধু আকুলতা!

তরু বলে—

প্রেয়সী আমার!
ভালবেসে নাশিছ জীবন!
পূরেনা তবুও আকুলতা,
না জানি সে বাসনা কেমন!
একদিন ছিনু বটে তরু,
এখন যে কাঠ মাত্র সার;
ক্ষুদ্রলতা আজি সে বিশাল,
পদতলে পড়ে আছি তার!

সোহাগের বন্ধনের ফেরে
তনু অবসন্ন জর জর,
বিহ্বল প্রেমের সুধা ঘোরে
জ্ঞানহীন আছি মর মর।
কোমলতা ভেঙ্গেছে পাষাণ,
লতাতেই পড়িয়াছি ঢাকি,
পূরিল না বাসনা এখনো?
মরিতে যে আছি সুধু বাকি!

কেউ চাহেনা আপন পানে।

কি রকম এ দাবী তোমার?
সদাই চাহ ক্ষমা ক্ষমা,
একবার হিসাব খুলে দেখ দেখি
কতটা রেখেছ জমা!

সবাই পাপী সবাই তাপী,
অপরাধী বিশ্বজোড়া;
তুমিই কেবল মাঝখানেতে
দাঁড়িয়ে আছ ফুলের তোড়া!

বাকি কিছু রাখনা ত'
পেলে পরের খুঁটি নাটি!
তখন, পদদাপে আঁৎকে উঠে
ঘরের মধ্যে পাষাণ মাটী।

তোমার দোষ কি দোষের বাচ্য?
বক্ষ ফাটে রাগে ভারি;
অযতনে রতন মলিন,
দোষটা সে ত' জগতেরি!

তারা বুঝি গরীব দুখী,
কর্ম্মের ফল তাদের বেলা!
নবাবের আর কে দেয় জবাব,
আপনি কর লীলা খেলা!

একি হায় রে ধরার ধারা!
কেউ চাহেনা আপন পানে,
সব্বাই কেবল ভ্রূ বাঁকায়ে
পরের প্রতি দৃষ্টি হানে!

সিন্ধুর বিলাপ।

নাহি দিবা নাহি, সিন্ধু, যাম,
অবিশ্রান্ত কেন অবিরাম
গাহিতেছ বিষাদের গান ?
বিঁধাইয়া পরাণে পরাণে
শ্রোতাদের পশে যে গো কাণে
একই ঐ বিলাপের তান !
কি বাসনা বল মনে মনে
জাগিতেছে গোপনে গোপনে ?
কিবা সে এমন উচ্চ আশা
পূরাইতে হয়েছে পিপাসা ?
যার তরে শ্রান্তি বিন্দু নাই,
ঝটিকার বিপ্লব সদাই
বেগে তোড়ে করে আলোড়ন
তোমার মহান হৃদি মন ?
কিসের অভাব সিন্ধু তব ?
পৃথিবীর ধন রত্ন যত—
সকলি ত উরসে তোমার।
কটাক্ষেতে চরাচর প্রাসী
কত রাজ্য সাম্রাজ্য বিনাশি
আপনি করিছ অধিকার !
জলধি গো তোমার প্রতাপে
চারিদিক ভয়ে সদা কাঁপে,

নাহি সীমা তব ক্ষমতার !
অনন্ত ক্ষমতাশালী তুমি,
ইচ্ছায় লভিতে পার ভব,
কেন তবে কাঁদ দিবানিশি,
কি আশা সে পোরে নাই তব ·
ঐ উচ্চ পাহাড়ের গায়
উছলিয়া রজত কণায়,
ঝরণার ক্ষুদ্র এক রাণী
হাসি হাসি খেলিয়া বেড়ায়।
ভাল কি বাসিয়া তবে ওরে
হারায়েছ সুমহান মন ?
ক্ষুদ্র এক হৃদয়ের কাছে
সকলি দিয়েছ বিসর্জ্জন ?
তোমার সে মহিমা গৌরব,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সীমাহীন,
একটি বালার পদতলে
সকলি কি হয়েছে বিলীন ?
একটি সে অণুতম হৃদি,
তুমি কত উচ্চ সুমহান,
তুমি সে চরণে আজীবন
অশ্রুর তরঙ্গ করি দান,
তবুও সে হৃদয় দেবীর

পাওনি কি, পাওনি কি মন ?
তাই কি গো দিনরাত ধরে
সদা হেন বিষাদ ক্রন্দন ?
কিম্বা গো বিফল হয়ে প্রেমে
নাহি কোন পেয়ে প্রতিদান,
আপনার গৌরবে তোমার
দারুণ বেজেছে অপমান ?
তাই বুঝি হৃদয়ের সনে
মত্ত আছ সদা ঘোর রণে ?
বশেতে আনিতে চাও বুঝি
বিদ্রোহী সে অবাধ্য পরাণ ?
তাহাও ত নহে গো, জলধি,
কে না বল ভালবাসে তোরে ?
দেখিলে ও সৌন্দর্য্য গভীর
কার হৃদি প্রণয়ে না পোরে ?
অবিশ্রান্ত দিন রাত ধ'রে
বড়·ব্যগ্র নিয়াকৃ-এমনা,
সঁপিতে ত ঐ পদে প্রাণ
চলিয়াছে ছুটিয়া ঝরণা।
অতুল ও রূপের তোমার
কি আছে যে ক্ষমতা মোহন,
দেখিলে একটিবার যে গো
অমনি মোহিত ত্রিভুবন।
যে মুহূর্ত্তে প্রাণ নিয়ে যার

জলধি, করিতে থাক খেলা,
তখনো যে মুগ্ধ আঁখে তোরে
নেহারে সে মরিবারো বেলা !
কিছুরি অভাব নাহি তব,
ইচ্ছাতেই পূরে যে কামনা ;
তবে কেন কাঁদ দিন রাত
শুধাই গো তোমারে, বল না ?
কত হতভাগ্য নর নারী
হৃদে পুষি দারুণ হুতাশ,
কাটাইছে দিবস যামিনী
নাহি তার বাহিরে প্রকাশ ;
প্রলয় ঝটিকা ধরি মনে
নাহি ফেলে একটি নিশ্বাস,
আঁধার মরম অতি ঘোর
অধরেতে হাসির বিকাশ !
তব সম কত অশ্রুসিন্ধু,
লুকায়ে রয়েছে ধরি বুকে,
এক ফোঁটা জল তার তবু
উথলে না নয়নে সে দুখে।
জলধি গো—
দুঃখ নেই জ্বালা নেই তবে
কেন কাঁদ সারাদিন ধ'রে ?
কিছুরি অভাব নাহি তব,
কেন কাঁদ কাঁদিবারি·তরে ?

কি দোষ তোমার!

(অর্জ্জুনের প্রতি জলকুমারী উলুপি)

কি দোষ তোমার!
দোষ যদি কারো থাকে দোষ বিধাতার!
দেবতা ক জন হেথা ফুল শত শত!
যদি কোন পুণ্যফলে কোন সুপ্রভাতে
উষার আলোক শুভ্র শুভ্রতর করি—
কোন সৌম্য দেবমূর্ত্তি প্রকাশে নয়নে,
থাকিতে পারে কি তারা? থাকিবে কেমনে!
মুক্ত করি দিয়া রুদ্ধ চির জীবনের
আবেগিত তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আলোড়িত
মানস পূজার তপ্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস,
নিমেষেতে শত ফুল পায়ে এসে পড়ে;
তুমি কি করিবে, দেব, কি দোষ তোমার!
চরণ সরায়ে নিয়ে তুলিতে একটী
প্রফুল্ল পাপড়ি শত মুহূর্ত্তে দলিত,
ভালবেসে লও যারে হৃদয়ে তুলিয়া
সরমে মরম ঢাকি সভয়ে সঙ্কোচে—

সেও চাহে খসিবারে শতধা হইয়া,
প্রতিক্ষণে অনুভবি হীনতা আপন।
এইরূপ ভাগ্য নিয়ে জনমেছে যারা,
তুমি কি করিবে দেব করুণা করিয়া!
চরণ সামগ্রী তারা হৃদয়ের নহে,
চরণে লভিতে চাহে দুর্লভ মরণ।
সহস্র সোহাগময় আদর যতন
বাঁধিয়া রাখিতে নারে হৃদয়ের পরে।
এই যদি, এই হবে, এই হোক তবে,
বিফল জীবন চেষ্টা ক'রো না ওদের;
দাও মৃত্যু, দাও পুণ্য, যাও দলে যাও,
মরিয়া যাদের সুখ মরুক তাহারা।
তুমি কি করিবে দেব, কি দোষ তোমার!

থাক' ভোর।

(গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর)

তুমি রূপসীবালা নিয়ে,
বিলাসে থাক ভোর,
তোমার তরে মোর
ঝরুক আঁখি লোর।
তুমি তাহার কাণে ঢাল
মধুর প্রেম-ভাষ!
হেথা বিরহে আমি ফেলি
আকুল দুখ শ্বাস।
তুমি বিহ্বলে থাক ভুলে,
শোন হে মধু গান,
তোমায় স্মরি আমি
হুতাশে ধরি প্রাণ।
তুমি দিবস যামি
স্বপনে থাক লীন,
জীবন যাপি আমি
গণিয়ে পল দিন।
ডেকো না কাছে শুধু
একটু দূরে থাকি,
ছুঁয়োনা, সখা, শুধু
উহাই সুখ বাকী।
আমি ত সেই আমি,
তেমনি আছি তব,
শুধু সে প্রেমাদর,
স্বামি গো, নাহি স'ব।
পরিপূর্ণ বিশ্বাসের
করেছ অপমান,
তোমার সেই আমি,
শুধু—দেহের ব্যবধান।
এ হৃদি ভাঙ্গাচোরা,
তবুও তোমা রত,
শুধু সে মিলনের
হয়েছে দিন গত।
সুখেতে শুধু নহি,
দুঃখেতে সেই আমি,
জীবনে নহি আর,
মরণে অনুগামী!

"চুপ চুপ।"

(কচের প্রতি দেবযানী)

বজ্র হতে রুদ্র স্বরে হইল ধ্বনিত—
"চুপ চুপ," স্তম্ভিত মুখের বাণী !
হৃদয়ের কথা হায় ! কহিবারে গিয়া
তরাসে কম্পিত দেহ নীরব রসনা ;
দেবতার অভিশাপ, প্রভুর আদেশ।
তাই হোক্, কিন্তু দেব অন্তর নিভৃতে
গিরি-গর্ত্তে জ্বালামুখীসম উদ্গীরিয়া
প্রচণ্ড অনল, চলিছে যে আলোড়ন
তরঙ্গিয়া ইথরের অণু পরমাণু—
তার কি করিলে? নীরব সে মহাভাষা
শুনিছ না তুমি? কি করিব নিবারিতে
মাহিক ক্ষমতা ; সদাই সশঙ্ক-চিত
তব আজ্ঞা লঙ্ঘি পাছে, ইচ্ছা আটকিয়া
বধি তারে, পারি না তা, অনন্ত প্রবাহে
উথলিছে শতোচ্ছ্বাসে ভীষণ তরঙ্গে।
প্রভু হে, নীরব যদি করিলে রসনা,
এক ভিক্ষা মাগি, নাথ, পূর্ণ কর তাহা—
দাও বর, অভিশাপ, দাও আজ্ঞা দাও,
এ হৃদয় রসনাও স্তব্ধ হয়ে যাক ;
প্রকাণ্ড ভাষার রাজ্য নিস্তব্ধ হউক,
সৃষ্টির পূর্ব্বের শান্তি-ব্যাপুক ধরণী !

বলি শোন খুলে।

হেদে বিন্দে, বলি শোন খুলে,
ননদী বলেছে আর আসিতে দেবে না কূলে।
গৃহেতে রাখিবে বন্ধ,
নয়ন করিবে অন্ধ,
কালোরূপ-নিধি আর দেখিতে পাব না মূলে।
হৃদি হতে প্রেমলতা শুকায়ে ফেলিবে তুলে!

সজনি লো, মিছে কহিছি না,
কাঁদিব কি—কথা শুনে হাসিয়ে বাঁচি না!
বিশ্বে যা আনন্দ পুণ্য,
যাহা বিনা সব শূন্য,
যে নারী সে প্রেমমর্ম্ম না জানে, সে অতি দীনা!

আহা মরি কি বুদ্ধি ধারালো!
দেহই বাঁধিল যেন, কেমনে বাঁধিবে মন, হ্যাঁ লো!
হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা,
যে মধু মূরতি বাঁকা,
প্রাণের পরাণে পূর্ণ যে অরূপ রূপ কালো

আহা মরি বড় ফন্দী !
শরীর করিয়ে বন্দী
হরিবে সে জীবন-জীবন্ত প্রেম-আলো।
ভাল সই ভাল খুব ভালো !

জানে না কি এই দীনা রাধা,
ভুবন ঈপ্সিত রূপ শ্যামেরি হৃদয় আধা ?
মুদিলেও এ নয়ান
জ্বলে আঁখে সে বয়ান,
সে মূর্ত্তি দর্শনে তবে কেমনে কে দিবে বাধা ?
হিংস্রকে সখি রে হায় !
এ প্রেম ঘুচাতে চায় ;
দু মুটো বালুকা দিয়ে এ বুঝি সমুদ্র বাঁধা !
কাঁদিব কি হাসি তাই, বিষাদ বিস্ময়-ধাঁধা।

অপরাহ্নে।
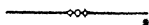
একি অপরূপ ঘটা !
পূরবে চাঁদের আলো পশ্চিমে অরুণ ছটা ;
রঙের তুফান ওঠে,
পদ্মা কুলু কুলু ছোটে,
বিকালে উষার লালে রঞ্জিত বটের জটা !
দূর দূরান্তর পুরে
কোকিল পাপিয়া ঝুরে,
এ ভাঙ্গন ধরা, হায়, বিজন তটিনী তীরে—
পশে কি না পশে কাণে,
স্বপনের মত প্রাণে
জাগায়ে অতৃপ্তি ব্যথা শূন্যে তা মিলায় ফিরে।
হেথা শুধু শাখে থাকি
ডাকে কে অচেনা পাখী
ঘড়ির কাঁটার তানে মুহুর্মুহু টুক টুক ;
বাবলার ফুল আর,
শূন্যে ঢালে উপহার,
কি জানি তাহার প্রাণে ইথে কত খানি সুখ !

আচম্বিতে দুরদাড়
খসে খসে পড়ে পাড়,
নিস্তব্ধ প্রান্তরে তার জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি ;
অর্দ্ধমূল মাটীহীন,
জটাজুট জলে লীন,
বৃদ্ধ বট প্রতিক্ষণে কাঁপে আয়ু ক্ষীণ গণি।
ফেলে শ্বাস মাঝে মাঝে,
যেন কি বেদনা বাজে,
যেন মনে ওঠে জেগে পুরাণ স্মৃতির ভার ;
কত লুপ্ত ইতিহাস
তার হৃদে স্বপ্রকাশ,
কত সুখ দুঃখ খেলা অভিনীত তলে তার।
আজি হায় কেহ ভুলে,
আসে না এ তরুমূলে ?
সঁপিয়ে গিয়াছে এরে একেলা মৃত্যুর কাছে।
পরিত্যক্ত তরুবর,
ক্ষীণ ভগ্ন কলেবর,
পুরাণ সে স্মৃতি ধরি বুঝি বা বাঁচিয়ে আছে ?

* * * *

নিভিল রবির জ্যোতি,
চন্দ্রমা উজল অতি,
স্তম্ভিত, নয়ন কোণে, দুই ফোটা অশ্রু ধার ;

সহসা বিস্ময় ত্রাসে
চমকি চাহিনু পাশে,
আকুল নিশ্বাস যেন পশিল শ্রবণে কার!
একি রে কাহার ছবি?
এলোকেশী কে মানবী?
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি ছল ছল দু নয়ান!
প্রাণের স্বপন যত
বুঝি এইখানে হত,
তরু কি গাহিতেছিল ইহারি বিলাপ গান!
স্পন্দহীন অনিমেষ,
দেখিতেছি সেই বেশ,
সহসা চাহিল নারী এইদিক পানে ফিরে;
দেখিয়া অচেনা আঁখি
ক্ষণেক থমকি থাকি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি চলি গেল উঠি ধীরে।
কি যেন কি মনে করে
ডাকিনু কাতর স্বরে,
কে তুমি সলিল? তব কি যন্ত্রণা দুঃখ?
গেল চলে শুনিল না,
একবার চাহিল না,
বুঝি ভুল করিয়াছি লাজেতে কাঁপিল বুক;
পাখীটি মাথার পরে শুধু করে টুক টুক!

কেমনে ভুলি।

যে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি!
নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,
মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,
ফুল তুলে চুলে পরাইয়ে দেওয়া,
থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!
গাছের তলায় খেলায় ভাণ,
প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,
কথায় কথায় মান অভিমান,
ভাল বাসে কি না এই আকুলি,—
হায়! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি!
ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,
নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা,
পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা—
আবেগে দেখান হৃদয় খুলি,—
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!
স্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়,
সুখের সাগরে মগন হৃদয়,
মুহূর্ত্তের মাঝে অনন্ত বিলয়,
স্বর্গে পরিণত মরত ধূলি!
ওগো! সে কি ভোলা যায়! কেমনে ভুলি!

অলি ও ফুল।

অলি। সখি, সকালে ফুটেছিলে,
বিকালে মর মর,
হায়! সে নব রূপরাশি
মলিন ঝর ঝর;
নাহি সে মধু হাসি,
নাহি সে পরিমল,
হেরিয়ে মুখ পানে
নয়নে আসে জল।

ফুল। কিসের দুখ, সখা!
না হয় গেছে রূপ,
না হয় লুটিব ভূমে
শুষ্ক দল স্তূপ!
আমার ছিল যাহা,
সুগন্ধ রূপবিভা,
সব ত দিয়ে গেছি,
ঝরিব ক্ষতি কিবা!

অলি। ক্ষতি কি জানিনা ত,
হৃদয় কাঁদি কহে—
অমন রূপরাশি
কেন না চির রহে!
ফুটিতে না ফুটিতে
অমনি ম্লান মুখ,
তিয়াস সার শুধু,
সুখ সে কত টুক?

ফুল। 'সুখ সে কতটুক'!
তা নহে ভুল তোর,
দুখ যা দিয়ে যাই,
সুখই সব মোর!
ফুটিয়ে থাকিতাম
যদি গো চিরস্থির,
দিতে কি উপহার
করুণ আঁখি-নীর?
আদর করিতে কি
এমন প্রাণভরে?
যদি এ রূপ নব
থাকিত চিরতরে?
বাসনা তৃষা ইথে
তোদেরি জাগে প্রাণে,
মোরা ফুটিয়ে ঝরে যাই
সুখের মাঝখানে।

অলি। তা যদি সেই ভাল!
আমরা কেঁদে মরি,
তোমরা চিরদিন
আদরে যাও ঝরি!

নীরব বীণা।

আমি নীরব বীণা, অতি দীনা,
ভাঙ্গা হৃদয়খানি,
আমার ছেঁড়া তার, নাহি আর
মধুর বাণী!
প্রাণের কথা যত, আগে গেয়েছি ত
সকলি,
মনে নাই যার, এখন তারে আর
কি বলি?
গান গাহে যারা, গাক তারা,
জানাক ব্যথা;
আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা,
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা,
কে বোঝে নীরব প্রাণে?
কেহ কি বুঝিবে না—একোজনা?
কে জানে!

নহে অবিশ্বাস।

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!
অপূর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস;
তাই অশ্রু অভিমান,
তাই এ বেদনা গান,
তাই এই বুক ফাটা দুরন্ত নিশ্বাস।
সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!

তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময়?
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য সুমহান
তোমার ও সুনীরব আত্ম-প্রেম দান।
তৃপ্ত আছ ভালবেসে,
যা পাইছ লও হেসে,
আকাঙ্ক্ষা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান!

আত্মা মোর অনুভবে ও প্রেম মহিমা,
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা;
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হা হুতাশ,
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয় প্রকাশ।

মনে রেখো অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি!
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
একই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি।

তোমার প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা,
আর, সখা, তুলিব না হৃদয়ের কথা;
আর শুধাব না, সখা, ভালবাস কি না,
আজ হতে আঁখি মোর হবে অশ্রুহীনা।

কি কথা কহিব তবে কি গাহিব গান?
প্রেমেরি বাসনাপূর্ণ হায় যে এ প্রাণ!
হোক সে বাসনা রুদ্ধ,
চলুক মরণ যুদ্ধ,
নীরব অশ্রুতে হোক সে তাপ নির্ব্বাণ!

আমার সে ফুল দুটি।

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
ধীরে ধীরে রবি উঠে অন্ধকার পড়ে টুটে,
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
আমার সে ফুল দুটি কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙ্গা মাখি ?
সারাদিন এই আশে থাকি !

হোল বেলা চলে গেল,
ধীরে ঐ সন্ধ্যা এল,
আলোক আঁধারে বাঁধি বিবাহ বাঁধনে ;
আধেক আঁধার ভাসে,
আধেক আলোক হাসে,
সব একময় শেষে মিশিয়া দু প্রাণে।

সবে প্রভাতের বেলা
ফুটেছে যে ফুলবালা,
নবীন বরণমাখা কিশলয় সাজে,
তাদের ফুরালো খেলা,
সমাপন করি পালা,
ঝরে ঝরে পড়ে সরে দু দণ্ডেরি মাঝে!

নাই সে মোহিনী সাজ, প্রফুল্ল বয়ান,
বেশ ভূষা সব বাসি,
মলিন সে ফুল্ল হাসি,
নাট্যশালা হতে সবে করিছে প্রয়াণ;
আর এক পথ দিয়ে
নূতন সৌন্দর্য্য নিয়ে
ফুটিছে তারার ফুল ঝলসি নয়ান।

এক আসে এক যায়,
না ফুরাতে হায় হায়,
সে 'হায়ে' নূতন হাসি অমনি ফেলেরে ঢাকি;
যে যায় সে শুধু যায়, যেমন তেমনি হায়,
জগতের সব বুঝি ফাঁকি!
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি!
আসে রাত সন্ধ্যা যায়, প্রাণ করে হায় হায়,
কোথায় সে হৃদয়ের আঁখি?

আমাতে যে আমি হারা কখন আসিবে তারা,
আকুল নয়নে চেয়ে দেখি ;
কিছু তারা বলেনা ত,'
বাতাস টুকুর মত
কি জানি কখন আসে, শুধু চেয়ে থাকি !

আসে তারা অতি ধীরে,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ফিরে,
শত ফুল সে পরশে হৃদয়ে ফুটিতে চায় ;
না খুলিতে দলগুলি,
না চাহিতে মুখ তুলি,
হাসিমাখা সে সমীর পলকে মিশায়ে যায় !

ফুটো ফুটো দলগুলি
বিষাদের তান তুলি,
একে একে পড়ে নুয়ে মরমে মরম ঢাকি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে রবি উঠে অন্ধকার যায় টুটে
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি ;
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
আমার সে ফুল দুটি কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙ্গা মাখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !

এই ত দেখিনু।

এই ত দেখিনু একটি বোঁটায়
দুইটি কুসুম প্রণয় ভরে,
আপনার মনে হাসিছে খেলিছে
মিশায়ে হৃদয় হৃদয় পরে ;

একটি শোণিত লহরী উচ্ছ্বাস
বহিছে দুইটি হৃদয় দিয়া,
একটি নিশ্বাস বায়ুতে কাঁপিয়া
উঠিছে পড়িছে দুইটি হিয়া।

কোথায় সে ভাব সে প্রেমের লীলা!
কেহ যেন আর কারে না জানে ;
আজন্ম কালের প্রেমের বন্ধন
মুহূর্ত্তে এমনি বিলীন প্রাণে!

হারে দুষ্ট বায়ু! তুই মাঝে এসে
কেন ফিরাইলি দুইটি মুখ?
সে মুহূর্ত্ত আর আসিবে না ফিরে,
ঝরে যাবে দল, ভাঙ্গিবে বুক!

সন্ধ্যা সঙ্গীত।

সন্ধ্যা।

সুনীরব সন্ধ্যাকালে পূরব গগণ ভালে
জ্বল জ্বল তারা দুটি চাহে হেসে হেসে;
বায়ু বহে মৃদু মন্দ মধুর চাঁপার গন্ধ
পাতার বিতান হতে আসে ভেসে ভেসে।

নিভৃত নিকুঞ্জ বাটী, বসে আছি একেলাটি,
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম;
নভপটে ছায়া ছায়া স্পন্দহীন তরুকায়া;
ধেয়ায় একাগ্রচিত্তে কি রহস্য নাম।

বকুল শাখাটি নুয়ে দুলে দুলে মাথা ছুঁয়ে
দু একটি ফেলে কোলে ফুল টুপ টাপ;
প্রশান্ত সরসী তলে ঘনাইছে ছায়া দলে
গভীর প্রাণেতে তার কি যেন বিলাপ।

মালতীর লতা গাছে ফুলে ফুলে ভরিয়াছে,
আঁধারে রূপের আলো চমকে নয়ান;
সুদূরে মন্দির মাঝে পূরবী রাগিণী বাজে,
তুলিয়া প্রাণের প্রাণে অনন্তের তান!

শিশুহরি।

গিয়েছে বেলা ব'য়ে এসেছে সন্ধ্যা হয়ে,
শ্রীহরি মা মাঁ করি ছুটিয়ে আসে;
দেখে মা নাহি ঘরে খুঁজিয়ে গৃহে ফিরে,
আকুল আঁখি নীরে পরাণ ভাসে।

মেঘেতে ভাসে চাঁদ জ্যোৎস্নার নাহি বাঁধ,
তারকা ফুটে ওঠে, গগণময়;
এই ত চাঁদা মামা, কোথায় মাগো আমা,
কে দিবে টিপ ভালে এই সময়?

আকাশে আঁখি তুলে, শ্রীহরি ফুলে ফুলে
কেবলি কাঁদে আর কাতরে ডাকে।
মা আসি হেন কালে, মুখানি চুমি বলে,
ভেবে যে সারা হই দেরীর পাকে!

কাঁদিয়ে গলা ধরি, হাসিয়ে বলে হরি,
মা গো মা সারাদিন কোথায় ছিলি?
এনেছি দেখ ফুল, পরিয়ে দেব দুল,
যাবনা কোথা আর তোরে মা ফেলি!

বাল্যসখী।

এই ত সুরম্য নন্দন কাননে
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে জানিনে কেমনে,
কাটিয়া গিয়াছে বেলা।

তরু মূলে মূলে ফুল তুলে তুলে
কহেছি লুকানো কথা,
সুখেতে হেসেছি, কেঁদেছিও সুখে,
দুজনে পেয়েছি ব্যথা।

উড়াইয়া অলি, তুলি বেলকলি,
তুলিয়ে কত কি ফুল,
কুসুমের সাজে সাজাইতে তোরে
গেঁথেছি মালিকা দুল।

আহা লো কতই হরষিত হৃদে
কতই আমোদে মেতে,
লতিকার ঘিরে দিয়েছি যতনে
অশোক তমাল মাথে।

সরসীর কূলে বসে দুজনায়,
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
পাপড়ি ভাসায়ে দেখিতাম সুখে
কেমন করিত খেলা।

মলয় সমীর ফুল ছুঁয়ে তোর
দোলাত কানের দুল,
মৃদুল মৃদুল ও মুখ চুমিয়া
দুলিত অলক চুল!

মরি কি মধুর সাজিত তখন
কমল বদনখানি!
উজলিয়া রূপে কুসুম কানন
শোভিতিস বনরাণী!

আবার যখন সাঁজের গগনে
পরিয়া তারকামালা,
দেখা দিত বিধু ছড়াইত মধু
জোছনায় করি আলা।

মনে আছে, সখি, চাঁদিমা হইতে
ও মুখ লাগিত ভালো;
বলিতাম, মরি এ রূপের কাছে
জোছনাও যেন কালো!

ও কেমন কথা, বলিয়া সোহাগে
হাসিতে সরম হাসি ;
অমনি লাজের রকতিম মুখে
চুমিতাম রাশি রাশি।

কোকিল পাপিয়া পিউ পিউ কুহু
কুজিয়া মোহিত প্রাণ,
সেই মধু স্বরে মিলাইয়া বীণা
দুজনে গেয়েছি গান।

আপনা ধ্বনিতে মোহিত হইয়া
আপনা হয়েছি হারা ;
ভুলেছি জগতে আছে আর কেহ
আমরা দুইটি ছাড়া।

হৃদয় দুইটি একটি সুরেতে
বাঁধা গো আছিল হেন,
ছুঁইলে একটি হৃদয়ের তার
দুইটি বাজিত যেন।

সারাদিন গেছে বনেতে কাটিয়া
দুজনে বনের বালা,
জানিতাম না তো তখন আমরা
কেমন বিষাদ জ্বালা।

সে সুখের দিন কোথায় এখন,
সজনি লো, বল দেখি ?
হৃদয়ের ধন তুই বা কোথায়
আমি বা কোথায়, সখি !

একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম
আছিল কেমন ফুটি,
কে ছিঁড়িল, আহা ! একটি গো তার
দুইটি হৃদয়ে টুটি।

সকলি ত হায়, তেমনি রয়েছে !
তেমনি ফুটিছে ফুল,
এ ফুলে ও ফুলে মধু খেয়ে খেয়ে
ছোটে ত মধুপ কুল ;

সেই ত বহিছে তেমনি করিয়া
সমীরণ মৃদু মৃদু,
সেই ত তারকা উজলে বিমান,
অমৃত ঢালিছে বিধু;

পাপিয়া কোকিল গাহিছে সেই ত
কেন নাহি মোহে প্রাণ,
কেন আর, সখি, নাহি মন ওঠে
গাহিতে লো কোন গান?

সেই ত হোথায় বীণা আছে পড়ে
ছুঁইতে পারিনে আর,
কতদিন হতে কি বলিব, সখি,
নীরব আছে ও তার!

দুই দিনে, বালা, সকলি ফুরালো,
ঘুচিল কি ছেলেবেলা!
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুখ,
ফুরালো সাধের খেলা!

স্মরিও আমায়।

(মূর হইতে অনুবাদ)

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্ত্তি গৌরব যেথায়।
কিন্তু গো একটি কথা,
কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়,—
সুখ্যাতি অমৃত রবে,
উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়।

কত যে মমতা মাখা,
আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এ হ'তে গভীরতর,
কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন।
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব সাথ,
আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী ব'লে স্মরিও আমায়।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে চারু সন্ধ্যাকালে,
তোমার সে মনোতৃপ্তি,
সন্ধ্যা-তারা দিব্য দীপ্তি,
নেহারিবে সমুদিত আকাশের ভালে ;—
মনে কি পড়িবে নাথ,
একদিন আমা সাথ,
বন ভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যাতারা,
দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে ?

নিদাঘের শেষাশেষি,
মলিনা গোলাপ রাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়,
যেই অভাগিনী হায় !
গাঁথিত যতনে তার, মালা তোমা তরে।
যে হস্ত গ্রথিত ব'লে তোমার নয়নে,
হত তা সৌন্দর্য্য মাখা,
শিখিলে তুমি গো সখা,
গোলাপে বাসিতে ভাল যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে,
বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খ'সে খ'সে চারি ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
নিদারুণ শীতকালে,
সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।

সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,—
বিমল সঙ্গীত তান,
তোমার হৃদয় প্রাণ
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়তল,
একবিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হ'তে পড়ে সে তান শুনিলে,—
তখন করিও মনে,
একদিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিও হায় অভাগিনী ব'লে।

সন্ধ্যার স্মৃতি।

প্রতিদিন দূর হতে তোমা পানে চাই,
আঁখির কিরণ ছুটি
আঁখিপরে পড়ে লুটি,
গভীর হরষ মাঝে মগ্ন হয়ে যাই।

আমি সন্ধ্যা পৃথিবীর অতি দীন হীন,
নাহি গুণ, রূপ-রাশি
ভুলিয়ে যদি বা হাসি
বিষাদ অশ্রুর জলে তাহাও মলিন।

তুমি বালা সন্ধ্যাতারা স্বরগের আলো!
এত কথা এত হাসি,
এত ভালবাসাবাসি,
ক্ষুদ্র আমা পরে কেন এত মায়া ঢালো?

পাতা না ফেলিতে চায় অবাক নয়ন,
পলকে যদি কি জানি
হারাই ও হাসিখানি,
এই ভয় হিয়া মাঝে জাগে অনুক্ষণ।

ও হাসি অমৃতময় স্বরগের ভাষা,
ও হাসির জ্যোতি ছুটে
অসীম শূন্যেতে লুটে
পূরাইছে জগতের সৌন্দর্য্য-পিপাসা।

সুরের লহরী আধো সেই ভাষা গায়,
শিখে আধো আধো খানি
মলয় বায়ু সে বাণী
শিখাইছে বনে বনে কুসুম লতায়।

প্রেমের যৌবন স্বপ্ন সে হাসির ছায়া,
শিশুর অফুট বাণী
সেথাকার স্মৃতিখানি,
সেথাকার মধুময় শেষ মোহমায়া।

সে ভাষা বুঝিতে গিয়ে হৃদয় আকুল,
যতই বুঝিতে যাই
কিনারা নাহিক পাই,
ভাবের তরঙ্গ মাঝে হয়ে যায় ভুল।

আপনার ভাবা যেন গিয়াছি ভুলিয়া,
মনে পড়ে পড়ে এই—
ধরি ধরি আর নেই,
প্রাণের অন্তর প্রাণ ওঠে আকুলিয়া!

পড়ে না পড়ে না তবু পড়ে যেন মনে,
যেন দূরে অতি দূরে
কোন এক সুরপুরে
এক সাথে আছিলাম মোরা দুই জনে।

সেথায় বসন্ত চির স্বপনে আকুল,
সেথাকার স্নেহ প্রীতি
কেবল নহে গো স্মৃতি,
ঝরিতে ফোটে না যেন সেথাকার ফুল।

সেথায় কাহার যেন আনন্দের তরে,—
সখিগণে মিলি মিশি সাজিয়াছি দিবানিশি
কুসুমের পরিমল সযতনে ধরে,
সেথায় কুসুম নাহি ঝরে।

যেন কত ফুল বাস চয়ন করেছি,
তুলিয়ে শান্তির বাস,
মিলায়ে আশার বাস,
গাঁথিয়ে মালার রাশ গলায় পরেছি।

যেন গীত সুরে সুরে রচেছি শয়ন,
হাসির সুবাস তুলে
মুকুট করেছি চুলে,
বসন রচেছি করি সুষমা চয়ন।

ভুলে ভুলে যেন যাই, যেন জাগে প্রাণে,
না হইতে মালা গাঁথা,
না হইতে হাসি কথা,
স্বপন বালক দুষ্ট তার মাঝ খানে—

চুপি চুপি লুকোলুকি উপবনে আসি
ফুঁ দিয়ে উড়াত ফুল,
টেনে খুলে দিত চুল,
ছিঁড়ে দিয়ে বাস মালা সারা হোত হাসি।

ধরিতে যেতেম মোরা যদি তারে রাগে,
দূরে থেকে হেসে হেসে
ছুটে ছুটে পালাত সে
কনক মেঘের দ্বার খুলি আগে ভাগে।

সহসা প্রমোদ হাসি হোত অবসান,
একটি নূতন লোক,
সেথাকার দুঃখ শোক,
মনে পড়ে আঁখি পথে হোত ভাসমান!

কত শত জন সেথা দুঃখ শোকাতুর,
করিতেছে হাহাকার,
উথলিত অশ্রুধার,
তখনি সুখের সাধ হয়ে যেত দূর।

আকুল নিশ্বাস ফেলি বলিতাম মনে,
উহাদের দুঃখ লয়ে
এ সুখের বিনিময়ে
জনম দাও গো দেব, উহাদের সনে।

বুঝি গো এসেছি হেথা লয়ে সে বাসনা,
কই তা পূরিল কোথা
একটি হৃদয় ব্যথা,
একটিও অশ্রু ফোঁটা মোছান হোল না।

করুণ নয়নে বুঝি তাই চেয়ে আছ?
হৃদি বড় দুরবল,
তাহাতে সঁপিছ বল?
হৃদয়ের অবসাদ বুঝি মুছিতেছ?

এখন সে সখীত্বের এই বুঝি শেষ?
কে আমরা কোন পুরে,
চাওয়াচায়ি দূরে দূরে,
পুরাতন সে স্মৃতির এইটুক রেশ?

এটুকুও যায় যদি ভয়ে ভয়ে থাকি,
আকুল নয়ন তুলে
একদিন যদি মূলে
দেখিতে না পাই তোর ও কিরণ আঁখি!

সারা দিবসের পরে বিশ্রাম কোথায়?
নিরাশায় শ্রান্ত অতি,
সে হৃদে কে দিবে জ্যোতি?
ফুটাইবে নিরমল উষা কে সন্ধ্যায়?

যদি, সখি, বুঝি, সখি, আসিবে সে দিন,
উষাময়ী নিজ দেশে
যাবি তুই ভেসে ভেসে,
উদিবে জীবন-সন্ধ্যা সন্ধ্যাতারা-হীন;
কে জানে বুঝি বা, সখি, আসিবে সে দিন!

মাঘ মেলা।

পবিত্র মাঘের মেলা,
গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা,
মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য রূপের তুফাণ!
পা দুখানি খোলা থালা,
হাতে প্রদীপের থালা,
ঈষৎ ঘোমটা টানা উজল বয়ান;

বঙ্গবালা পুণ্যবতী,
পূজিবারে ভাগীরথী
নামিছে বন্যার ধারে সোপান-লহরী;
ভক্তের চরণ স্পর্শে
জাহ্নবী কাঁপিয়া হর্ষে
কল্লোলি আশিস দান করে প্রাণ ভরি।

পুলক প্রফুল্ল প্রাণ,
শতকণ্ঠে মা মা তান,
স্তবস্তুতি হুলুধ্বনি আনন্দ কল্লোল;
দিগন্ত ধ্বনিয়া ছোটে,
স্বর্গে উথলিয়া ওঠে,
অচেতন জাগে পেয়ে চেতনা হিল্লোল।

উপকূলে সারে সার
শোভিছে দীপের হার,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে উৎসর্গ দেউটি ;
মহোৎসবে হুলস্থূল,
রাতে যেন দিন ভুল
জল স্থলে আলোকের ফুল ফোটাফুটি।

বুঝি বা স্বর্গের তারা
মন্ত্রাহ্বানে আত্মহারা,
ধরায় ফুটেছে আসি দেবী-পদতলে ;
সমাপি এ পুণ্য কর্ম্ম
লভিবে নূতন জন্ম,
বিসর্জ্জি জীবন আজ জাহ্নবীর জলে।

* * * * * *

সুবিজন নিরালয় ঠাঁই,
প্রমোদ উৎসব হেথা নাই,
স্নান করে বিধবা একাকী,
সঙ্গে মেয়ে বালিকা বড়াই।

উপকূলে বসিয়া একাকী
জ্বালাইছে পূজার প্রদীপ,
এই জ্বলে এই নিভে যায়,
দু একটি করে টিপ টিপ।

অষ্টম বর্ষীয়া শিশু বালা,
উমা যেন, স্বর্ণলতা নাম ;
মিষ্ট মিষ্ট আধো বাধো কথা,
নাহি কিন্তু কথার বিরাম।

কর যোড়ে জপিছে জননী,
‘দয়া কর দয়াময়ী গঙ্গে’ !
সহসা নীরব হয়ে শোনে
বালিকা কি কহিতেছে রঙ্গে।

দীপ জ্বালি সারি দিয়া কূলে
নমি গঙ্গা মাগিছে সে বর,
'সীতার মত হব সতী,
রামের মত পাব পতি,
ভুলে গেনু এই যা তা পর' !

মাতা কহে, 'কর, বাছা, ব্রত,
লক্ষ্মণ দেবর হয় যেন,
কৌশল্যা শ্বাশুড়ি হোক তোর,
শ্বশুর সে দশরথ হেন ;

ধৈর্য্য পাস পৃথিবী সমান,
কাজ কর্ম্মে অটল সুদক্ষি,
গঙ্গা তাঁর শীতলতা দিন্
স্বামী গৃহে হয়ে থাক লক্ষ্মী'।

মেয়ে কহে কাঁদিয়া তখন,
'না, মা, আমি করিব না ব্রত ;
শামা গেছে শ্বশুরের ঘরে,
আসে না সে করে তিন সত্য।

তোরে ছেড়ে যাব না, মা, কোথা,
জানিস, মা, আমি পেমি পিশি !
মা কহে, 'থামরে সর্ব্বনাশি,
ও কি কথা কোস কোন দিশি !

বিধবা সে তাই ঘরে আছে
বাছা, কি করিলি অকল্যাণ !
মা গঙ্গা, শিশু ও বোধহীন,
ও কথা দিও না মনে স্থান' !

ও পারে চমকে চিতানল,
মা কাঁদি তাহার পানে চায়,
বালা হাসি বলে, 'দ্যাখ, মা গো,
কেমন প্রদীপ ভেসে যায়' !

যেন আমার দুখে।

যেন আমার দুখে—
আমারো চেয়ে কার বাজিছে বুকে!
কে যেন অতি করুণ নয়নে
আছে মুখের পানে চাহিয়া,
হৃদয়ের শত অতৃপ্তি বেদনা
সেই আঁখির অমৃতে নাশিয়া।
যেন অতি বিয়াকুল আসিতে নিকটে
এই নয়নের জল মুছিতে;
দিগন্ত প্রসার বাধা ব্যবধান
মহাবলে চায় ভাঙ্গিতে।
ব্যথিত নিষ্ফল নিরাশ কাতর
বিষণ্ণ পরাণ টুটিয়া,
আরো উজল উচ্ছ্বাসে সে করুণ প্রেম
শতধারে উঠে ফুটিয়া।
বল কে তুমি গো, দেব, কোন জনমের
পুণ্য স্মৃতি, মূর্ত্তি ধরিয়া—
আঁধার প্রাণের হরিছ তিমির,
হৃদি কি সুখ আনন্দে ভরিয়া!
থাক্ মাঝে থাক্ শত ব্যবধান
থাকি তোমারি দূর ভবনে,
যদি ঢাল চিরদিন ঐ প্রেমজ্যোতি,
ডরি কোন জ্বালা কোন বেদনে!

সেই তিরস্কার।

এমনি একটি সন্ধ্যা মধুর উজ্জ্বল,
পশ্চিমে সোণার মেঘে বহেছিল ঢল।
পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত সুতরুণ শশী,
ছায়াখানি বিকম্পিত সরোবরে খসি।
একাকী বসিয়া ঘাটে ছিনু অপেক্ষায়,
এমন মধুর সন্ধ্যা, কোথা সে কোথায়!
নয়নে বিরহ অশ্রু, অভাব পরাণে,
আবেগ আগ্রহে হৃদি পূর্ণ অভিমানে।
সহসা সম্মুখে কার হেরিনু মুরতি?
কার হাসি সুধা পিয়ে, কার হাসি হরে নিয়ে,
সহসা অপূর্ণ চন্দ্রে পরিপূর্ণ জ্যোতি?
অকুল আনন্দ মাঝে অবসিত প্রাণ,
(বুঝিনু) মৃত্যু ত' দুঃখের নহে সুখের নির্ব্বাণ!
হায় রে ভাঙ্গিল কেন সেই মৃত্যু-সুখ,
আবার আসিল কেন অভিমান দুখ!
উচ্ছ্বাস কাতর প্রাণে হাতখানি ধ'রে
বলিনু, 'বাসনা বুঝি ভাল আর মোরে'?

শুনিতে উথলে সাধ সে পুরাণ বাণী,
'বাসি না তোমারে ভাল, হৃদয়ের রাণি' ?
বার বার শুনিয়াছি এ সোহাগ ভাষা,
তবু নহে মিটিবার জ্বলন্ত পিপাসা !
একই জিজ্ঞাসা তাই, অতৃপ্ত ইচ্ছার,—
"বুঝেছি আমারে ভাল বাস না ত আর।"
বুঝিল না ভাব মোর বুঝিল না ভাষা,
বলিল, 'সন্দেহ এ কি ঘোর সর্ব্বনাশা' !
নয়নে দেখিনু তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি ;
প্রথম হেরিনু সেই সে নয়নে রোষ,
স্বার্থভরা আকুলতা তোরি যত দোষ !

* * * * * *

সে দিনও এমনি রাত্রি, মেঘস্তর কালো
ঢেকে ঢেকে যেতেছিল চন্দ্রমার আলো ;
রজনী সুখেতে ম্লান সে জ্যোৎস্না-পরশে,
বিরহের ভয় যেন মিলন-হরষে ;
জ্বল জ্বল সন্ধ্যা তারা নামে ধীরে ধীরে,
বিজনে দাঁড়ায়ে মোরা সরোবর তীরে ;
হৃদয় বেদনা-ভরা, আনত লোচন,
পরাণে কত কি কথা, না সরে বচন ;

সে দিন কি আছে আর! কি কহিব কথা?
কি ব্যথা জানাতে গিয়ে শুধু দিব ব্যথা!
সম্বরি নয়নজল বলিলাম শেষে,
'বিদায় দাও গো তবে যাই দূর দেশে'।
পাষাণ সে একটিও কথা কহিল না,
একবার বলিল না যেয়ো না যেয়ো না।
শুধু নয়নেতে সেই তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি!
সেই দৃষ্টি আনিয়াছি প্রবাস-সম্বল,
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর একমাত্র বল।
প্রশান্তি বহিয়ে আনি ঝড় জ্বালা ক্লান্ত,
ঈশ্বরের রুদ্র বজ্রে পাপী তাপী শান্ত।
সেই তিরস্কার দৃষ্টি অন্য কিছু নয়,
তাহাতে প্রকাশ দেখি তাহারি প্রণয়।
সেই খর স্মৃতি দিয়ে দগ্ধ হবে যত,
হবে স্বার্থপূর্ণ প্রেম সুবিমল তত।
ভুল করেছিনু তাহা নহে তিরস্কার,
বুঝেছি এখন তাহা ভালবাসা তার!

বিরহ।

অধরে মোহন হাসি,
নয়নে অমৃত ভাষে,
বিরহে জাগাতে শুধু
মিলন পরাণে আসে।

সুখের প্রভাত আশে
বিরহ চমকি চায়,
হৃদয়ে আশার আলো
নয়নে আঁধার ভায়!

কইরে মিলন কোথা
সে কি হেথা আছে আর!
রাখিয়ে গিয়াছে শুধু
গরল পরশ তার!

তাপটুকু রেখে গেছে,
প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে
অশ্রুজল রেখে দিয়ে;

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে
সন্ধ্যার হরিয়ে তারা,
আঁধার পড়িয়ে আছে
সুষমা হইয়ে হারা!

ফুলটি সে নিয়ে গেছে
ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়ে সারা
নয়ন মেলিয়ে উঠি!

প্রজাপতির মৃত্যুগান।

১

ছিল নাত কাজ কোন কিছু
জীবনটা শুধু হেলাফেলা,
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে
কাটিত সুদীর্ঘ সারাবেলা।

একদিন সন্ধ্যা অতি ধীর,
বহিয়াছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তিভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।

লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া,
চলিতে না সরে পদ আর
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।

চারিদিকে চাহিনু বারেক
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জ্বল জ্বল হাসিল কৌতুকে
তারকাটি মাথার উপরে।

মুদে এল ধীরে দুনয়ন
বুঝিলাম পালা হোল সায়;
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায়!

পড়িল না অশ্রু একফোঁটা
অধরে ফুটিল হাসি রেখা,
নিমেষের এই ত জীবন
কে আমার আমি শুধু একা!

* * * * * *

২

জীবনে আরম্ভ হোল কাজ,
আজ আমার নূতন জীবন!
সমুখে এ কাহার মূরতি
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন?

কলিকাটি নতমুখী একা,
তুষার আবৃত হিম দেহ!
না ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ
কেহ নাই করিবারে স্নেহ!

ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি,
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে
ঘুচাইনু সে তুষার রাশি!

আনন্দ পুলক অভিনব
শিরে শিরে হোল বহমান,
মিছে হাসি খেলা ধুলা সব
সেই দিন হতে অবসান।

* * * * * *

৩

আজ আমার কাজ সমাপন,
চিরতরে জীবনের ছুটি,
মলিন কলিকা সে আমার
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি।

সযতনে পাথনায় ঢাকি
গণিয়াছি মুহূর্ত্ত পলক;
প্রাণ ভরা সে স্নেহ আদর
ধন্য বিধি আজিকে সার্থক!

আজি আর নহে সে একাকী,
আজি সে ত নহে দীন হীন,
অলি কহে মধুর বচন
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন।

প্রাণ ভোরে দান করে রবি
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি মহাকবি
রূপ-মুগ্ধ বিস্মিত নয়ন।

বিকাশিত সুবাস সুহাস,
বিকাশিত রূপের মহিমা,
বিকাশিত সে নবযৌবন,
আজ নাহি আনন্দের সীমা!

উল্লাসে অধীর সে আমার
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি,
পূর্ণতম আমারো জীবন
কাজ আর নাই কিছু বাকী।

শূন্য ছিল জীবন সেদিন
পূর্ণ এরে জীবনের ঘের,
সুখভরা ধরণীর পাশে
অন্তিম বিদায় মাগি ফের।

ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তুতি
প্রশংসা ধরে না,কারো মুখে
প্রসারিত রাজহস্ত ঐ
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে।

একা ছিনু সেদিন এখানে
আজ আমি দোঁহে মিলে মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে
এত হর্ষ নাহি যায় সহা!

বিদায় গো বিদায় ধরণি,
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি;
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন
দিয়াছে সে জীবনের ছুটি।
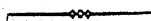
প্রতিদান।

প্রতিদান প্রতিদান! কি দিবে গো প্রতিদান?
আদর, চুম্বন, হাসি, ভালবাসা, মনপ্রাণ?
তোমার যা কিছু আছে,
সবই ত আমার কাছে,
কি দিয়ে পূরাবে তবে বৃথা এই অভিমান?

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার,
ধার করা ধন তব নিয়ে আস উপহার।
কেন, সখা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অন্তঃপুর
তোমাতেই তন্ময় তোমাতেই ভরপুর!
তোমার যা কিছু নয়
নাহি স্থান হৃদিময়,
হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর!

আঘাত বেদনা টুকু শুধু তার প্রাণে লাগে।
সে কি না তোমারি দান,
তৃপ্ত তাহে অভিমান,
আদরেরি মত তাই হৃদয়েতে সদা জাগে!

কেন গো শুধাও?

কেন গো শুধাও বারবার
কি দুখে বহিছে অশ্রুধার?
এমনি কাঁদিয়া চিরদিন,
এমনিই সুখ-শান্তি হীন,
এ জীবন পড়িবে ঝরিয়া;
নিভিবে না হৃদয়ের ভার!
জনমেছি অশ্রুজল লয়ে,
কাঁদিবও অশ্রুজল হ'য়ে।
কাঁদিতে দাও গো একা একা,
শুধায়ো না কারণ কি সখা!
কেন হৃদে জ্বলিছে অনল,
কেন বহে নয়নেতে জল,
কেন যে গো সারা রাত দিন
এ হৃদয় গায় দুখ গান,
জানে না তা জানে না পরাণ।
কি আর বলিব বল তবে,
শুনিয়ে কি আর বল হবে;
শুনিলে গো যে দুঃখের কথা
সুখী হৃদে জাগাইবে ব্যথা,
কেন তা শুধাও বারবার?
জানি না কি দুঃখে
কাঁদে পরাণ আমার!

মরণ সোহাগ।

ওকি আর ফুল আছে?
ও যে শুধু ঝরা দল,
কেন আর সমীরণ
উহারে ছুঁইবি বল?

মধুর সোহাগে তোর
ও ত আর গাহিবে না,
নয়নে ঢালিয়া সুধা
ও ত আর চাহিবে না;

সুখের পরশে শুধু
শুকাইবে দলগুলি,
সমীর ফিরিয়া যা রে
মরণ-সোহাগ ভুলি!

দুটি তারা।

অতি ক্ষীণ ক্ষীণতর পাপিয়ার স্বর,
কোথা কোন দূর হতে আসিছে ভাসিয়া,
তরল বারিদপুঞ্জ মেঘের বরণ,
নীলিম শৈলের শিরে জমিছে আসিয়া।

রবির বিদায় দৃষ্টি স্বর্ণ-জ্যোতিময়,
চমকিছে শুভ্রনভ দিবসের শেষে,
দুইটি হারান তারা সহসা মিলিয়া
চাহিছে দোঁহার পানে বিষণ্ণ আবেশে।

সন্ধ্যায় উষার খেলা সব যেন মোহ,
স্বপনেতে জাগরণ গিয়াছে মিশিয়া,
স্মৃতি উথলিছে চির বিস্মরণ মাঝে,
প্রীতির কাহিনী জাগে অপ্রীতি নাশিয়া।

সরমে মরম কথা প্রথম প্রকাশ,
সবে ফোটা হৃদয়ের প্রথম আকুলি—
তরঙ্গ তুলিছে বেগে নিরাশার প্রাণে,
আদরের স্মৃতি মাঝে অনাদর ভুলি।

সুখ বা যন্ত্রণা ইহা ? শূন্ত, মায়ামোহ ?
দু দণ্ডের মরীচিকা অবসান ভাতি ?
এখনি সরিয়া যাবে যে যাহার দূরে—
কে কাহার আঁখিতারা কে কাহার সাথী ?

তা নহে তা নহে, ইহা নহে অভিশাপ,
দেবতার আশীর্ব্বাদ মঙ্গলস্থচন ;
জীবন আরম্ভ পুন নূতন করিয়া,
পরিপূর্ণ প্রেমে তাই বিশ্বাস মিলন।

এই উষাময়ী সন্ধ্যা হইবে বিলীন
নূতন মধুর দৃশ্য শুধু আনিবারে,
নূতন পুলকভরা জোছনা রজনী
অবসান হবে নব প্রভাত মাঝারে।

আসে যদি সুগভীর রজনী আঁধার
ঝটিকার ভয়াবহ তরঙ্গ লইয়া,
এ দুটি তারকা হৃদি আলিঙ্গিয়া দোঁহে
উজ্জ্বল হইবে আরো অধিক করিয়া।

দুজনের অপূর্ণতা পূর্ণ করি দিয়া
চির প্রেম চির কান্তি চির শান্তি ধরি,
প্রণমি অনন্ত পদে ফেরাবে ভাসিয়া
জীবনের কক্ষপথ আলোকিত করি !

নিশীথ সঙ্গীত।

জীবন অভিনয়।

এই ত জীবন অভিনয়!
কেহ কাঁদে কেহ হাসে দাঁড়াইয়ে পাশে পাশে,
তবুও কাহারো কেহ নয়!
এই ত জীবন অভিনয়!

বিশ্ব ঘোর থম্ থমে; বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝমে,
নিশীথিনী বিরহে চমকে।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণ নীরদের গরজন
বায়ু বহে দমকে দমকে।

গাছ পালা জেগে উঠে, এ উহার গায় লুটে,
বিজলি চমকি চলি যায়;
লতা পাতা শূন্য জুড়ে, বৃষ্টির কণিকা উড়ে,
তুষার বরণ ধূম ভায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লান দীন, রমণী আশ্রয় হীন,
দাঁড়াইয়া ভিজিছে কাননে;
জানালার পথ দিয়া, আলো উঠে ঝলকিয়া
এক দিঠে নেহারে নয়নে।

কে তুমি দুখিনী মেয়ে, অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে,
এ বুঝি তোমারি ছিল ঘর ?
অভিমান ব্যথা ভরে গিয়াছিলে ছলিবারে
আসিয়া দেখিছ সব পর !

কি আর চাহিয়া দেখ সাড়া আর দিওনাক
আমোদে রয়েছে ওরা থাক !
এখানে নাহিক স্থান ফির' নিয়ে অভিমান,
পরাণ নিভিয়া যাবে যাক।

রমণী আশ্রয় চায়, কেহ না শুনিতে পায়,
রুণু রুণু নুপুর উথলে ;
সুখের সাহানা তান উথলে বৃষ্টির প্রাণ
অভাগিনী কেঁদে যায় চলে !

নিজের বিষাদ ভুলে আকুল নিশ্বাস তুলে
নিশীথিনী গায় শোক গীত,
গৃহেতে উথলে গান রুণুঝু নুপুর তান
অবিশ্রাম এই রঙ্গ রীত !

যবনিকা এ খেলায় কভু না পড়িতে চায়,
চিরকাল ধরে আছে ঠাট ;
দর্শকের নাহি শ্রান্তি খেলকের নাহি শান্তি
দুয়ে মিলে এই মহা নাট।

প্রকাণ্ড এ নাটকের না ফুরায় সূত্র ফের
বাকী তবু কিছুই না রয়,
পালা না হইতে সায়, রব ওঠে সে কোথায় ?
মাঝখানে চকিত বিস্ময়।

চকিতের সে বিস্ময় চকিতে তখনি লয়
যেই খেলা সেই খেলাময় ;
যে যাবার সেই যায়, অন্তে তার পালা গায়
কেহ আর সে কথা না কয় !
এই ত জীবন অভিনয় !

কেহ কাঁদে কেহ হাসে দাঁড়াইয়া পাশে পাশে
তবুও কাহারো কেহ নয় ;
এই ত জীবন অভিনয়।

ঝটিকা।

মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ,
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে ঢেউ সাথে চলি
খেলেনা জোছনা রজত ধার!

মৃদুল পবন বহেনাক আর,
গাছের একটি পাতা না নড়ে;
বহে কি না বহে তটিনী কে জানে,
ঢেউ ত একটি নাহিক পড়ে।

আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরণী,
মন্ত্র স্তব্ধ যেন চারিটি ধার;
কি বিপ্লব কথা নীরবে কহিছে,
থাকেনা বুঝিবা জগৎ আর!

তটিনীর কূলে কুঁড়ে ঘর খানি,
দ্বারের বাহিরে জেলেনী জেলে
ভয়াকুল প্রাণ আছে দাঁড়াইয়ে
কুটিরের স্নিগ্ধ আলোক ফেলে।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি!

বীর পরাক্রমে এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী প্রশান্ত মূরতি,
ভীষণ সংহার মূরতি তার;
সফেন তুফাণে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়ে ফেলিছে পাড়!

সহসা উঠিল করুণ ক্রন্দন,
তরী একখানি যেন রে ডোবে;
কাঁপিয়া উঠিল ধীবর-দম্পতি
হৃদয় দহিল দারুণ ক্ষোভে।

বলিল জেলেনী, "ঐ শুন আহা
কোন অভাগার জীবন যায়";
ততক্ষণ ছুটি খুলি দিয়া খুঁটি
করুণ ধীবর উঠিল নায়।

এ কাল নিশায় নাহি ভ্রূক্ষেপি
বায়ু বেগে ঐ চলিল তরী,
আকুল পরাণে তীরে দাঁড়াইয়ে
কর যোড়ে সতী স্মরিল হরি !

কত রজনীতে কত ঝটিকায়
সাহসী দয়ার্দ্র সোয়ামী তার
কত মরণেরে করেছে বারণ
কতই বিপদ্ করিয়ে সার।

সমুখে জাগিল সেই সব ছবি,
পরাণ ভরিয়া গাহিল জয়,
পরাণ ভরিয়ে ডাকিল হরিরে,
'তার' এ বিপদে করুণাময়।

চলিল তরণী তুফানে তুফানে,
কভু পড়ে পুনঃ উঠিছে কভু ;
অটল-হৃদয় সাহসী ধীবর,
কোন ভয় ডর নাহিক তবু !

মনে তার শুধু জাগে সে রোদন,
ঝটিকা তুফানে চেয়ে না চায়,
কেবলি ডাকিছে 'কোথায় রে তোরা ?
ভয় নেই আর, নে যাব আয়' !

তবুও উত্তর নাহি দিল কেহ,
রোদনও আর ত শোনা না যায় ;
অধীর হৃদয়ে বাহি চলে জেলে,
ঝটিকায় তরী রাখাও দায়।

তুফাণের পর উঠিছে তুফাণ,
গেল গেল তরী নাহিক আশ ;
নাহি ভুরুক্ষেপ সেদিকে তাহার,
জলে চেয়ে দেখে চুলের রাশ।

ঝাঁপাইয়া পড়ি চোখের নিমেষে
পিঠের উপর দেহটি তুলে,
তরঙ্গের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া
প্রাণ পণে জেলে উঠিল কুলে।

জেলেনী দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত মূরতি,
নামাইল দেহ তাহার কাছে ;
অবসন্ন প্রাণ, রুদ্ধশ্বাস দেহ,
আপনি লুটিয়ে পড়িল পাছে।

বর্ষায়।

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন,
ঝর ঝর বারি ঝরণা;
সচকিত দিশি, চমকিত নিশি,
ঘোর তামসী বরণা!

স্বন স্বন স্বন দুরন্ত পবন,
চমকিছে মুহু দামিনী!
সে গো একাকী আপনে রয়েছে কেমনে?
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী!

যত গরজন গুরু হিয়া দুরু দুরু,
শূন্য পানে আঁখি লগনা;
বুঝি আমারি স্মরণে, আমারি স্বপনে,
আমারি বিরহে মগনা।

ওগো একাকী ফেলিয়া এসেছি চলিয়া,
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে ?
সেই মলিন বয়ান, ছল ছলনয়ান,
আঁখি পরে শুধু জাগিছে।

সে যে কত কেঁদে কেঁদে বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল, "ওগো যেয়ো না ;
যদি নিতান্তই যাবে কি বলিব তবে,
বেশীদিন যেন রয়ো না" !

এই কঠোর হৃদয় বজ্রশিলাময়,
তাই ফেলে আছি তাহারে !
সে যে একা শূন্য ঘরে, নিশি দিন ধরে
কেবলি ভাবিছে আমারে !

শারদ-জ্যোৎস্নায়।

শরতের হিম জ্যোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের অলোক ভায়!

বসন্তের প্রথম বাতাস —
সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ,—
প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ম্লান হাসি,
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।

ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!

বড় যেন আপনার ছিল রে সে এ জনার!
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবে না আশ্রয়?
কাছে এসে তাই কিরে পর ভেবে যায় ফিরে?
ফুটন্ত জোছনা হাসি করি অশ্রুময়!
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়!

বসন্ত জ্যোৎস্নায়।

জোছনা হসিত নিশা, বসন্ত পূরিত দিশা,
প্রকৃতি নয়নে ঘুম ঘোর ;
কুসুম সুবাস হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া,
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর !

উদাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়,
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস ;
সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে,
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস।

উপকূলে তরুগণ নেহারিয়ে কি স্বপন
কে জানে হরষে মাতোয়ারা ;
সুনীল অম্বর পাশে তারাটি মুচকি হাসে,
কোথা থেকে বহে গীত ধারা !

মধুর স্বপন বেশ, মধুর স্বপন দেশ
সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস ;
বিহ্বল চাঁদিনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
প্রাণে জাগে ব্যাকুল পিয়াস !

জ্যোৎস্নায় নদীকূলে।

আজি এ জ্যোছনা রাতে মধুর বসন্ত বাতে,
কবেকার কথা পড়ে মনে!
শাদা মেঘ ভেসে যায়, চাঁদখানি হেসে চায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে।
সমুখে তটিনী বয়, উপকূল বালুময়,
চারিদিকে রজত তুফাণ;
শুভ্রতার নাহি তুল, জলে স্থলে সব ভুল,
ম্লান কেন দু-একটি প্রাণ!
ওপারে দিগন্ত বাঁকা, নিবিড় গহনে আঁকা
শুভ্রতা হোথায় কাল কায়া;
ও যেন গো জোছনার আঁধার হৃদয় ভার,
হায়! একি জগতের মায়া!
আঁধারেতে টিপ টিপ করে দু-একটি দীপ,
আকাশে অগণ্য তারা ভায়;
বিমানের শুভ্র কায়া, তরুর জলদ ছায়া,
তটিনীর হৃদয় দোলায়
প্রবাহিত হৃদি মাঝে বিশ্বের মহিমা রাজে,
গরবিনী উথলিত কায়!

আনন্দে আপনা ভুলে সহস্র তরঙ্গ তুলে
নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়।
একাকিনী কূলে কূলে মেয়ে ছুটি এলোচুলে
আনমনে কোন গান গায়!
দাঁড় বহা রেখে ফেলে চমকি যুবক জেলে
মুগ্ধ-আঁখি একদিঠে চায়!
বনান্তে বিরহী পাখী কুহু কুহু উঠে ডাকি,
স্তব্ধ নিশা সঙ্গীত আকুল;
কাঁটার বেদনা ভুলে সুখের নিশ্বাস তুলে
অভাগিনী বাবলার ফুল।
সুবাস মাখান গান পরশি পরশি প্রাণ
কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়;
কোন অনন্তের তীরে হারাধন খুঁজি ফিরে
কে জানে কেনরে নাহি পায়!
কেমনে পাবে রে ফের, এ পার যে অনন্তের,
অন্য পারে সে রতন ভায়!
আলোটুকু দূরে দূরে নয়নের পথে ঘুরে
ধরিতে স্বপন ভেঙ্গে যায়।
এমনি সে মধু যামি, ছিনু দোঁহে, একা আমি;
একা তুমি দশদিশি গায়;
তাই এ জোছনা রাতে মধুর বসন্ত রাতে
নয়ন আপনি ভেসে যায়।

অধরে অধরে।

এমনি চাঁদিনী নিশি,
পুলক-কম্পিত দিশি,
এমনি বিজন উপবনে;
মুখেতে চাঁদের আলো,
দীপ্ত আঁখি তারা কালো,
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।

কুঞ্চিত অলক চুল,
ঈষৎ দোহুল দুল,
অঞ্চলে বকুল ফুল রাশ;
আধো গাঁথা মালাখানি,
হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ।

তুলিয়া কুসুম হার
সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে;
মুহূর্ত্তে বন্ধন চূর্ণ,
অপূর্ণ হইল পূর্ণ,
স্পর্শ হোল অধরে অধরে!

সুখের অবসাদ।

রূপের মদিরা পিয়ে
নিশীথ বিহ্বল কায়,
কত সাধ ওঠে মনে
কত স্বপ্ন উথলায়!

নদী গাহে কূলে কূলে,
নিভৃতে কুহরে পিক,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটা কলি,
সৌরভে আকুল দিক।

পূরবে উঠেছে চাঁদ,
মধুর জোছনা ফোটে,
ওপারে দিগন্ত মেঘে
বিজলি চমকি ছোটে।

থেকে থেকে দু এ-খানি
জলদ ঈষৎ কালো,
ঢেকে ঢেকে মেখে যায়
চাঁদের হাসির আলো।

কোথা কোন দূর হতে
আর্দ্র বায়ু গায় লাগে,
বসন্তের মাঝখানে
সহসা বরষা জাগে।

প্রেমের স্বপন সাধে
যেন জাগে অভিমান,
মধুর মিলন মাঝে
এ যেন বিরহ গান।

অকূল আকুল সুখে
কি যেন কি অবসাদ,
চাঁদের এ হাসি মাঝে
ডুবিয়া মরিছে সাধ!

লজ্জাবতী।

নিশীথ ঘুমায় যবে
স্তব্ধতার সুখ কোলে,
কামিনী কানন বালা
মুখখানি ধীরে খোলে;

লজ্জাবতী চুপে চুপে
ভালবেসে হেসে চায়,
কে জানে বোঝে কি চাঁদ?
নীলাকাশে ভেসে যায়!

তটিনী ঘুমের ঘোরে
গায় তারে উপহাসি,
কোথা কোন দূর হতে
বেজে কার ওঠে বাঁশি!

শিয়রে তারকা দুটি
হেসে ঢলে পড়ে যায়,
মরমে মরম ঢাকি
সরমে সে ঝরে যায়!

অবিশ্বাস যায় টুটে।

নীরব নিশীথ স্থির,
বিজন তটিনী তীর,
চঞ্চল অধীর নীর,
কল্লোলি তুলিছে তান ;

যেন সেই বিদায়ের,
অশ্রুরুদ্ধ বিষাদের,
সকরুণ নয়নের,
অস্ফুট অব্যক্ত গান।

চাঁদের মলিন আলো,
নীরদের ছায়া কালো,
চমকি তরঙ্গ-জাল
মিলিছে পুলক ভারে ;

সজল নয়ন আগে
কার মুখখানি জাগে ?
ব্যথাভরা অনুরাগে
পরাণ যাচিছে কারে ?

অদৃশ্য ফুলের বাস
ছুঁয়ে যায় চারিপাশ,
মূর্ত্তিমান স্পর্শ-হাস,
শিহরে অবশ-কায়া !

কেঁদে চাই নভ পানে,
তারা ছুটি মনে আনে,
নয়নের তারা কার,
অনন্ত সৌন্দর্য্য ছায়া ?

বিশ্বের প্রাণের প্রীতি,
স্বর্গের আনন্দ-গীতি,
অমর আত্মার আলো,
অমনি আত্মাতে ফুটে :

মুছে যায় অশ্রুজল,
সসীমে অসীম ব[illegible],
নিরাশার অ[illegible]ল
অবিশ্বাস যায় টুটে !

কি যেন নেই।

তেমনি রয়েছে সব তবুও কি যেন নেই!
সেই স্নেহ, সেই প্রীতি,
সেই মধুমাখা স্মৃতি,
তেমনি ফুটিয়া ফুল প্রাণ ভরা হাসিতেই;
সকলি রয়েছে যেন কি জানি তবু কি নেই!

বাঁশি সেই ওঠে তান,
তেমনি উথলে প্রাণ,
সমুখে মুখানি সেই বাসন্তী জোছনা রাতে;
অধরে মোহন হাসি,
পরাণে স্বপন-রাশি,
চোখে চোখে চাওয়া চাওয়ি, বাঁধাবাঁধি হাতে হাতে।
তেমনি রয়েছে তবু কি যেন নাহিক তাতে!

তেমনি সকলি আছে,
শুধু সে দিনটি গেছে,
নবীন মুহূর্ত্ত শুধু পিছাইয়া পড়িয়াছে;
সেই সুখ, সেই হাসি,
সেই ভাল বাসা বাসি,
কথায় কথায় শুধু অশ্রুধারা থামিয়াছে।
কিছুই নাহিক তাই যদি ও সে সবি আছে!

থামাও বাঁশরী তান।

বেদনা-আকুল প্রাণ, অন্ধ আঁখি আঁখিনীরে,
কার পথ নিরীখিয়ে দাঁড়াইয়ে আছি তীরে?
তরী চলে শত শত, আসে যায় লোক কত,
কোথায় সে, কোথায় সে, আঁখি শুধু খুঁজে ফিরে।
আসিবে কি? আসিবে না—পাষাণ নিষ্ঠুর ধরা,
কে কার আপন হেথা? কে কাহারে দেয় ধরা?
শূন্য হেথা ব্যবধান, দেয় না কেহ ত দেখা,
সব দূর, সব পর, সব হেথা একা একা!

* * * * * * * *

গেল যুগান্তর বেলা, স্তব্ধ ঘোর সন্ধ্যাকায়া,
কাঁপিছে নদীর বুকে নিরাশ মৃত্যুর ছায়া।
সুদূরে সঙ্গীত একি বাঁশরীতে কার ভাষ?
মরণের কালে সাড়া কি দারুণ উপহাস!
এলে যদি এস কাছে কেন দাঁড়াইয়া দূরে?
দেখাও অমৃত নদী অনন্ত পিপাসাতুরে!
বলহীন জীর্ণদেহ দীর্ঘ জাগরণ নিয়ে—
জীবন্ত সমাধি শুধু রহিয়াছি দাঁড়াইয়ে।
নিকটে যাইব আমি—ক্ষমতা কি আছে হা রে!
এলে যদি এস কাছে, কেন দাঁড়াইয়ে পারে?
আসিবে না? বেশ তবে থামাও বাঁশরী তান;
কঠোর বজ্রেতে চাহি করুণার অবসান!

উপহার।

তেমনি রয়েছে সাধ, সখিরে, সে সব কোথা!
চাঁদিনী যমুনা তীরে
কই সেই হাসিটি রে?
তটিনীর কল তানে সেই চুপি চুপি কথা?

উল্লাসের মাঝখানে
কোথা সে প্রেমের গানে
আঁখি দুটি ছল ছল মিছে অভিমান ছুতা?
হেসে এসে কেঁদে যাওয়া,
যেতে যেতে ফিরে চাওয়া,
থমকি দাঁড়ান সেই, অনিমেষ আঁখি পাতা?

নেই ত সে দেখা শোনা,
নেই সে মুহূর্ত্ত গোনা,
সে সব কিছুই নেই, প্রাণে শুধু আছে ব্যথা;
মনে শুধু আছে স্মৃতি,
হৃদে শুধু জাগে প্রীতি,
ফুল ফোটা গেছে ঘুচে বেঁচে তবু আছে লতা।
থাক, সখি, তাই থাক,
ধর, তবে তাই রাখ,
সেই স্মৃতি প্রীতি দিয়ে, সখি, এ মালিকা গাঁথা!

ভাই বোন।

পরিপূর্ণ জোছনায় মগ্ন দশদিশি!
সুখেতে মরম হারা অতি স্তব্ধ নিশি।

রজনীর কাণে কাণে কি কথা কহে কে জানে
বারে বারে ধীরে আসি মলয় বাতাস;
নিশার আলোক কায় ফেলিয়া মলিন ছায়,
কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিশ্বাস।

তটিনী-কোমল বুকে সে দুঃখে জাগায় ব্যথা,
মৃদু মৃদু কল্লোলি সে কহে সান্ত্বনার কথা।

তরীখানি এ সময়ে ধীরে ধীরে যায় বয়ে,
কে মরি, সোণার ছেলে তোরা ভাই বোনে?
জোছনার হাসিরাশি মুখেতে পড়েছে আসি,
কচি মুখে চুমি খায় প্রাণের যতনে।

অধরে জোছনা ভাসে, বোন দুটি চায় হেসে,
চুলগুলি আশে পাশে করে দুল দুল—
কচি মুখে হাসে আধো, গান গায় বাধো বাধো,
আর কিছু নয় তারা বসন্তের ফুল।

এক হাতে বায় তরী, আর হাতে গলা ধরি
চুমি দেয় ধীরে ধীরে ভাইটি চপল ;
কেন রে এমন প্রাণ! ওগানে মিলাতে তান
বেসুরো নীরস কণ্ঠ চাহে অবিরল!

শুষ্ক এ তরুর শাখে একটি না পাখী ডাকে,
একটি নবীন পাতা নাহি এর পরে ;
শৈশবের খেলাধূলা, যৌবনের হাসি আশা,
একটি নাহিক হেথা, পড়িয়াছে ঝরে!

এবে বসন্তের বায় কেনরে এ শুষ্ক কায়
সহসা শিহরি উঠে অঙ্কুরিতে চায়?
একটি নবীন পাতা হয়ত বা অঙ্কুরিবে
আবার শুকাবে, সব ফুরাইবে হায়!

সত্যকার ছবি একি আজিকে সমুখে দেখি?
কিম্বা নিশীথিনী দেখে সুখের স্বপন?
সত্য বলে পরকাশে, এখনি মিলাবে হেসে,
যখনি প্রভাত রাণী মেলিবে নয়ন।

কত স্বপ্ন দেখিয়াছি আবার গিয়াছে ভাঙ্গি,
এক ফোঁটা অশ্রু শুধু একটি নিশ্বাস—
সেই স্বপনের শেষে দেখেছি রয়েছে পড়ে,
স্বপ্নের অস্তিত্বে বুঝি জাগাতে বিশ্বাস।

ছিল যারা নাই আর, কোথায় কে জানে?
আকুল পরাণে চাহি অনন্তের পানে;
অশ্রুতে পরাণ ভাসে, ধীরে আঁখি মুদে আসে,
জগৎ মিলায় ধীরে আঁধার নয়ানে।

এও যদি স্বপ্ন হয় আবার ভাঙ্গিবে নয়!
কে তোরা সোণার ছেলে, দেখি দেখি আয়—
একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী
সুধামুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।

নিয়ে যাবি সাথে করে ? হেরি দিন-রাত ধরে
সরল হিরণ-কান্তি জোছনার হাসি,
তোমরা করিবে খেলা, খেলেনা হইব আমি,
তুলিয়া আনিয়া দিব ফুল রাশি রাশি।

শ্রান্ত হয়ে ঘুম এলে বিছানা পাতিব কোলে,
ভাই বোনে ঘুমাইবি কোলেতে আমার ;
ঘুমন্ত সুখের হাসি অধরে বেড়াবে ভাসি,
পুলকে দেখিব বসি অবিশ্রান্ত অনিবার।

অস্তে যাবে চন্দ্র তারা উদিবেক রবি পুন,
আবার পশিবে দিন রজনীর প্রাণে ;
কালেরে ডুবায়ে দিব কালের মহান কোলে
অনন্ত চাহিয়া রবে অবাক নয়ানে।

কে তোরা সোণার ছেলে দেখি দেখি আয়,
একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী,
কচিমুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।

আশা।

অস্তমিত চন্দ্র-তনু, কম্পিত তমস-তনু,
স্তব্ধ ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিশি;
নির্ম্মল অম্বর তলে সহস্র তারকা জ্বলে,
নিদ্রায় আকুলা দশদিশি।
বায়ু বহে ধীরে ধীরে আঁধার সরসী তীরে,
গাছ-পালা কাঁপে মুহুর্মুহু;
চক্রবাক চক্রবাকী সাড়া দেয় থাকি থাকি,
ঘুমঘোরে ডাকে পিক কুহু।
খদ্যোতিকা দলে দলে এই নিভে এই জ্বলে,
স্বপনেতে যেন কাঁদে হাসে;
কুটিরে মাটীর দীপ করিতেছে টিপ টিপ,
শিশু শুয়ে জননীর পাশে।
পুটপুটে দাঁত দুটি হাসিতে রয়েছে ফুটি,
কচি অধরের মাঝখানে;
ভাঙ্গা জানালাটি দিয়ে বৃহস্পতি আছে চেয়ে,
বিমল সে মধু মুখ পানে।
থাক, শিশু, ঘুমাইয়া, এই পুণ্য প্রাণ নিয়া
যৌবনে উঠিও জাগি তুমি;
আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হবে, সবে ধন্য ধন্য কবে,
পবিত্র হইবে মাতৃভূমি!

কেন এ সংশয় ?

সারা দিন কেন এ সংশয় ?
সত্য যাহা রবে তাই,
মিথ্যার নাহি ত' ঠাঁই,
মঙ্গল রহিবে শুধু, অমঙ্গল নয়।
তবে কেন সদা মোর
প্রাণে এ ভয়ের ঘোর ?
এই বুঝি মুখানির নিভে যায় হাসি ?
উজল নয়নে বুঝি বহে অশ্রুরাশি ?
বৃথা বৃথা সারাদিন বৃথা আকুলতা !
অনৃতের শূন্য মূলে জড়িত এ ব্যথা।
দুঃখ বিষ কেবা কহে ? সে সুধা, গরল নহে,
অনল সে দহে সোণা আনে পবিত্রতা ;
আঁধার লইয়া আসে প্রভাত বারতা।
আসে যদি দুঃখ শোক আসুক তাহাই হোক,
না হয় ও হাসি-মুখ হবে অশ্রুময় ;
চপল হাসির পাকে যা কিছু পঙ্কিল থাকে
বিমল অশ্রুতে ধুয়ে হয়ে যাবে ক্ষয়।
সুন্দর যা রবে তাই, মন্দের নাহিত ঠাঁই,
মঙ্গল রহে গো শুধু, অমঙ্গল নয়।
বৃথা তবে সারাদিন বৃথা এ সংশয় !

অশ্রু-জল।

কেন, অশ্রু-জল,
স্বরগ সৌন্দর্য্য তোর মুখে
হৃদয়েতে দারুণ গরল ?
পাছে মৃদু নিশ্বাসের বায়ে,
পাছে কোন উপহাস ঘায়ে,
অশ্রু তোর বহে, অশ্রু-জল,
ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে
হৃদে রাখি লুকায়ে যতনে,
তারি কি রে দিস প্রতিফল ?
কেন, অশ্রু-জল,
ফুল হতে হয়ে সুকোমল,
ধরিস বজ্রের হিয়া বল ?
কত যেরে ভালবেসে তোরে,
কত যে প্রাণের মত করে,
হৃদয়ের রক্ত পিয়াইয়া,
সোহাগে রাখিতে চাহি সদা,
হৃদিমাঝে ঘুম পাড়াইয়া।
কেবলি শোণিত পান করে
সাধ কেন মেটে না রে তোর,
দেখিবারে হৃদয় শোণিত
কেন এত আমোদেতে ভোর ?
হৃদি-রক্তে সবল হইয়া,
মনোসাধে হৃদি দংশিয়া,
রক্ত-নদী বহাইয়া বুকে,
দেখিস বড়ই মনোসুখে !
কুটিল অমন কেন সে রে,
মুখ যার এমন বিমল ?
জুড়াইতে হৃদয় বেদনা,
জুড়াইতে হৃদয় যাতনা,
হৃদয়ের সখা মনে করি
হৃদে তোরে যত চেপে ধরি,
ততই যে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া
ফেলিস রে মরমের তল !
কেন, অশ্রু জল,
সুকোমল দেহখানি লয়ে
দারুণ নিঠুর হেন বল ?

নহে তিরস্কার।

১

এ অশ্রু তোমার প্রতি নহে তিরস্কার,
ভুল ভাল বেসেছিলে, কি দোষ তোমার?
এখন ভেঙ্গেছে মোহ, ফুরায়ে গিয়েছে স্নেহ,
তোমার কি হাত তাহে, কপাল আমার!
কে কারে কাঁদাতে পারে এ নিখিল ভবে?
আপনার কর্ম্ম ফলে কেঁদে মরি সবে!
নিজ দোষে কাঁদি আমি, তুমি কি করিবে, স্বামি?
ভয় নাই, এ অশ্রু না চির দিন রবে!

২

আমি কাঁদি রাগ করে আপনার প্রতি,
ভুলিতে পারিনে বলে পুরাতন স্মৃতি।
মঙ্গল আগার ধরা, নবীন সৌন্দর্য্য ভরা,
তার মাঝে কেন জাগে শবের মূরতি?
আমি কাঁদি দু-জনের কেন হোল দেখা,
তাই ত এ ভুল তুমি করিয়াছ, সখা!
বিশ্বাস কর হে, নাথ, তাই এই অশ্রুপাত,
ভুলিয়াছ বলে নহে তিরস্কার বাঁকা!

বল বারবার!

যা বলিছ আজ, সখা, নূতন ত নহে,
সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে ঐ কথা কহে;
আমিও ত চিরদিন জানিতাম মনে,
সৃজনের বিড়ম্বনা নারী এ ভুবনে।
দুঃখ জ্বালা কাঁটা মোরা অশুভ অহিত;
তুমি শুধু বলিতে গো তার বিপরীত।
এমনি নূতন কথা, এত অপরূপ,
বিস্ময়ে উল্লাসে আমি রহিতাম চুপ।
আজন্ম বিশ্বাস তাহে টলিত তখন,
ভ্রান্ত কি হইতে পারে তোমার বচন!
বুঝিতে নারিনু তাহা মমতার ভুল,
বিধাতার মায়া যথা জগতের মূল।
প্রণয় ভেঙ্গেছে এবে ভাঙ্গিয়াছে মোহ,
পেয়েছ যা দিব্য সত্য, ভাল ক'রে কহ;
প্রাণের সংশয় বাঁধা মিটুক আমার;
হউক সত্যের জয়—বল বারবার!

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

সখা গো—

জানি আমি নারী হীন অভাজন অতি,
কোন গুণ নাই শুধু জগতের ক্ষতি;
অন্য কোন প্রমাণের নাহি প্রয়োজন,
তোমার বিস্মৃতি আর তোমার বচন।
সযতনে হৃদিমাঝে ধরিয়া আগ্রহে—
বুঝিলে যা চাহ তুমি তাহা ত এ নহে।
সহসা প্রণয় তব হইল মলিন,
উচ্চ নীচে, সুখে দুখে, নাহি হয় লীন।
দোষ কিন্তু সদা চাহে গুণের আশ্রয়,
আর যাহা মিথ্যা হোক ইহা মিথ্যা নয়।
আর সব সত্য, মিথ্যা ঐ টুকু শুধু;
রমণীর প্রেম নহে প্রতারণা মধু।
খাঁটি সত্য ঐ খানে, নহে ফাঁকি শূন্য,
সহস্র দোষের মাঝে ঐ টুকু পুণ্য।
করিয়াছ ভালবেসে ভুল এক বার,
শত দোষ গুণ ছিল নয়নে তোমার।

পাইয়াছ সত্য, খুলে গেছে আঁখি-অন্ধ,
এখন ওটুকু পুন অপ্রেমের ধন্ধ।
যখন সহেনা প্রাণে যাতনা বিষম,
মনে হয় একবার ভাঙ্গুক ও ভ্রম!
কাজ নাই কাজ নাই! কেমনে সহিবে?
যে দিন বুঝিবে সত্য নয়ন খুলিবে—
বড় তীব্র বাজিবে সে অনুতাপ ব্যথা,
বুঝে কাজ নাই তবে যাহা সত্য কথা।
মধুর মিথ্যার মাঝে থাক চিরদিন,
হউক কঠোর সত্য আমাতে বিলীন।
মিথ্যা নহে সব সত্য, বল বার বার;
প্রাণের সংশয় ধাঁধা ঘুচুক আমার!

ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া।

মনে যেন পড়িছে এখন,
এক দিন ছিল সে আপন!
উঃ! সে কি যুগ যুগান্তর—
জ্যোৎস্নায় মগন চরাচর,
মরমর তরুর পাতায়
বিহগের মধুর গাথায়,
উথলিত সন্ধ্যা উপবন,
উলসিত হৃদি প্রাণ মন,
বাহুপাশে বাঁধা দুইজনে,
চুপে কথা চুম্বনে চুম্বনে!
না জানি সে কত কাল গত!
স্মৃতি তার স্বপনের মত,
প্রাণপণে করিয়া যতন
জাগে যদি বিদ্যুত মতন,
তখনি মিলায় ধীরে ধীরে;
যে আঁধার সে আঁধারে ঘিরে।
সমুখে সেই সে অমানিশি,
স্তম্ভিত নীরব দশদিশি,
দু-জনে বসিয়া কাছাকাছি;
তবু দূরে—অতি দূরে আছি!
নক্ষত্রের ক্ষীণালোক ফুটি
দেখাইছে বিরাগ ভ্রূকুটি;
অশ্রুজলে উথলিত প্রাণ,
অভিমানে বিশুষ্ক নয়ান;
সহসা চাহিয়া নভপ্রতি
কি দেখি এ ভীম দৃশ্য অতি!
অনলের বর্ষি শতধারা
চারিদিকে খসিতেছে তারা;
ক্রোধে বিশ্ব উঠেছে রাঙ্গিয়া,
সৃষ্টি বুঝি পড়ে বা ভাঙ্গিয়া!
শিহরি চকিতে মুদি আঁখি
সকাতরে 'নাথ' বলি ডাকি—
আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়া
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।
পুনঃ যবে দেখিলাম চাহি,
চারিদিকে কোথা কেহ নাহি;
আঁধারে স্তম্ভিত চরাচর,
আমি শুধু পড়ে ভূমিপর;
কোথায় সে গিয়াছে চলিয়া,
নিতান্তই একেলা ফেলিয়া!
এই মোর প্রণয়ের স্মৃতি,
এই মোর জীবনের মায়া,
এই মোর হৃদয়ের গান,
ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া!

একা আমি যাত্রী।

একি দেখি দুঃস্বপন ঘোর!
অন্তহীন মহা ভীম রাত্রি,
জীবনের সুদুস্তর পথে
চলিয়াছি একা আমি যাত্রী;

সাথী নাই সঙ্গী নাই কেহ,
স্তব্ধ শূন্য কোথা নাহি কেহ;
দুর্ব্বল মুমূর্ষু প্রাণ নিয়ে
চলেছে একটি ক্ষীণ দেহ!

সত্য ইহা—নহে স্বপ্ন ভ্রম!
পারিনাত পারিনাত আর!
কোথায় আশ্রয় কোথা পাব?
অন্ধকার মহা অন্ধকার!

ঐ উঠে প্রতিধ্বনি শুন,
'দীনের আশ্রয় হেথা নাই,
যে চাহে বাঁচিতে এই পথে
বল চাই, বল তার চাই!

সঙ্গী মিলিবে না হেথা,
যাবে যদি একা যাও চলে;
না পার পড়িয়া থাক ভূমে,
কঠিন যাউক পদে দলে;

এই তব জীবনের সুখ!
ফেলনা নিশ্বাস অশ্রুজল,
দুর্ব্বলের বল বিন্দু দানে
সবলের পূর্ণ কর বল!'

কে ছোট কে বড় ?

১

উত্তাল তরঙ্গময় দুর্জ্জয়প্রতাপ
অন্ধকার পারাবার গর্জ্জে ভীম নাদে,
ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বক্ষে তার ক্ষুদ্র তরীখানি
কভু উঠে, কভু পড়ে, কভু মহাবলে
ছুটে দিশা হারা, কভু ধীরে অগ্রসরে;
মহোর্ম্মির নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাতে
প্রতারিত সন্ত্রাসিত ব্যথিত তরণী;
পরাভব তবু নাহি মানিবারে চায়,
উপেক্ষি সে মহাবল নিজ ক্ষীণ বলে
যুঝে প্রাণপণে লক্ষ্য পথে পঁহুছিতে।

২

তীর দিয়া চলে যারা থমকি দাঁড়ায়;
দেখি এ অদ্ভুত দৃশ্য করুণ তামাসা
বিস্ময়ে স্তম্ভিত কেহ, কেহ হেসে সারা,
কারো ঝরে অশ্রু, কেহ লভি তত্ত্বজ্ঞান
কহে সুগম্ভীর স্বরে, 'ধন্য তুমি তরি!
যে শক্তি প্রভাব-দিব্য অনুভবি হৃদে
প্রবল প্রতাপ এই বিশাল সাগরে

অসম সাহসে তব করিতেছ হেয়,
ক্ষুদ্র হয়ে বড় তুমি সে মহা শক্তিতে'!
কেহ কহে ভ্রূকুটিয়া ইহার উত্তরে—
'এ নহে সাহস, শুধু বৃথা গর্ব্বভরা
অজ্ঞান আস্পর্দ্ধা; অল্প বুদ্ধি তরী হায়!
জানি ত সে যদি তার নিজ ক্ষমতায়
সাধ্য নাই এক পদ আগু পিছু হতে;
তা হলে টুটিত এই বড়ত্বের ভাণ!
এখনো যে দেহ লয়ে রহেছে দাঁড়ায়ে,
এখনো যে উঠে পড়ে সংগ্রাম-নিরত,
সে শুধু সিন্ধুর দয়া, নিজ বলে নহে;
শার্দ্দুল খেলায় যথা শীকারে তাহার,
সিন্ধুর এ খেলা তথা আর কিছু নয়।
যখনি খেলার সাধ হবে অবসান
গভীর অতলে নিজ করিবে মগন,
প্রাণপণ শক্তি ওর বিফল করিয়া;
ক্ষুদ্রের এ বৃথা গর্ব্ব—জল বুদবুদ!'

৩

তীরেতে বসিয়া আমি পান্থ একজন,
নয়নে জাগিছে মোর ঐ মহা খেলা,
কাণে আসি পশিতেছে যত তর্ক কথা,
প্রাণে সব বাজিতেছে সমস্যার মত।
কেবা ছোট কেবা বড় এ দোঁহার মাঝে,
কিছু না বুঝিতে পারি ভাবিয়া ভাবিয়া;

বৃথা তর্ক জালে শুধু হইয়া জড়িত
আপনার চিন্তা মাঝে হারাই আপনা।
পূরাতে সমস্যা অন্য প্রত্যক্ষ উপায়ে
আরম্ভিনু গণিবারে—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে
কতগুলি বীচিমালা বিফল করিয়া
দেখাইছে তরীখানি বিক্রম আপন।
সহসা চমকি উঠি গণনার মাঝে
দেখিনু, গণিনু যাহা এতক্ষণ ধরে
সকলি গিয়াছি ভুলে, মিথ্যা পরিশ্রম!
মনোমাঝে একই শুধু চিন্তার লহরী
উথলে অজ্ঞাত ভাবে, অবিরাম বেগে—
'কে ছোট কে বড় এই জীবন সংগ্রামে,
বিশাল নিয়তিসিন্ধু অথবা সুক্ষুদ্র
দোদুল এ ধৈর্য্যবিন্দু মানব-তরণী?'
কে দিল উত্তর যেন—'যে দেখে যেমনে!
উচ্চৈঃশ্রবা লয়ে যথা ঘটিল বিবাদ;
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যথা আরোপি ঈশ্বরে
সগুণ নির্গুণ গুণ, দ্বন্দ্ব করি মরে!'

হা ধিক মানব!

হা ধিক মানব, তুই কি করিলি, হীন!
অনন্ত শকতি তোর অক্ষয় ভাণ্ডার,
অনন্ত প্রেমের স্ফূর্ত্তি ইচ্ছার অধীন;
জানিয়াও জানিলিনে ব্যবহার তার!

চৌদিকে ছড়ান এই ব্রহ্মাণ্ড অপার
ছাপিয়া উঠেছে তোর জীবন্ত মহিমা;
অনন্ত এ জীবনের নিত্য পারাবার
অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতি, নাহি তার সীমা।

ক্ষুদ্র জড় শক্তি পৃথ্বী, অতি ক্ষুদ্র ওরে,
অপ্রেম অন্যায় মিথ্যা প্রবৃত্তির কণা!
বুঝিতে পারিনে কোন বিস্মৃতির ভরে
তারি মাঝে হারাইলি মহান আপনা?

অনন্ত আনন্দ জ্যোতি দিলি বিনিময়
লভি শুধু এক বিন্দু আঁধার সংশয়!

অতৃপ্তি।

নাট্য কাব্য।

প্রথম সর্গ।

ঘুমঘোর।

(উদ্যানে অদূরে ললিত ও বনবালাকে দেখিয়া
আপন মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে)

সখী।

সুগভীর দ্বিপ্রহর নিশা,
ঘুমে ঘোর স্তব্ধ দশদিশা;
ঘুমন্ত কানন প্রাণে প্রাণে
ঢালে চাঁদ জোছনার হাসি,
ঘুমো ঘুমো আধো ফুটো আঁখে
স্বপন দেখিছে ফুলরাশি।
সখির যে ঘুম নাই তবু—
এ দেখি বিষম বড় জ্বালা!
এখনো কাননে পতি সনে
করিছে সে কুসুমের খেলা!
ঘুম ঘোরে শ্রান্ত ফুলগুলি
তবুও সে দিবে না ঘুমাতে,
গাঁথিয়ে মালিকা সে ফুলের
পরাইছে স্বামীর গলাতে।
সারা দিন গেয়ে গেয়ে গান
অবসন্ন বীণার পরাণ,
নয়নে লেগেছে ঘুম ঘোর,
স্বপনে থাকিতে চাহে ভোর।

সে স্বপন ভাঙ্গাইয়ে সখী
তবুও দিতেছে তাহে তান,
ঘুমো ঘুমো আধো আধো স্বরে
বীণাটি গাহিছে তবু গান;
ঘুমন্ত বীণার তানে সখী
মিলাইয়া কণ্ঠ আপনার,
ললিতের মুখ পানে চেয়ে
ঢালিতেছে গীত সুধাধার।

গান।

"দেবতা গো, এ দেখি স্বপন!
বাস, প্রভু, স্বরগে তোমার, আমি ক্ষুদ্র বালিকা ধরার,
হেথায় কি করে বল, দেব, পাইনু তোমার দরশন?
না, দেবতা, এ বুঝি স্বপন!
যায় বুঝি এ স্বপন ছুটি, এই বুঝি জাগিয়া বা উঠি;
পাইব না দেখিতে তোমারে, বুঝি আর এ ঘুম ভাঙ্গিয়ে;
আকাশের দেবতা গো তুমি, আকাশে যাইবে হারাইয়ে।
কেন প্রাণ করিছে এমন?
দেবতা গো বুঝি এ স্বপন!"

তৃষিত বালার কাণে কাণে
ললিতও যে ঢালে প্রেম গান,
কি একটি মোহময় ভাবে
ভোর করি তাহার পরাণ।
ললিতের এক ঐ গান
শুনিয়া কি সারা দিবানিশা—
তবু তার মিটিবে না সাধ,
তবু তার পুরিবে না তৃষা?
সারাদিন বুঝি সখি-হৃদে
জাগে ডর, জাগে অভিমান;
শুনিবারে ললিতের মুখে
শুধু ঐ শপথ সুতান!

উত্তর-গান।

"চিরদিন তোরি তরে পাতিয়াছি এ হৃদয়,
এ স্বপন ভাঙ্গিবে না—স্বপন যদি বা হয়।
জনম জনম ধ'রে,
এ প্রেমে হৃদয় ভ'রে,
ভ্রমিব আমরা দোঁহে এ লোক ও লোক ময়।
এ স্বপন ছুটিবেনা,
এ প্রণয় টুটিবে না,
পৃথিবীর আর যত সবি যদি হয় লয়।
অমর আত্মার পাতে
রবে ইহা সাথে সাথে ;
স্বরগের ধন ইহা, নাহি ইহে মর-ভয়!"

না ফুরাতে শেষ কথা. তার,
না মিলাতে অধরের তান,
কেমন স্বধীরে ললিতের
নিমীলিত হোল দু-নয়ান ;
ঘুমন্ত সে সোয়ামীর কোলে
সজনীও পড়িল ঢলিয়া,
কুসুম শয়ানে ধীরে ধীরে
দুজনে বিভোর ঘুমাইয়া।

নিশীথের স্তব্ধতার সাথে
মিলাইয়া গেল গীত তান,
কি জানি এ কি মায়ার ঘোরে
সহসা স্তম্ভিত বন-প্রাণ!
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দোঁহে,
তেমনি রয়েছে সব যেন,
কাননেঁ এখনো গীতধ্বনি
উথলিছে মনে লয় হেন।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বালা,
হাসি তবু অধরে ফুটিয়া,
এখনো গাহিছে যেন গান,
বীণাটি সে ভূমেতে লুটিয়া;
এখনো যে ঘুমন্ত বালিকা
বীণাটি ধরিয়া এক হাতে,
আর হাতে মালা এক গাছি,
ঘুমায়েছে পরাতে পরাতে;
ললিতের প্রাণে প্রাণে যেন
উথলিছে সুখের উচ্ছ্বাস,
হৃদয়ের লুকান হরষ
অধরেতে হয়েছে বিকাশ।
সহসা অধর হতে তার
কেন গেল হাসিটি নিভিয়া?
হাসিমাখা মুখানির মাঝে
অমন বিষাদ কেন রাজে?
সুখের স্বপন ঘোরে সখা?
উঠিল কেন রে চমকিয়া?

জাগরণ।

(ঘুম হইতে উঠিয়া)

ললিত।—

কেন হৃদি আকুল এমন?
কি দেখিনু একি এ স্বপন!
সুখের প্রতিমারূপী মরি!
কোথা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া?
কিছু যে লাগে না ভাল আর,
সংসারের ধন জন জায়া!
কি যেন চাহিছে এ পরাণ—
তোর প্রেমে পূরাতে না পারে;
জানিনা সে কে সুখের দেবী
হৃদয় এ চাহিছে যাহারে?
বনবালা ঘুমন্ত বালিকা—
একি তুই সেই বনবালা,
প্রেমময় সৌন্দর্য্য জ্যোতিতে
হৃদয় যে ছিলি করে আলা?
ঐ হোথা ঐ যে দাঁড়ায়ে
হৃদয়ের নূতন সে জ্যোতি!
অজানা কি সুখ-পিপাসায়
হৃদয় বিহ্বল হেরি অতি!

কোথা তোর সে মোহন রূপ ?
আজ কেন তোরে দেখে হায় !
প্রেয়সি লো, নয়নে আমার
দারুণ আঁধার হেন ভায় ?
আজ কেন ও মুখানি দেখে
নেভে না এ প্রাণের অনল ?
বুক ফেটে কেনরে এমন
নয়নে উথলে অশ্রুজল ?
যাও, দেবি, যাও দূরে তুমি,
তোমাকে চাহিনা আমি আর ;
বনবালা তুই প্রেমময়ি !
আয় বুকে আয় লো আমার !
হৃদি হতে দিব ফেলে তোরে,
নিরাশ্রয় অসহায় বালা ?
সহিতে পারিবি কি রে তুই
দারুণ সে নিষ্ঠুরতা জ্বালা ?
ঢাল প্রেম, মোহ সুখোচ্ছ্বাস,
ঢাল প্রাণে প্রমোদ উল্লাস ;
ডুবায়ে দে হৃদয়ে আমার
সুধার সাগর মাঝে বালা !
যাক নিভে যাক নিভে যাক
প্রাণের এ পিয়াসার জ্বালা !

কেন তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী বালা !
ডাক মোরে বার বার ক'রে ?
হেথায় যে একটি লতিকা
বাঁধিয়াছে মোরে প্রেম ডোরে।
এ হৃদয়-আশ্রয় হইতে
কেমনে গো নিঠুর আঘাতে
ছিঁড়িয়ে ফেলিব তারে দূরে ?
বাঁচিবে কি সে আর তাহাতে !
একাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
অভাগিনী যাবি শুকাইয়া ;
ভাবিতেও পারিনে যে আর,
শত বজ্রে জ্বলে উঠে হিয়া।
বনবালা হৃদয়ের রাণি !
আয় হৃদে আয় লো আমার,
ঢাল ঢাল তৃষিত পরাণে
তেমনি প্রণয়-সুধাধার !
হৃদয়ের দেবী ছিলি তুই,
হয়ে থাক হৃদয়ের দেবী ;
তোরে ছেড়ে কোথা যাব বল,
মুছিব ঐ নয়নের জল—
তোমারি চরণ রাঙ্গা সেবি।

দ্বিতীয় সর্গ।

সন্দেহ।

(বিজন কক্ষে একাকী)

বনবালা।—

যাহারে দেখিতে প্রাণ
উঠে সদা আকুলিয়া,
কেন নেহারিলে তারে
হৃদি উঠে দ্বিগুণ জ্বলিয়া ?
কেবল যাহার ধ্যানে
দেহেতে রয়েছে প্রাণ ;
দেখিব ভাবিলে যারে
সুখে উঠি উথলিয়া ;
হেরিলেই কেন তায়—
তীব্র এক যাতনায়,
নিবারণ নাহি মানে,
অশ্রু বহে নেত্র দিয়া ?
যখন তারে না দেখি
কতই কল্পনা আঁকি,

কতই আদর তারে
করে এ পাগল হিয়া ;
দেখিলে সে মুখখানি
একটি ফুটে না বাণী,
মনের বাসনা যত
মনে যায় মিলাইয়া।
বড়ই আগ্রহভরে,
বড় সাধ আশা করে,
দেখিবারে যাই তারে,
আকুল ব্যাকুল হিয়া !
আগ্রহের প্রতিদান
দেখিতে পায় না প্রাণ,
কাঁদিয়া ফিরিয়া আসি
হাসিবার তরে গিয়া !

(সখীর প্রবেশ)

সখী।

সখি, সারাদিন ধ'রে, রহিবি অমনি করে ?
অমনি আঁধারে ঢাকা, অমনি বিষাদে মাখা,
রহিবে কি মুখখানি তোর ?
অমনি সলিলে ফুটি রহিবে নয়ন দুটি ?
কেন, সখি, এতই কিসের জ্বালা ঘোর ?

বনবালা।

সেই এক কথা মনে জাগে অনিবার—
কেন, সখি, বোঝে না সে হৃদয় আমার ?
মুখানি হেরিলে পরে—জ্বলন্ত ভাবের ভরে
যখন উথলে হৃদি প্রেম পারাবার,—
সুখের তরঙ্গ ছুটে, হৃদি যেন টুটে টুটে,
শোণিতে বিদ্যুৎ ছোটে শত শত বার !
কেন, সখি, বোঝে না সে হৃদয় আমার ?
সে মোর মনের আলো এমনি উজল ভায়,
আর ত কাহারো কাছে লুকান নাহিক যায়।
সে আলো তাহারি কাছে কেনগো আঁধার ?
নাহি কি নাহি কি তবে ভালবাসা তার ?
বড় ব্যগ্র হয়ে, সখি, আদর করিয়া,
কতই মনের কথা কহিবারে গিয়া,—

একটি কথা না সরে, আঁখি রাখি আঁখি পরে
মন যেন হুহু করি উঠেগো কাঁদিয়া;—
মর্ম্মের ভিতর হ'তে অশ্রু উঠে উথলিয়া।
কতই করিয়ে বল ঢাকি সেই অশ্রুজল,
হাসিতে লুকাতে যাই হৃদয় বেদনা,
নীরদে দামিনী ছুটে, আরো-ত আঁধার ফুটে,
কি জানি তবুও অন্ধ কেমন সে জনা ?
শূন্যভাবে চেয়ে থাকে, দেখেও যেন না দেখে,
কি জানি কেমনতর সদা অন্যমনা!
নিতান্ত অধীর যদি হয়ে উঠে হিয়া,
নিতান্ত দুখেতে যদি আপনা ভুলিয়া
দারুণ প্রাণের জ্বালা কহিবারে যাই, বালা,
বিষাদের গান গাহি হৃদয় খুলিয়া ;
তবুও বোঝে না কেন ? শুনিতে না চায় যেন
যতই শুনাতে মন চাহে বারবার।
যদিই বা শুনিবার অবকাশ হয় তার,
বোঝেনা সে, বোঝেনা সে বেদনা আমার!
যেন গো সে যাতনায় কিছু নাহি আসে যায়,
হেরিলে নয়ন জল বলে সে হাসিয়া,—
দুখের অভাবে মোর দুখেতে বাসনা মোর,
দুখের স্বপন দেখি সুখেতে ভাসিয়া।
হৃদয় শোণিত দিয়া গঠিত যে ব্যথা,

নিঙরি মরম শিরা বাহিরে যে কথা,
সে দুখ শুনিলে, সখি, হাসি তার পায়;
নীরবে নয়ন জল নয়নে শুকায়।
একবার যদি বলে ভালবাসে মোরে,
মুছায় এ অশ্রুজল করুণ আদরে,—
সমস্ত যাতনাজ্বালা তাহলে যে ভুলি, বালা!
নীরব উদাস ভাবে রহে সে কি করে?
কেন সে বুঝে না, সখি, হৃদয়-বেদন?
নহে ত নিঠুর, সখি, কোমল সে মন!
একটি কহিলে কথা ঘোচে যদি মনো ব্যথা
একটি কবেনা তবু সান্ত্বনা-বচন!

সখী।
জানি না কেমন তবে তাহার প্রণয়,
এমন নাহিক অন্ধ প্রেমের হৃদয়!
এক রতি থাকে হৃদে যদি অভিমান,
সে চরণে আর অশ্রু করিসনে দান।

বনবালা।
কি বলিস, সখি, হা রে, এমন না হতে পারে?
প্রণয়ী এমন অন্ধ নাহি কোনো জন?
প্রেমের নহে সে হিয়া প্রেমের নয়ন দিয়া

দেখিতে যে নাহি পায় প্রেমিকের মন ?
তাই, সখি, বুঝে না সে হৃদয় আমার ?
সত্যই ফুরায়ে গেছে ভালবাসা তার ?
সারাদিন অবিরত প্রেমের কাহিনী যত
না কয়ে একটি কথা কহিত যাহার প্রাণ;
প্রাণভরা প্রেম সেই দু-দিনে কিছুই নেই,
দু-দিনে কি একেবারে সব অবসান ?
তা নহে, তা নহে, সখি ! নারীর মতন
নহে বুঝি পুরুষের মনের গঠন,—
কেবলি প্রণয় দিয়া গঠিত নহে সে হিয়া,
প্রাণের পরাণ বুঝি নহে ভালবাসা ;
শুধু ঐ এক গান জুড়াতে পারে না প্রাণ,
শুধু নাহি এক সাধ, এক ঐ আশা !
অথবা সংসার জ্বালা হৃদে পশিয়াছে, বালা !
কিম্বা কোন উচ্চতর অভিনব আশা—
পরিতৃপ্ত করিবার হয়েছে পিয়াসা ?
হৃদয় তাহারি দিকে সদা ধাবমান,
সহসা প্রণয় তাই হইয়াছে ম্লান ;
তাইতে বুঝে না, বুঝি, হৃদয় আমার !
দু-দিনে শুকায় কভু নবীন প্রণয় তার ?
এখনো হয় ত, সখি, ভালবাসে মোরে,
তবুও কেন গো জ্বলি সন্দেহের ঘোরে ?

সখী।

বুঝেছি গো, অভাগিনি, ভেঙ্গেছে প্রণয় তার!
দিসনে আপনি, সখি, আপনাকে ফাঁকি আর!
কি হইবে আর কাঁদি,
পাষাণে হৃদয় বাঁধি
সে প্রণয় আজি হতে ফেল উযাপিয়া।
সব ফাঁকা শূন্যময়,
কেহ ত কাহারো নয়,
মিথ্যা প্রেম ফাঁকি-জুকি—যা, সখি, ভুলিয়া,
ছিন্ন করে ফেলে দিয়ে মায়া মোহডোর!
নে রে নে যোগিনী ব্রত,
শ্মশানেতে পরিণত
হউক—দেখিব সুখে—সে হৃদয় তোর!

তৃতীয় সর্গ।

আকুলতা।

(একাকী)

ললিত।

অনন্ত এ আকুলতা লয়ে
কি করি কি করি—কোথা যাই?
চারি দিক শূন্য—শূন্য ময়,
দাঁড়াবার কোথা আছে ঠাঁই?
কোথা দেবী জ্যোতির লহরী
কোথা সেই মাধুরীর ছটা?
মিলিতে না আঁখিতে আঁখিতে,
চারিদিক ঘোর ঘন ঘটা!
ও আঁখি কোরো না নিমীলন,
চাহ পুনঃ চাহ মুখ তুলে—
অভাগা এ আশ্রয়-বিহীনে
আশ্রয় যাইবে কি গো ভুলে?
একি কথা! দেবী কে সে? কোথা?
বনবালা, দেবি মোর আয়!
মধুর প্রেমের বুকে তোর
হৃদয় আশ্রয় মোর চায়।

(একাকী)

বনবালা।

কেন গো এমন করে বুকের ভিতর ?
এ কি এ আশঙ্কা হৃদে করিয়াছে ভর!
হু হু করি জ্বলে উঠে,
বেগে উচ্ছ্বলিয়া ছুটে,
লণ্ড ভণ্ড করি দিয়ে হৃদয়ের স্তর!
কেমন সন্দেহ-বায়ু থেকে থেকে ছোটে,
হৃদয় সে ঘূর্ণি-পাকে আলোড়িয়া ওঠে!
মরমের তার গুলি
ছিঁড়ে খুড়ে টেনে তুলি
চলি যায় রাখি শুধু শূন্য ভয়ঙ্কর!
মরুময় হৃদয়ের যে দিকেতে চাই—
আঁধার আঁধার শুধু দেখিবারে পাই!
নাহি হেথা অশ্রুজল,
নাহি হাসি, নাহি বল,
আঁধারে ছাইয়ে শুধু রয়েছে অন্তর!
নাহি আর প্রেম আশা, নাহি সুখ স্নেহ,
বিশ্বাস ফুরায়ে গেছে; নাহি আর কেহ!
কিছু নাই, কিছু নাই,
আঁধার সমস্ত ঠাঁই,
আঁধার সন্দেহ বুকে বাঁধিয়াছে ঘর!

আঁধার হৃদয় মাঝে, বাহিরে আঁধার,
আঁধারে চৌদিক শুধু করে হাহাকার!
আঁধার আঁধার আঁখে, আঁধার তাকায়ে থাকে,
আঁধারে কাঁদিতে থাকে বিশ্ব চরাচর!

বনবালা ও ললিত।

ললিত।

সুখের ছবিটি মোর নয়ন-উল্লাস,
পরাণের সঞ্জীবনী হৃদয়-বিকাশ,
বিকশিত কুসুমের মধুরিমা-খানি,
কেন গো বিষণ্ণ হেরি ঐ মুখখানি?
উলাসিত বসন্তের তুই বনবালা!
যৌবন স্বপন সুখে করিবি যে খেলা—
ললিত লাবণ্য কোথা? কোথা সুধা হাসি?
সুবাসিত মালাখানি কেন ম্লান বাসি?

বনবালা।

সখাগো, কোরনা উপহাস!
এ যে, সখা, বাসি মালা, নাহিত সুবাস!
কি দিয়ে করিবে তবে বসন্তের হৃদয় বিকাশ?
সখাগো, কোরোনা উপহাস!
ও আদরে বাড়ে ব্যথা, কয়ো না প্রেমের কথা;
নাহি যদি প্রেম, মিছে কেন গো প্রকাশ?

ললিত।

সারাদিন ঐ এক কথা!
সারাদিন ঐ অভিমান!
না জানি সে প্রেম ক'স কারে,
না পেয়ে যা ব্যথিত পরাণ?
সারাদিন অশান্তি অতৃপ্তি,
সারাদিন আকুলি ব্যাকুলি,
সারাদিন সন্দেহ দারুণ,
দিনরাত প্রাণ জ্বলাজ্বলি!
ইহাকেই বলিস কি প্রেম?
এই যদি ভালবাসা হয়—
তার চেয়ে শান্ত স্নেহময়
বন্ধুতা কি ঢের ভাল নয়?

বনবালা।

একটু একটু যদি থাকে গো দয়ার রেখা,
রাখ এই কথা, সখা, আর নাহি দিও দেখা!
জ্বলন্ত বাসনা হৃদে যদি উঠে দেখিবার,
আকুল পরাণ যদি চাহে তোমা বারবার,
তবু, সখা, তবু, সখা, দিওনা দিওনা দেখা,
যাতনায় এ হৃদয় হয় যদি ছারখার!
সহিতে না পারি সেই তীব্রময় জ্বালা,
যদি গো মরিয়া যায় অভাগিনী বালা,
সে সময় একবার দিও মাত্র দেখা!

নহে তার আগে তবু, নহে আগে সখা!
প্রেমাগুণ যতদিন এ হৃদে রহিবে জাগি,
দিওনা দিওনা দেখা, এই এক ভিক্ষা মাগি!
বিষণ্ণ কাতর আঁখি অগ্নিময় অশ্রু মাখি
ডাকিবে যখন তোমা কায়মনচিতে,
তবুও তখন নাহি এস দেখা দিতে;
যখন দেবতা হৃদে সঁপিবেন বল,
যখন নিভিয়া এই প্রেমের অনল,
বন্ধুতায় পরিণত হইবে, তোমার মত,
যে দিন শুকায়ে যাবে নয়নের জল,—
সেই দিন হতে, সখা, আসিও আবার;
নহে তার আগে তবু, নহে আগে তার!
সে দিন কহিব কথা, নীরবে দিব না ব্যথা,
হাসিব, কাঁদিয়ে, সখা, কাঁদাব না আর!
সেই দিন হতে হব তোমারি মনের মত,
উল্লাসে প্রমোদরঙ্গে করিব আমোদ কত;
সে দিন পরাণ খুলি বিষাদ যন্ত্রণা ভুলি
হাসিব উচ্ছ্বাসভরে, তুমিও হাসিবে যত;
তবে দুখিনীর শুধু এই মাত্র ভিক্ষা, সখা,
সে দিনের আগে আর দিওনা দিওনা দেখা!

প্রস্থান।

ললিত।

গেল চলে; বলে গেল আমাকে চাহেনা আর!
কে কাঁদে কাহার তরে সংসারে কেই বা কার?
পশ্চিমে পড়েছে ঢলে কনক তপনকায়,
এখনো পূরব নভ যদিও লোহিত ভায়;
'প্রেমের স্মৃতির রাগ এখনো রয়েছে মাখি,
এখনো কাঁদিয়ে রাঙ্গা বিশাল গগণ-আঁখি!
তবুও এ কতক্ষণ বিরহের অশ্রুজল?
নিমেষের তরে শুধু অভিনয় এ সকল!
উদিবে চাঁদিনী নিশা ফুরাইবে এ বিষাদ,
এখনি হাসিবে নভ হৃদে নব নব সাধ!
তবে যাই, যাই চলে, আমাকে চাহেনা আর,
কে কাঁদে কাহার তরে সংসারে কেই বা কার!

চতুর্থ সর্গ।

নৈরাশ্য।

সখী ও বনবালা।

বনবালা।

বুঝাস নে আর, সখি,
বুঝাস নে মোরে আর,
দে লো, সখি, ছেড়ে দে লো অভাগীর আশা!
কেন এ অবোধ দুখে
ঢালিবি অশ্রুর ধার,
ঢালিস নে এ অযোগ্যে স্নেহ ভালবাসা!
এখনো সে ছবি যদি
মিলালো না হৃদি হতে,
এখনো ছিঁড়িতে স্মৃতি নারিলাম যদি,
এখনো এ আঁখি যদি
বরষিবে অশ্রুজল,
এখনো কাঁদিবে যদি দুরবল হৃদি,—
হোক, সখি, যা হবার,
রাখিস, নে আশা আর,
কাঁদিস নে দুখে মোর, হাসিবি ত হাস!

এ দুখে মমতা-ধার
নহে মোর অধিকার,
সখি রে, তাহাই ভাল—তীব্র উপহাস!
দে লো, সখি, ছেড়ে দে লো অভাগীর আশ!
এখনো বুঝাবি তবু?
দিবিনে দিবিনে ছেড়ে,
একাকী ভাসিতে স্রোতে নিয়ে অশ্রুজল?
এখনো আশ্বাসভরে
শুধাবি আমায় তবু,
কতদূর যত্ন মোর হয়েছে সফল?
তবে এই শোন, সখি—
শোন, বালা, শোন তবে,
পারিনি ভুলিতে তারে, পারিব না আর!
প্রত্যেক কথাটি তার
জলন্ত আখরে লেখা,
রয়েছে হৃদয়ে যেন আঁকা আজিকার!
সেই যবে একদিঠে
মুখপানে চাহি চাহি
চুলগুলি করিত সে হাতে মাখামাখি;
কত কি ভাবের ছায়া
বহিয়া যেত সে মুখে
গণিতে গণিতে মুগ্ধ প্রেমভরে আঁখি।

সে সৌন্দর্য্য মোহময়—
করিয়ে করিয়ে পান
আজিও যে উথলিত অবশ হৃদয়!
সে মোহ কভু কি আর,
টুটিতে পারিব হায়!
সখি, এ বিষম স্মৃতি ছুটিবার নয়!
সেই যে লতিকা দিয়ে
হাতটি বাঁধিয়া মোর
একদিন সুধাস্বরে বলেছিল মোরে,—
"নহে এ লতিকা, বালা!
আমার হৃদয়-ডোরে
আজীবনতরে আমি বাঁধিলাম তোরে!
কি মোহিনী মায়াবলে
বাঁধিল সে যাদুকর,
ছিঁড়িতে নারিনু তাহা এখনো এখনো!
সে বিষ অমৃতজ্ঞানে
এখনো তৃষিত হৃদি,
চাহিছে করিতে পান, আশা নাই কোনো!
একটি অলক গুচ্ছ
কেমনে গুছায়ে দেছে,
হাতের উপর হাত কেমনে রেখেছে;
কেমনে একটি হাসি
শোভেছে বদনে তার,
একটি চাহনি কিবা কেমনে চেয়েছে;

প্রত্যেক চাহনি হাসি,
প্রত্যেকটি কথা,
সকলি তেমনি তো লো হৃদয়েতে গাঁথা!
হা, সখি! তবে কি আর
আছে আশা—তবু?
ভুলিতে এ হৃদি তারে পারিবে কি কভু?
না গো না, ভুলিতে চাই!
যেন গো মরিতে পাই—
বিষমাখা মধু স্মৃতি হৃদয়েতে ধরে!
ফুলের সুবাস ঘোরে
ফুলটি যেমন মরে,
মরুক তেমনি হৃদি এ সুধার ঘোরে!

সখী।

কাঁদ তবে কাঁদ, সই, নিতান্তই
কাঁদিবি যদি!
অলি সে যে গেছে চলে, ফুলে ফুলে
সঁপিছে হৃদি!
যে জনা যেতে চায়, রাখা যায়
তাঁরে কি বলে?
তুমি যত কাঁদ, শিকলি যত বাঁধ,
সে যে—আপনি খোলে!

বনবালা। (স্বগতঃ)

বুঝি আর এল না সে, বারণ করেছি তাকে!
কেহ কারে বুঝে না রে, মনের ব্যথা মনেই থাকে!
কেন তবে অভিমান, কেন চাহা প্রতিদান,
কেন রে পিপাসা তার—ফেলে গেছে প্রাণ যাকে?
চাহিব না প্রেম আর, ফেলিব না অশ্রুধার,
"এস শুধু কাছে এস"—অভাগী কাতরে ডাকে।
শুধু, সখা, কাছে থাকো—শুধু তুমি চেয়ে দেখো,
দাও গো চরণে শুধু মরিতে এ অবলাকে!

পঞ্চম সর্গ।

চেতনা।

প্রাতঃকাল।

(পথশ্রান্ত ললিত—অপরিচিত কানন তলে ঘুমভঙ্গে)

ললিত।

এ কি এ কোথা এনু!
ফুলে ভরা এ কোন কানন?
কোন স্বপনেতে ভেসে এ কোন উষার দেশে
সহসা করিনু আগমন?
কে তুমি, গোলাপ-কলি? হেসে হেসে ঢলাঢলি—
এতই কি বলাবলি মধুর বচন?
মধুকর গুণ গুণে, তার কথা কেবা শুনে,
হেসে কুটি উঠে ফুটি বেল জুঁইগণ;
এ হেন প্রমোদ ভুলি বকুল-কামিনী-গুলি
কেনরে করেছে হেথা ভূমেতে শয়ন?
মরিগো কুসুম-বালা! কি এত পেয়েছ জ্বালা?
প্রাণেতে জাগিছে, হায়, কার অযতন?
কঠিন মলিন ভুঁয়ে কোমল সুতনু থুয়ে
ত্যজিছ জীবন কার বাচি মরণম?

কোমল পরাণ দলি যে নিঠুর গেছে চলি
আকুল তারি কি পেতে পদ-পরশন?
তুমি তারে যত মাগো কই সেত আসে নাকো,
সে বুঝি করে গো তত দূরে পলায়ন?
যতই সে দূরে যায় প্রাণ বুঝি তারে চায়,
আরো বুঝি বাঁধে যত করর সে বারণ?
কে তুমি, নলিনী-রাণি, আধো ফোটা মুখখানি?
ওরূপ মাঝারে হোক অবসিত প্রাণ!
তব বাসে তব হাসে, কার কথা মনে ভাসে,
কে তুমি তুলেছ প্রাণে সুললিত তান?
আর যাইব না দূরে, এসেছি বুঝি সে পুরে,
মানস-দেবীর মোর স্বপন কানন?
তাহারি সৌন্দর্য্য-ছটা প্রকাশে আপন ঘটা,
তাহারি নেহারি হেথা আঁখির কিরণ?

সন্ধ্যাকাল।

ললিত।

হৃদয় ত পূরিল না, ফুলটি এ গেল ঝরে!
সৌন্দর্য্যের হাসিটুকু না চাহিতে গেল মরে!
অনন্ত সৌন্দর্য্য তার,
সে নহে ত শুধাবার,
কাহারে এ ধরিয়াছি কারে ধরিবার তরে?
এ নহে ত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী সেই বালা,
কেমনে মিটিবে তবে অনন্ত পিপাসা-জ্বালা!

এস, দেবি, দেহ শান্তি, ঘুচাও মনের ভ্রান্তি,
অনাথা কাতর জনে কেন আর এত ছলা!

(সন্ধ্যাতারাকে দেখিয়া)

ঐ বুঝি তার আঁখি-তারা!
ঢালিতেছে অমৃতের ধারা
স্বর্গ হতে এ দীনের পানে?
ও আঁখি কি গান গাহে?
হৃদয় কিছু না চাহে,
শুধু প্রাণ ডুবে থাক্ ওরি মাঝখানে!
তাও যে রে ডোবে ডোবে নিভে নিভে যায়,
একে একে যায় সবি, শুধু হায় হায়!
দেবি গো অমর আলো!
কোথা তুমি জ্যোতি ঢালো?
হৃদয়ের অবসাদ কে আর মুছায়!

(চন্দ্রোদয়—জ্যোৎস্নায় তরুতলে
এক যুবতীকে দেখিয়া)

ঐ বুঝি দেবী সে আমার!
হৃদয় যাহারে চায়?
যাহার আসন ধরে হৃদিপরে
অনুক্ষণ এ জীবন আহ্বান সঙ্গীত গায়?
বুঝি ফুলের গন্ধ, তারার হাসি,—

যাদের আমি ভালবাসি—
তারা গো প্রেমে আমার সদয় হয়ে
চেতনরূপে জনম লয়ে
আজিকে নয়নে ভায় ?
দেবি, তুমি নয়নের কান্তি হৃদয়ের শান্তি,
পলায় মনের ভ্রান্তি পাইলে তোমায় ;
আত্মার নির্ব্বাণমুক্তি তুমি এ ধরায় !

রমণী। কে পাগল উপবনে আজি !
বুঝি না কি কথা কয়,
মনে বড় জাগে ভয়—
থাকুক কুসুম তোলা, থাক পড়ে সাজি !
(প্রস্থান।)

ললিত।
গেল চলে, চলে গেল, কেহ না আমারে চায় !
সবে আসি কাছাকাছি দেখি দেখি সরে যায় !
ভালবাসা যারে ঢালি
সেই যেন দেয় গালি,
আমার হাতের ছোঁয়া অমৃত গরল ভায় !
একি রে হৃদয়-তাপ,
এ কেমন অভিশাপ,—
জানি না কি ঘৃণা দিয়ে গঠিত অভাগা, হায় !

ষষ্ঠ সর্গ।

অবসান।

সিন্ধুতীরে বনবালা।

বনবালা।

দেবতা গো, দেবতা আমার!
পূজিতে যে চরণ তোমার
অমূল্য এ হৃদয় রতন
দিয়াছিনু, প্রভু, উপহার!
তবে কেন কেন বল, সখা,
ক্রোধের ভ্রূকুটি হেন হানি,
ঘৃণাময় উপেক্ষার ভরে
দূরে তাহে ফেলি দিলে টানি?
ক্ষুদ্র এই বালিকা-হৃদয়
ও পদের যোগ্য কি গো নয়?
হলেই বা ক্ষুদ্র অণুসম,
ইহা যে গো একটি হৃদয়!
এই ক্ষুদ্র অদ্ভুতম হৃদে
অনন্তের প্রেম, সখা, রাজে;
সমস্ত জগৎময় খুঁজি

আর কোথা পাবে না বা তুমি—
পূর্ণ তা' এ ক্ষুদ্র হৃদি মাঝে!
এ হৃদয়ে অনন্তের আলো
দেখ দেখ হইছে প্রকাশ;—
এ হৃদয়ে স্বরগের প্রেম
দেখ, সখা, হয়েছে বিকাশ!
তা না হলে তব পদে, প্রভু,
কেমনে দিব এ উপহার?
তুমি যে গো স্বরগ দেবতা,
আমি ক্ষুদ্র বালিকা ধরার!
নাই যদি বুঝিলে তা তুমি,
অযোগ্য হইল যদি মনে,—
তবু কি সামান্য উপহার
গ্রহণ করে না দেবগণে?
আমি ত চাহিনে কোন বর,—

চাহিনে ত কোন প্রতিদান,
একটুকু একটুকু শুধু
পেতে চাই ও চরণে স্থান!
কিছু আর চাহিনে যে, স্বামি,
শুধু ও চরণতলে আমি
পড়ে রব রেণুর সমান,
ক্ষুদ্র এক রেণুর সমান;—
তাও, প্রভু, নাহি দিলে স্থান!
আজীবন আজীবন ভোর
পড়ে রব ও চরণ তলে,—
তুমি, দেব, তার পর দিয়া
দলিয়া দলিয়া যাবে চলে!
এই এক বড় উচ্চ আশা,
এই মোর মহান্ সম্মান,—
ও পদের পরশ-আঘাত
অসীম অনন্ত পুণ্য জ্ঞান!
তাও, সখা, দিলে না থাকিতে,
তাও, সখা, নারিলে সহিতে,
তাতেও কি হোল অপমান?
বিষময় কণ্টকের মত
ঘৃণাভরে ফেলিলে ছুঁড়িয়া!
হৃদি প্রাণ গেল হারাইয়া,
চূর্ণ চূর্ণ অস্থি শুধু নিয়া
কত দূরে পড়িনু আসিয়া!

বরষার বারিধির মত,
নির্ঝরের আকরের পারা,
এ হৃদয়ে আছিল লুকান
মরমের যত অশ্রুধারা;
একে একে শূন্য করি তাহা
সকলি ত ঢালিলাম পায়;
অশ্রুজলে বহিল যে নদী,
করুণা হোল না তবু তায়!
মর্ত্ত্যের হিংস্র বন্য পশু,
বোধশূন্য, হৃদয় পাষাণ,—
মর্ম্মভেদী সে দুখের জলে
তাদেরো যে ভিজিত পরাণ!
স্বর্গের দেবতা তুমি হয়ে
একবার দেখিলে না চেয়ে,
ঘৃণায় রহিলে মুখ ফিরে,—
কাঁদিল যতেক নরনারী,
পাষাণ গলিল সেই নীরে;
আকাশের দিকবধূ যত
"করুণা" রাখি সে নদীনাম—
অশ্রুতে ঢালিয়া অশ্রুজল
তুলি নিল তাহা স্বর্গ ধাম।
দেখিলে না তুমি একবার,
দেখিলে না বারেক চাহিয়া,
দিলে তারে দিলে ছুঁড়ে ফেলে

ছিল যে গো চরণ ধরিয়া!
দেবতা গো, নিরদয় দেব!
অসহায় শিশুটির মত
ছিল যে চরণ জড়াইয়া,
পারিলে গো পারিলে গো তারে,
পারিলে গো ফেলিতে ছুঁড়িয়া?
প্রভু, সখা, হৃদয়ের স্বামি!
তোমা ছাড়া জানিনে যে আমি,
তুমি ছাড়া কিছু নাই মোর,
তুমি মম বিশ্ব চরাচর,
তুমি মম দেবতা, ঈশ্বর!
হারায়েছি হাসি, অশ্রুজল,
হারায়েছি সুখ শান্তি বল,
গেছে হৃদি, গেছে মন প্রাণ,
করেছি ও পদে সবই দান;
অসীম এ সংসারের মাঝে
কিছু নাই, নাই আর কেহ—
একটি ছায়ার মত শুধু
হাসি অশ্রু হৃদয় বিহীন
আছে অবশেষ এক দেহ!
মৃতের নামের মত শুধু,
শশাঙ্কের কলঙ্কের হেন,
এমন একটি সেই দেহ—
কিছু নয় তবু কিছু যেন।

নিদারুণ আঘাতে তোমার
কতদূরে এসেছি পড়িয়ে,
কিছুই না, ছায়াময় এক
দেহের সে আকৃতি লইয়ে।
তুমি যারে দিলেনা আশ্রয়
এই দেখ কোথা তার স্থান—
উদার জলধি দেখ চেয়ে
কার তরে পেতেছে পরাণ!
জলধির ও মহান্ বুকে
এখনি পড়িব গিয়া ঝাঁপি,
দু এক সলিলবিন্দু শুধু
বারেক উঠিবে কাঁপি কাঁপি;
তার পর কোথা চলি যাব,
কোথায় যে হইব বিলীন—
দেখিতে পাবে না, সখা, আর,
কখনো কখনো—কোন দিন!
বহু দিন—বহু দিন পরে
জেগে উঠে অনুতাপ যদি,
নিষ্ঠুরতা বুঝিয়ে যদি গো
এক বার কেঁদে উঠে হৃদি;—
তখন যদি গো একবার
সাধ উঠে, সখা, দেখিবার—
পাবে না গো পাবে না দেখিতে;
সমস্ত পৃথিবীময় যদি

খুঁজে খুঁজে শ্রম নিরবধি—
পাবে না গো পাবেনা দেখিতে!
একবার দেখিবার তরে
তখন যদি গো দাও প্রাণ—
তবু যে গো পাবে না দেখিতে,
জানিবে না কোথা তার স্থান!
ধরা ত্যজি স্বর্গ ধামে গিয়া
পাইবে না খুঁজিয়া খুঁজিয়া;
হয়ত তখন অভাগিনী—
এই হাসি এই কান্না নিয়া
আবার এ পৃথিবীতে আসি
লয়েছে সে লয়েছে জনম;
এই সুখ দুঃখ আশা নিয়ে,
এই প্রেমে হৃদয় ভরিয়ে,
ঢাকিয়াছে মরমে মরম!
পুণ্যবান দেবতা গো! যদি
নররূপে আস ধরাতলে—
দেখিতে পাবে না, ততদিন
আর কোথা গিয়াছি যে চলে!
একটি আঁখির শুধু কেরে,
করুণার কথাটি কহিয়া,
আজ যা পাইবে—তাহা পরে
পাবে না সহস্র প্রাণ দিয়া।
অনন্ত অনন্ত কাল ধরে
খুঁজিয়া বেড়ালে, সখা, পরে,
পাবে না তা, পাইবে না আর;—
চাও, সখা, একবার ফিরে,
কথা কও শুধু একটি রে,
এখনি চরণতলে লুটি
পড়ি গিয়া ছুটিয়া আবার!
আসিলে না, চাহিলে না ফিরে,
একটু দিলে না পদে স্থান;—
এই দেখ অপার জলধি
কার তরে পেতেছে পরাণ!

(বনবাজার পুরাতন উপবনবাটিকা।)

ললিতের প্রবেশ।

ললিত।

এসু এ কোথায়!
দুরন্ত ঝটিকা রাতে, যেন রে মলয় বাতে,
সহসা শিহরে কায়!

দুঃখের স্বপন ছুটে আঁধার নয়নপুটে,
এ যেন জোছনা ভায়!
হারাণ প্রীতির তীরে যেন কোন স্মৃতিটি রে
ধীরে ধীরে ভেসে যায়!
সব যেন কার মায়া, সব যেন কার ছায়া,
প্রাণ যেন তারে চায়—
কোথায় সে, সে কোথায়!

(অদূর বৃক্ষতলে)

সখী।

বনের সে ক্ষুদ্র তৃণফুল
বনেতেই আছিল ফুটিয়া,
বনেতেই শুকায়ে শুকায়ে
বৃন্ত হতে পড়িত টুটিয়া;
কেন ওগো নিঠুর পবন!
কেন তুমি পরশিয়া তারে,
নিরদয় আঘাতে অমন,
ছিঁড়িলে পাপড়িগুলি হা রে!
তুমি যে গো বসন্ত সমীর!
কাননের ফুল রাণী তব,—
সুন্দরী গোলাপ গরবিনী,
শোভাময়ী নলিনী সে নব!
সে একটি অরণ্যের ফুল—
দূর হতে তোমারে দেখিত;
দূর হতে হৃদি প্রাণ দিয়ে
মনে মনে তোমারে পূজিত।
কানন কুসুম-বালা যত
ফোটাবার তরে চুমি চুমি,—
চমকি সে বনফুলহিয়া
নিতি নিতি তার কাছ দিয়া,
কাননে পশিতে যবে তুমি,—
একটু করুণা লভিবারে
হৃদয়ের বিনিময়ে তার,—
যে বাসনা জাগিত মরমে,
লুকাইত মরমে আবার।
অযোগ্য সে ক্ষুদ্র তৃণফুল!
করে নাই এমন দুরাশা—
কখনো লভিবে একদিন
সুদুর্লভ তব ভালবাসা!

কেন গো ছুঁইতে ফুলটিরে
মাথাটি করিলে অবনত—
না হয় সে ক্ষুদ্র তৃণফুল
কেঁদে কেঁদে বনেই শুকাত!
কতই না সোহাগে যতনে
রাখিলে গো হৃদয়ের পরে,—
কতই না শপথ করিয়ে
বলিলে যে বার বার ক'রে—
রাখিবে হৃদয় মাঝে তব
এমনিই চিরকাল ভরে!
তাই আজ, নিঠুরহৃদয়!
একটিও দিন না যাইতে,
পদতলে দলিত করিয়া
দেখিতেছ হাসিতে হাসিতে—
কেমনে সে ছোট ফুলটির
প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া,—
উছলিছে শোণিত লহরী
তোমার চরণ রাঙ্গাইয়া!
কেন, বায়ু, কিসের লাগিয়ে
এমন করিলি দশা তার,
কে তোরে সাধিয়াছিল তারে
যতনে করিতে হৃদি-হার?
ভাবিলি কি তুই, প্রভঞ্জন!
এক দিন—যবে এক দিন—

প্রতি দল আপনি ঝরিবে,
প্রতি রেণু খসিয়া পড়িবে,
সৌন্দর্য্যের হাসিটি তাহার
অবশ্যই হইবে বিলীন;—
অনিত্য এ সংসারের মাঝে
স্থায়ী নহে কিছুই যখন,
এক দিন যদি ফুলটির
অবশ্যই আছয়ে মরণ;—
তবে কেন আগে হতে তার
নাশ করি ক্ষুদ্র পরমায়ু,
মারিবার সুখটুকু তুই
ভোগ না করিয়া লবি, বায়ু!
অভাগিনী নিতান্ত অবোধ,
সবে ফোটা হৃদয় তাহার,—
ভেবেছিল প্রণয় বলিয়া
চপল সে খেয়ালে তোমার!
কিবা পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে
হৃদয় সে সঁপেছিল তোরে!
দিলি যদি প্রতিদান এই—
কিছু তাহে ক্ষতি তার নেই।
ভালবেসে এক দিন তুমি
মৃতপ্রায় যে পরাণে তার—
জীবন করিয়াছিলে দান,
তুমিই তা হরিলে আবার।

ভালই করেছ ! তোমা স্মরি
হাসিতে হাসিতে, সমীরণ !
আহত সে তৃণফুল-বালা
অকাতরে ত্যজেছে জীবন।
হৃদিশূন্য পাষাণ-কঠোর !
এখন কেন গো তবে আর
হাসিয়ে 'কোথায় আছে' বলি
সুধাইছ তুমি বার বার !

এখনো কি সাজে, রে অনিল,
অমন নিঠুর উপহাস !
অভাগিনী দুখিনী সে বালা
ফেলেছে যে অন্তিম নিশ্বাস।
ইহাতেও হইল না তোর—
এখনো কি আর বল্ চাস ?
মিটিল না, পাষাণ হৃদয় !
এখনো কি শোণিত পিয়াস !

যাত্রা অবসান।

ললিত।

কে আছ গো ! করুণা করিয়া
দাও দাও পথ দেখাইয়া,
চলিতে শকতি নাহি আর—
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ হিয়া !
যন্ত্রণার মহাদেশ মাঝে
কবে সে যে পড়েছি আসিয়া,
অসীম অনন্ত শূন্যময়
অশান্তির মরু পথ দিয়া।
অবিশ্রান্ত অবিরাম, হায়,
চলিতেছি কত দিন ধরে,
লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন,
আশ্রয় আশ্রয় শুধু ক'রে।

বিয়াকুল নিরাশ নয়নে
যে দিকে যে দিকে ফিরে চাই,
কিছু নাই—কিছু নাই !
চন্দ্র সূর্য্য তারা নাই,
জল নাই স্থল নাই,
জীব নাই জন্তু নাই,
গাছ নাই পাতা নাই,
শুষ্ক তৃণটিও নাই—
কি এক ভীষণ শুধু
শূন্যের অপার সিন্ধু—
আঁধারে চমকে দিক,
দেখিবারে পাই !

শ্রান্ত দেহ ভয়ে কম্পমান,
আকুল ব্যাকুল হৃদি প্রাণ,
একটু একটু বল নাই,
প্রতি পদে পড়ে পড়ে যাই,
তবুও চলিতে আরো হবে;
এই পথ কখন্ ফুরোবে!
কোথা পাব—কোথায় আশ্রয়?
আরো আরো কত দূরে গিয়া?
কোথা সেই সুখের আলয়?
কোথা সেই শান্তির আশ্রয়?
কত দূরে ফেলে এনু সব
এক দিন পথ হারাইয়া?
শত শত আশাসূর্য্যশালী
দিবসের মহারাজ্য হতে
কবে সেই করেছি প্রয়াণ!
অসংখ্য রবির সেই হাসি,
প্রজ্জ্বলন্ত রশ্মি রাশি রাশি,
একে একে প্রায় সকলি নির্ব্বাণ!
সে যাত্রার এখনো রে তবু
হোল না হোল না অবসান!
কতদিন—জানি না গো কত দিন
তার পর গিয়াছে চলিয়া,—
সুখ শান্তি কথা ছুট শুধু
এখনো জাগিছে মনে মনে,

কেমন যে আছিল তাহারা
একেবারে গিয়াছি ভুলিয়া।
মানুষের আঁখির উপর
রবি শশি তারা তারপর
না জানি উঠেছে কতবার,
কতবার গিয়াছে নিভিয়া।
না জানি কতেক ঋতুচয়
আসিয়াছে গিয়াছে চলিয়া,
জনম মরণ কত গেছে
অনিত্য ধরার পর দিয়া।
বুঝি বা সে অগণ্য দিবস,
তা না হলে অতীতের স্মৃতি
একেবারে যায় কি মুছিয়া!
সকলেরি আছে আছে সীমা,
সকলেরি আছে আছে শেষ,
কোথায় ফুরাবে তবে এই—
যন্ত্রণার অন্তহীন দেশ!
কত জ্যোতি গ্রহ উপগ্রহ
লয়ে রবি নিজ সাথে সাথে,
অসীম আকাশ পথে পথে
বেড়াতেছে করি ছুটাছুটি!
মহা দূরব্যাপী সে সৌর বিমান
আর এক মহান মহান
আকাশে পড়িছে গিয়া লুটি!

তার শেষ হোল ঐখানে,
ব্রহ্মাণ্ড মিশিছে ব্রহ্মাণ্ডের সনে,
সময় মিলায় সময়ের কোলে,
মিশায় অনন্ত অনন্তের তলে।
ফুরায় রে সকলি ফুরায়,
এ যাত্রার শেষ কোথা হায়!
কতদিন—
তবে আর কত দিন ধরে,
এমনিই হাহাকার করে,
শূন্যের এ মহাসিন্ধু মাঝে
চলিব গো ভাসিয়া ভাসিয়া!
শত শত রবির কিরণ
জীবন করিয়াছিল আলো,
সব গেছে গেছে মিলাইয়া।
একটি কিরণ-রেখা তার
ছিল যেন ছিল অবশেষ,
চলেছিনু তাহাই ধরিয়া।
একি হোল—কোথায় কোথায়!
সে রেখাও গেল কি নিভিয়া!
কি ভীষণ নিবিড় আঁধারে
চারিদিক পড়িল ডুবিয়া!
এসেছে কি প্রলয়ের দিন?
স্থানচ্যুত হ'য়ে লক্ষ্য-হীন—
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর
এখনি কি মহাশূন্য মাঝে
চূর্ণ চূর্ণ হইবে বিলীন!
লও, দেবি, হাতটি ধরিয়া,
এ ভীষণ আঁধার ঠেলিয়া
কোথা যাব—যাই বা কেমনে!
লক্ষ্যহীন আছি দাঁড়াইয়া,—
আকুল স্তম্ভিত হৃদি প্রাণ
যাই বুঝি—গেলাম পড়িয়া।
নিভিয়াছে জগতের আলো,
জ্যোতিহীন মুদিত নয়ান;
পরাণের স্তিমিত প্রদীপ
এইবার হয় রে নির্ব্বাণ!
অশান্তির মহারাজ্য দিয়া
কবে সেই করেছি প্রয়াণ,—
সীমা বুঝি ফুরাইল হেথা,
সে যাত্রার বুঝি অবসান!

গান।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

সখিরে তু বোলো,
কাঁহে এত মন মজিলো!
যব পেখনু সো হাসি
পরাণ ভেল উদাসী,
স্বর শুনু ভইনু পাগলো।
কি আছে সো আঁখিয়াতে মই পরাণ হারালো।
সখিরে তু বোলো,
কাঁহে মেরা আইসো ভেলো—
আপন শুধায়ে, সখি, উতর না পাওয়লো।

ছায়ানট—কাওয়ালি।

কাহে, লো যমুনা, নাচত খেলত
বিলাস বিকম্পিত কায়?
মৃদু মৃদু পবনে হিয়া তুয়া সঘনে
কাহে লো ডগমগ ভায়?
কাহে, লো চন্দ্রমা, বরষিয়ে মধুরিমা,
শোভয়ে তুঝ হৃদে আজি?
ছি ছি, সখি, ধিক! বিনে সে রসিক
মাতল নব সাজে সাজি?
অব্ তো লো তুয়া কূলে মোহন কদমমূলে
নাহি খেলে শ্যাম মুরারী;
অব ত বাঁশরী বোল উছলি ন ভুলাওয়ে
ব্রজপুর গোপিনী নারী।
কদম্ব কেশর—কম্পয়ি থর থর
ঝর ঝর ঝরল হুতাশে;
মাধবী লতিকা—লুণ্ঠিত ধরণী,
অব্ নাহি মাধুরী বিকাশে!
নিকুঞ্জে অলিকুল রোতে রোতে গুঞ্জত,—
কোয়েলা কুহরি বিলাপে;
রমণী-পরাণ মুঝ—নাহি ত জুড়ায়ত,
জারল বিরহ উতাপে।
কাহার মূরতি দেখিয়ে ফূরতি
তবে লো, যমুনা, ভইল তোর?

কোন সুখ আজ পাওয়লো তুই,
আমোদে হৃদয় হইল ভোর?
নব প্রেমে তুয়া সুখ উপজত,—
নেহারি মো হিয়া দহল লাজে,
কিসিকো সোহাগে ছি ছি লো নদিয়া!
সাজত আজু এ মোহন সাজে?

যোগিয়াবিভাস—একতালা।

সজনিলো
যমুনা পুলিনে নিশি পোহাইনু,
না এল, না এল, না এল, কালা!
কবরী-কুসুম শুকাইল, হায়,
শুকাল লো তোর সাধের মালা।
ক্ষণেক চমকি উঠি নেহারিনু,
ক্ষণেক থমকি বসিয়া কাঁদি;
কাটানু রাতিটা ঢেউ গণে গণে,
পাষাণে হতাশ হিয়ারে বাঁধি।
ওই যে ওই যে এল বুঝি শ্যাম!
মধুর বাঁশরী বাজিল ওই—
চমকি উঠিয়ে আবার ধাইনু,
হরষে পরাণ নাচিল, সই!
হরষে উথলি যমুনা বহিল,

কাঁপিল কদম ফুলের ভরে;
যাইতে হরষে পড়িনু উঠিনু,
লাজেতে চরণ নাহিক সরে।
আসুক না আগে তবে দেখা যাবে
কত ছল জানে ব্যথিতে বালা;—
কাঁদিব কাঁদাব, চরণে ধরাব,
তবে ত ঘুচিবে মরম জ্বালা!
কই, কই হায়! শ্যাম ত' না এল,
নাহি শুনি আর বাঁশরী-রব!
আশার খেয়ালে বুঝি মনে মনে
সই লো স্বপন—দেখিনু সব?
হতাশে আবার যমুনারি তীরে
অলসে আইনু ফিরিয়া ধীরি;
একাকী বসিয়ে কত যে কাঁদিনু,
বারিতে মিশাল নয়ন-বারি!
খেদেতে যমুনা উজান বহিল,
কদম-কেশর পড়িল খসি;
নয়নের জল থামিল না, হায়,
আকাশে মিশাল তারকা শশী।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে পোহাইল নিশি,
তবু ত' না এলো নিঠুর কালা;—
হৃদয়ের সাধ হৃদয়ে রহিল,
মরমে রহিল মরম জ্বালা।

কাফি—যৎ।

কোন চুরায়লো তু, মুঝ পরাণবঁধুয়া ?
হম দেশ দেশ পর ঢুঁরত ঢুঁরত ফিরি
তুয়া লাগি রোরুয়া।
অব পাকড় গেয়ি তু,—
মেরি শ্যামচন্দ্র হৃদিচন্দ্ররে,
অব নাহি ছোড়ব, কানুয়া!
বিরহ দহন সুখ—সমজ লেওগি অব,
হমারে যো দিল দুখ সো দুরজনুয়া!

জয়জয়ন্তি—কাওয়ালি।

দূর বিজন বনে একাকী যাইব চলে,
মানুষ নিশ্বাস বায় যেথানে নাহি উথলে!
অনাথিনী উদাসিনী—যাব চলে একাকিনী,
দোসর আশাও আর রাখি না মরমতলে।
ভালবাসা-প্রতিদান—সে আশাও অবসান,
অবসান সুখ-আশা সুখ-সাধ এ কপালে।
সুখেরি জনম যার—এই এ দুখিনী আর
দিবে না সে সুখে বাধা, কাঁদাবে না পলে পলে।
সাক্ষী থেকো, রবি শশি, জ্বলন্ত তারকা-রাশি!
সাক্ষী থেকো, গিরি নদি, তোমরা সকলে!
যতই যাতনা সই, যেথানেই মরে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে—দেখিও হৃদয় খুলে।

মল্লার—কাওয়ালি।

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে—
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখল, সজনি,
সতিমির রজনী,
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে;
ঝিল্লিধ্বনি কৃত
বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

বাহার—কাওয়ালি।

আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা!
মরম ব্যথায় যার—
দিবস রজনী পড়িছে বিফলে
নয়ন-সলিল-ধার;
কাতর হৃদয়ে কাঁদিছে যে জন
হারায়ে বিভব মান,
হুতাশ প্রেমের হুতাশে সদাই
জ্বলিছে যাহার প্রাণ;
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবে না,
রবে না ভাবনা-ভার—
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা!
খোলা এ আনন্দ-দ্বার!

সাহানা—কাওয়ালি।

সুশীতল মহীরুহ সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়;
রমণীয় বেলাভূমি করি পরিহার
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যার;
স্বর্গ ছাড়ি সহিবে যে সমর-পীড়ন,
যাক সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এমন সুখদ কানন-বাস,
পশে না হেথায় শোকের শ্বাস;
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিক স্থান—
এ ছেড়ে কি বৈজয়ন্তে কারো মন ধায়!

রামকেলি—আড়া।

কে আছে রে অভাগিনী আমার মতন!
জানিনে কখন কিবা সোহাগ যতন।
জনম দুখিনী, হায়! আপনারি ভাবি যায়
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন।
পরিমলে মাখামাখি একটি গোলাপ দেখি
আপনা ভুলিয়ে, আহা, মোহময় হরষে

তুলিতে গিয়েছি যেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই
অমনি শুকায়ে গেছে এ হাতের পরশে !
একটি পুষেছি পাখী যদি ভাল বাসিয়ে,
দুদিনে খাঁচাটি ভেঙ্গে গিয়াছে সে পালিয়ে।
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ ত বাসেনি ভাল,
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।

ভৈরবী—আড়া।

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়াছে, সখি !
এখনো তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি ?
জানি এ অভাগী ভালে সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি।

হাম্বীর—আড়া।

বুঝি গো সে এল না !
চির দিন চির নিশি জাগরণে গেছে মিশি,
যাহারি বিরহ মাঝে ধরিয়া আশার কণা।
আর ত রহে না আঁখি, মুদে আসে পাতা,
আসিছে অনন্ত নিদ্রা, এখনো সে কোথা ?

এখনো এল না, সখি, সেই কোলে মাথা রাখি
এ জীবনে তবে আর ঘুমান হোল না।
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের তরে,
অভাগীর শেষ দিনে শেষ সাধো পূরিল না!

খাম্বাজ—একতালা।

আয় লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা!
আয় লো হৃদয়ে রাখি।
কত দিন হতে রয়েছি আশায়;
কি বলিব বল, সখি?
আয় আয়, প্রিয়ে, তেমনি করিয়ে
গানা লো মধুর গান;—
কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে,
পাই যেন নব প্রাণ।
পেয়েছি তোরে লো! হাসিব এখনি,
ভুলিব প্রাণের জ্বালা;—
ও হাসি হেরিলে আঁধার এ হৃদে
জোছনা ভাতিবে, বালা!

---

*

মিশ্রভূপালি—একতালা।

প্রিয়ে, আজি এ কেমন বেশ ?
এ নয়ন-কমল জলে ঢল ঢল,
এলান ছড়ান কেশ ?
পারিনে পারিনে, দেখিতে পারিনে,
ও মুখ তোমার ম্লান ;
মরমের শিরে কি যে বেঁধে গেল—
ফেটে ওঠে যেন প্রাণ !
সর্ব্বস্ব ধন, প্রেয়সি আমার !
রাখি লো হৃদয়ে আয় !
ভাঙ্গাচোরা এই হৃদয় আমার—
চিরদিন তোরি হায় !
তোমারি কারণে জীবন ধারণ,
আমি যে তোমারি, সখি ;
প্রমোদ-মাখান আশার প্রতিমা—
আয় তোরে হৃদে রাখি !

কালাংড়া—আড়খেমটা।

চলে লো কাননে যাইব দুজনে,
জুড়াতে হৃদয়জ্বালা!
সজনি লো, আজি, ফুলে ফুলে সাজি,
কাটাব সারাটি বেলা!
তরুমূলে মূলে ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা;
গাহিব লো গান খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিয়ে সকল ব্যথা।
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল;
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে,
তুলিব গোলাপ ফুল।
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয়জ্বালা!
দেখিব আজিকে হৃদয়-আঁধার
ঘোচাতে পারি কি বালা!

মল্লার—কাওয়ালি।

সখি গো! ঝিম ঝিম ঘন বরিষে!
গুরু গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জে নবীন ঘন,
ঝলকে দামিনী বিকাশে!
বিরহীনয়ান-পারা ঢালিছে শ্রাবণ-ধারা;
কি জলে মরমে জ্বালা—নিভাই কেমনে সে

দেশমল্লার—আড়া।

আকাশের ঐ মেঘ এখনি ত' ছুটিবে!
আবার জোছনা ভাতি এখনি ত ফুটিবে!
কিন্তু গো, সজনি, আর হৃদয়ের এ আঁধার
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে!
জীবন-বরষা যদি বহায় শোণিত-নদী—
তবু এই আঁখি-ধারা জন্মে না মুছিবে!

কেদারা—আড়া।

আজ ওরে বজ্র! তোরে কভু না ছাড়িব
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দহিব!
হৃদয়ে কি কাজ আর, পুড়ে হোক ছারখার,
হৃদয়-সর্ব্বস্ব ছেড়ে হৃদয়ে কেন রাখিব!
এ প্রাণ জীবন হৃদি তাঁহারি না হোল যদি,
আমারি বা হবে কিসে! পর তারে ত্যেয়াগিব।

ভৈরবী—একতালা।

কত দূরে থেকে অধীর হয়ে
ছুটে এল মলয় বায়—
কেন গো গোলাপ-কলি মুখটি তুলি
তার পানে না ফিরে চায়?
আসছে বায়ু সাড়া পেয়ে
বোঁটায় সে যে পড়লো নুয়ে,
হাসিটি ফুটতে গিয়ে
কেন হোল অশ্রুময়?
মলয় তার কাছে এসে
আদর করে হেসে হেসে,—
উঠলো না সে—সে পরশে—
কেন ঝরে ঝরে পড়ে যায়?
আকুল প্রাণে তারে বালা
ডেকেছে সারা বেলা;—
এল বায়ু সাঁজের বেলা,
সে অভিমানে মরে যায়!
ছিল বালা ফোটার আশে,
ফুটতে ফুটতে ফুটলো না সে—
মলয় বায়ু আকুল প্রাণে
করে শুধু হায় হায়!

ভৈরবী—রূপক।

চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন,
সুখ দুখ সব ফেলিয়ে থুয়ে—
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
বিরাম লভিব আরামে হায়!

ভাঙ্গিবে না কভু যে গভীর ঘুম
ফেলিতে কেবল যাতনা শ্বাস;—
পারিবে না কভু ভাঙ্গিতে যে মোহ
ধরার বিকট পিশাচী হাস।

দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি—
ছেলেবেলাকার সুখের স্বপন—
সকলি ত' হায়! পড়িল ঝরি।

এ জীবন-ফুল পড়িল শুকায়ে,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না;—
যত কিছু আশা ছিল এ মরমে—
একটিও তার মিটিল না।

শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলেছে বহিতে শোণিত-ধার ;—
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোঁটা নাহি ফেলিতে আর !

নিভিল না তবু সে পুরাণ স্মৃতি !
কতদিন আর এমন করি—
পুষিয়া রাখিব এ চিতা-অনল—
মরমের এই শ্মশান ভরি।

সে সুখের দিন আসিবে রে কবে,
যে দিন অভগা জনম দুখী—
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
মাথাটি রাখিয়ে হইবে সুখী !

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

ভুলে যাও দুখিনীরে ভুলে যাও ওহে নাথ!
নহিলে হবে না সুখী একটি পলকপাত।
এমনি অভাগী বালা, বিপদ যাতনা জ্বালা—
যেখানে যেখানে আমি তারা ফিরে সাথে সাথ।
ভুলিবারে কহিতে গো কি বেদনা লাগে প্রাণে,
কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমি সে ব্যথা জানে।
হোক তবু তাও সবে, তুমি, নাথ, সুখে রবে,—
ভুলে যাও ভুলে যাও, তাই যাচি দিনরাত।

মেঘমল্লার—আড়া।

ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর হর,
প্রলয় বিপ্লবে কাঁপে সর্ব্ব চরাচর;
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে,
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর!
পাগলিনি! শোন ওরে, তোরে এই বুকে ধরে—
বাহিরের ঝড় জ্বালা পশেনা অন্তর;
তরী যায় যাক ডুবে, কি ভয়? আমরা উভে—
সুখের শয়নে রব নীরে ভিতর!

ভীমপলাশি—আড়া।

উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে হেরি
ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাঁদি তাই।
তুমি আছ শান্তি-সুখে, কাঁদিব আমি কি দুখে?
কে আমি করিব আশা আরো হৃদে পেতে ঠাঁই?
ভাল যে বাসনা মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
ভালই করেছ, সখে, আর কি ভাবনা তবে?
ভাবি দুখিনীর কথা আর ত' পাবেনা ব্যথা,
তুমি ত নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে।
পাছে সমদুখী জনে আমি ব্যথা দিই মনে,
আমা দুখে পাছে তব মুখানি মলিন হয়—
এই যে আশঙ্কা ছিল সে আশঙ্কা দূরে গেল,
আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাষাণময়।
তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাহি ত মমতা-ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি!
নিশ্চিন্তে মরণ-বুকে ঘুমাতে যেতেছি সুখে,
সুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না দুখেতে কাঁদি।

গৌড়সারং—খৎ।

আকাশের পটে মধুর মূরতি আবার আজিকে দেখি রে কেন ?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি প্রভাতি চাঁদের জোছনা হেন ?
জাননা কি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায় ?
জাননা কি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি শবের তনুও জীবন পায় ?
জাননা কি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি এ হৃদি-কবাট আপনি খসে ?
গলে গলে যায় মরম আমার মধুর কি এক নেশার বশে ?
তবে কেন তুই দেখা দিলি, সই, হাসিলি কেন ও করুণ হাসি,
বিষাদের ঐ ম্লান চাহনিতে কেন বরষিলি পীযূষরাশি ?
দেখা যদি দিলি বিস্মৃতি টুটিলি, সুদূর অম্বরে কেন লো তবে ?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়, আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে।

বেহাগ—আড়া।

চলিলে প্রবাসে তবে, হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি প্রাণ মন ?
যাও তবে যাও, সখা, হয়ত এ শেষ দেখা,
এ বিদায় হোল বুঝি জন্মের মত !
লভিয়ে সৌভাগ্য কান্তি, পাবে যথা সুখ শান্তি—
যাও তবে, প্রিয়তম, সুদূর সেথানে—
আজিকে হৃদয় খুলে উপহার অশ্রুজলে
দুখিনী বিদায় দেয় সরবস্ব ধনে।

অভাগিনী অনাথিনী রহিল যে একাকিনী,
মনে রেখো—এই টুকু ধরি গো চরণে।
প্রণয়-কুসুমে গাঁথা বিগত সুখের কথা
আনন্দ উল্লাস মাঝে কোরো তবু মনে।
না না, নাথ, সুখে থেকো, মনে রেখো নাই রেখো,
তোমারি স্মরণে জেনো রাখিনু জীবন—
তোমারি তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।

বেলোয়ার—আড়া।

যাতনার এই দুঃখময় সুখ তুই কি বুঝিবি, সজনি?
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ কাঁদিয়ে দিবস রজনী!
এমনি অমূল্য যাতনার এই জীবন আমার ঠাঁই লো,—
চির হাসিময় সুখের জীবন বিনিময়ে নাহি চাই লো!
হাসিবার কথা নয় এ ত' সখি, হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না হেসো না দিও নাক ব্যথা, আর লো ভুলিতে বলিয়ে।
আজীবন ধরে জ্বলিব পুড়িব সারাটি দিবস রজনী,—
তবুও তবুও হৃদয়ের ধনে ভুলিব না কভু, সজনি!

পিলু—খং।

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি হের গো হের!
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি,
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর।
গোলাপটি ওই মোর হৃদিসই!
সে যে তোমা বই হবে না কারো—
হৃদিধনে ভুলে তুলেছি বকুলে,
সেঁউতির ফুলে পর গো পর!

পূরবী—আড়া।

দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি হেসো না ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর হেসোনা ও হাসি!
যদি মুহূর্ত্তেরি তরে ভালবেসে থাক মোরে,
তাহারি তাহারি দিব্য হেসোনা ও হাসি।
তুমিই ত' সাক্ষী, সখে, তুমি ত' দেখেছ মোরে—
কত যে ঝটিকা ঝঞ্ঝা হয়েছি কি করে;
কিন্তু ও ঘৃণার হাসি, জলন্ত গরলরাশি,
ছুটিছে অসহ্য বেগে মরম ভিতরে!
আমারে ভুলিয়ে গিয়ে, আছ যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে,

তাহাও ত' সহিতেছে এ হৃদি-পাষাণ ;
কিন্তু অবিশ্বাস তব, হায়, কি করিয়ে সব',
ভাবিতে পারিনে আর বিদরে পরাণ !
পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে গো যদি
মার শীর ছুরি তাহে, দেখ কত সয় !
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো বল না আর—
ছলনার অশ্রু এ যে মরমের নয় !

মিশ্রমল্লার—কাওয়ালি।

আজু কোয়েলা কুহু বোলে !
আয় তবে, সহচরি, ঝুণুঝুণু ঝুণুঝুণু,
বসন্ত-জয়ধ্বজা তুলে।
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা,
কম্পত মলয়-হিল্লোলে ;
সরসে ঢল ঢল প্রফুল্ল শতদল
খেলত লহরীকোলে ;
পরিমল-আকুল মত্ত মধুপ-কুল
বিহরত বিকশিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি ফুলগুলি তুলি তুলি
সাজা'ব সখীরে সবে মিলে !

বসন্তবাহার—কাওয়ালি।

একি এ সুখের তরঙ্গ বহিছে!
এ ভরা পুলকভার সহিতে পারিনে আর,
প্রেমসুধাধারে হৃদি টুটিছে।
এ নিখিল চরাচর মাঝে
আনন্দ রাগিণী নব বাজে,
সে আমার আমি তার—এ উচ্ছ্বাস গীতধার
দিকে দিকে উলসি ছুটিছে;
সুখের প্লাবনে হিয়া ডুবিছে।
চাঁদিমা ছড়ায় জ্যোতিহাস,
ফুলকুল ঢালিছে সুবাস,
পাখী মধুগান গায়, আবেশে উথলে বায়,
কি নব মাধুরী প্রাণে ভরিছে।
স্বরগ বসন্ত বুঝি ধরাতলে ফুটিছে!

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় র'য়েছে ছেয়ে!
ভয়ানক সুগভীর বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলি রেখা উজলে না এই হিয়ে।

হৃদয়ের দেবতারে পূজিনু জনম ধ'রে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রুজল দিয়ে ;—
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ সকলি তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে !

বেহাগ—কাওয়ালি।

সুখের বসন্তে আজ, সখি লো, কেন লো
মু'খানি, আহা, বিষাদে মলিন হেন ?
উৎপল আঁখিদুটি সজল কেন, লো, কেন ?
দেখ্‌লো কুঞ্জে প্রফুল্ল যূথিকা যাতি
মাখি চন্দ্রমাবিমলভাতি রে,
ঢালে অমিয়া পরিমলে রঙ্গে লো।
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, সই !
মাতাইয়ে দিক কুহু কুহু পিক্
কূজিছে, সজনি লো !
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, সজনি, মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,
প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি ;
মধু রজনীরে !

ললিত—আড়া।

এ হৃদয়-ফুল, সখি, শুকায়ে পোড়েছে, ওরে!
কেমনে কুসুম তুলি বল'লো প্রমোদভরে?
বিমল এ জোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুমকলি আর কি উঠিতে পারে!
নাহিক সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি পাপ্‌ড়িগুলি যাবে ঝোরে!

পিলু—কাওয়ালি।

আমোদে কি আছে, সখি, বাসনা এখন!
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন!
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরাণ জ্বলে,
তুই কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!
বসন্ত উৎসব হবে, তোরা, সখি, সুখী সবে,
মিলিবে লো ভালবাসা, সোহাগ, যতন!
আমার মরম তলে কি যে এ আগুন জ্বলে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে হতেছে দাহন,—
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!

দেশমল্লার—আড়া।

কেন গো ফেলিছ, সখি, তুখ অশ্রুধার,
ও চাঁদমুখানি কেন বিষাদে আঁধার?
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে কি যাতনা পরকাশে!
সজনি, থাম গো থাম দেখিতে পারিনে আর!
নূতন শোভায় সাজি আশার মুকুলরাজি
আবার তো বিকশিবে, শুকাবে না আর।
নবীন লতিকাচয়ে কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার।

বেলোয়ার—আড়া।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা!
জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও, সখি, মোর
পূরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা,—
এই এ মিনতি, সখি, ও কথা তুলো না!

সোহিনীবাহার—কাওয়ালি।

সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক!
কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক!

কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পরি সঘনে লতিকাকায় ;
সৌরভ চুরিয়া, প্রমোদে ঢলিয়া,
ক্যায়সে বহয়ত দখিণা বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু হাস হাস বিধু
ঢালত মধুময় জ্যোতিকরাশি,
জোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
উথলত নাচত হরষে ভাসি।
আওলো, সজনি, এ সুখ রজনী
নিকুঞ্জে আজু পোহায়ব দোঁহে ;
সব দুখ জ্বালা পরাণ, বালা,
বিসঁরব তোঁহার প্রেমক মোহে !

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

আমরি লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনা,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি !
ঢুলু ঢুলু আঁখিদুটি আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢল ঢল আধোফুট' কমলিনী।
নেহারি ও রূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।
অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী, কে রূপসী নাহি জানি !

বিভাস—যৎ।

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
উষার মোহন রাগে রাঙিল গগণ ;
তুমি, উঠ, উঠ, বালা, জাগ গো এখন !
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতি গায়,
ফুলকুলসৌরভে আকুল ভুবন।
শিশিরমুকুতা-পাঁতি চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন ;
তুমিও মেলো, গো বালা, কমল নয়ন !

আলাইয়া—আড়া।

কি গভীর বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে !
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা যতই গভীর হেথা,
কথাও তেমনি ক্ষুদ্র তার পরিমাণে।
বাসনাও নাহি আর খুলিতে লুকানো দ্বার,
মর্ম্মের নিভৃতে থাক মর্ম্মের কাহিনী,—
অশ্রুরুদ্ধ হোক প্রাণ,—প্রকাশ সে অপমান ;
আপন তরঙ্গবলে ফাটুক আপনি।

আলাইয়া—আড়া।

বিরাগভরে অমন করে এখন আর যেওনা স'রে!
ভয় নাই আসিনিতো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
এসেছি দেখিতে শুধু নিতান্ত না থাকতে পেরে।
নব অনুরাগ ভরে থাক' তুমি সুখ-ঘোরে,
অন্তিম-বিদায় নিয়ে এখনি যাইব ফিরে।
যেথায় আছ সেথায় থাক, আর কাছে যাব নাকো,
একটি পলক শুধু দেখে নেব প্রাণ ভ'রে।

সাহানা—আড়া।

সহসা হাসিল কেন আজি এ কানন!
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন!
ফুটিল মুদিত ফুল, কুহরিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান—
সেই সে শ্মশান আজি নূতন শোভায় সাজি
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরাণ!
যে সুখের চাঁদ, আহা, কতদিন থেকে
ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে,
আজিকে সেই সে শশী মেঘমুক্ত হাসি হাসি
ঢালিছে কি মধুময় জোছনা কিরণ!
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিক আজ, হাসিল জীবন!

ভূপালি—কাওয়ালি।

হের গো উদয় ঐ মকর-কেতন!
প্রণয়ের পরিমলে মোহিয়া ভুবন!
আবেশে অলস তনু, উরসে কুসুমধনু,
সঙ্গে রতি, সুখ-গীতে উথলে নয়ন।
ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,
ধরণী হইল কিবা পুলক-মগন!

মাঝ—দাদ্‌ড়া।

আয়লো, আয়লো, আয়লো, আয়লো,
মিলে সবে, সজনি!
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি!

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।

কেন, সখি, আসিতে না চায়!
যদি বা আসে সে হেথা,
কেন, সখি, থাকিতে না চায়?
যাই যাই করি করি—
কেন বুকে বিঁধে ছুরি নিঠুর কথায়!

সখি, কেমন করিয়া প্রাণ ধরি,
তার যদি এতই অসাধ—
থাকিতেই বলি বা কি করি ;
মুখ, সখি, ফুটেনা যে তায় !
মনের তরঙ্গ যত মনেতে মিশায় ।
সখি, হাসিয়া যাইতে তারে বঁলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয় মনে, সে যাতনা জানিতে বা পায়,
পাছে আঁখি উথলায় !
সখি, বড় অভিমান ক'রে যাইতে যে বলি তারে,
বোঝেনা সে পলাইয়ে যায়,
সে যে কেবলি কাঁদায় !

শ্রাবণ বেলাওল—আড়া ।

সখি সে কেমনে চলে যায় !
আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়,
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় !
সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে,
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায় !

আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায় ;
তবু সাধ যায়, সখি, একবার দেখি
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায় !
দেখিতে পাইনে ব'লে হৃদয়ে বেদনা জ্বলে,
সখি, এ হেঁয়ালি বল কে বোঝায় !

মিশ্রঝিঁঝিট—একতালা।

ছি ছি কেমন জামাই ! লাজে মরে যাই ;—
ঢুলু ঢুলু আঁখ, মুখে নাহি বাক,
শিরে জটাজুট, অঙ্গে মাখা ছাই !
আমাদের উমা সোণার প্রতিমা,
মরি ! ম্লান পঙ্কে যেন মণির মহিমা !
ধিক তোরে রাণি ! হইয়ে জননী
হলি এমন পাষাণী কেমনে, শুধাই।
কবি বলে, ধনি, বলিছ না ভালো,
কাল না থাকিলে শোভিত কি আলো !
নীরদে দামিনী, কমলে মধুপ,
রূপের জগতে কুহক অরূপ ;—
তাই ত দেখিতে পাই !

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—যৎ।

আয়লো, বালা, গাঁথব মালা
চামেলির ফুলে;
উড়িয়ে অলি বেলের কলি
পরব লো চুলে।
ঐ ফুটেছে গোলাপ-রাণী
চলো গিয়ে আনি তুলে;
রচি রূপের হাসি, প্রেমের ফাঁশি,
দেখি কেমনে খোলে!

বারোঁয়া-ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

সাগরছেঁচা মাণিক আমার! ঘর করেছ আলো!
তুমি নইলে, রতনমণি, তিনটি ভুবন কালো!
হৃদয়মাঝে ঐ মূরতি সদাই আছে জাগি,
সদাই উথলে উঠছে হিয়া, প্রিয়া, তোরি লাগি।
আমি খুঁজে নাহি পাই—
হৃদয়ের কোনখানেতে রেখে তোরে—হৃদয় জুড়াই!
কি দিয়ে মোর মানস পূজার আকাঙ্ক্ষা মিটাই?
এ সংসারে তোমার যোগ্য কোন বস্তু ভালো!

দেশ—কাওয়ালী।

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুটলো বুঝি আকাশে ঐ!
জ্যোৎস্না হাসি ঢালছে রাশি, প্রাণে ফাঁশি দিলে যে সই!
সবাই হাসছে ও রূপ দেখে,
সবাই পাগল ও রূপ মেখে,
হাসব বলে এসে শেষে—আমিই কেঁদে সারা হই!

কীর্ত্তনী স্থর।

সই লো মকর গঙ্গাজল!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, কোথায় আছিস বল!
সর্ষেফুল হেরছি চোখে তর্সে রেখে ছল।
তুমি, ধনি, চাঁদবদনী জীবন মরণ কাটি,
ক্ষেণেক তোমার অদর্শনে মরি লো দম ফাটি।
তুমি আমার তালুক মুলুক, তুমি টাকার তোড়া,
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।
ওলো আমার সাধের ধোঁকা কহি চুপে চুপে,
সদাই ভয় জাগে মনে তোমায় কে নেয় কখন লুপে।
তুমি আমার পায়সান্ন, মিষ্টি, মেঠাই, ছানা;
শীতের তুমি দোলাইথানি, গরমির চিনিপানা।
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপত্রের ছাতি,
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা, ওলো সকল ভাতির ভাতি!

তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি,
তুমি আমার ভজন পূজন, সাত পুরুষের মুক্তি !
তুমি আমার যাগযজ্ঞি সকল পুণ্যির ফল,
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি, ওলো, দাও চরণে স্থল !
স্বর্গসুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে, প্রিয়ে,
পাপতাপের দমন তুমি মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে !
হেসে হেসে কাছে এসে, ওলো, সকল দুঃখ ঘুচো,
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো !

উত্তর।

কীর্ত্তনী সুর।

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল !
খুসীর খুসী মহাখুসী সপত্নী-কোন্দল !
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষট্টি,
ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি, মাছ বানাতে বঁটি।
বেড়ির মুখে হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা,
মসলাপেষার শীলনোড়া, কলাই পেষার জাঁতা।
হাতিশালের হাতি তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া,
তিন ভুবনে কোথায় মেলে তোমার একটি জোড়া !
গোশালেতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু,
আর মন মজাতে তুমি, প্রভু, বংশীধারীর বেণু !
ভাঁড়ারঘরের ভরাভর্ত্তি, শয়ন ঘরের বাতি,
ভাগ্যিবলে কভু মেলে পদগম্বুজের লাথি !

বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হনু,
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে মনু!
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
ঈরিষা তিরিষা বারণ, আর বারণ প্রেমানল!
কাঁচা চুলে দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই,
সাঁতলাভাজায় তুমি আমার মুড়ি মুড়কি থই!
ব্যান্নুনেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে,
মোচারঘণ্টে বড়ি তুমি, কাঁচা আম শোলে!
ভাপা দই তুমি সাফা, দুধের ক্ষীর চাঁচি,
তোমা নইলে কেমন ক'রে বল প্রাণে বাঁচি।
টোপাকুলে সলপ তুমি, অরুচির রুচি!
তোমায় পেলে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি।
তুমি আমার—
পান্তাভাতে বেগুণপোড়া, ফ্যানসাভাতে ঘি,
কেমন করে বলব, বঁধু, তুমি আমার কি!
তুমি আমার জরি জরাও, তুমি পাকা কোটা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা!
শীতের তুমি ওড়ন পাড়ন, গ্রীষ্মে জলের জালা,
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালে নালা!
এক মুখেতে করব তোমার গুণগান কত,
অভিমানে সোহাগ তুমি, বেশ বিন্যাস যত!
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা চুন,
তোমায়, এক দণ্ড নাহি পেলে একেবারে খুন!

যৌবন-জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ,
যতন কল্লেই রতন মেলে (আমা বই)
তোমায় পায় না কেউ !

তুমি আমার—
সোণার রংয়ে জোড়া ভুরু, কাল জুলপি চুল;
থাসা নাকে ঢাসা নথ তাহে নলকফুল !
বাউটি তাবিজ রতনচক্র তুমি সুগোল হাতে,
সিঁতি ঝুমকো কণ্ঠহার ধুকধুকিটি তাতে !
মলের তুমি ঝুনুঝুনু, চন্দ্রহারের থামি,
আমারূপী বোচকাবাঙি, তোমায় নমি, স্বামি !

কীর্ত্তনী সুর।

আমি কি করি বল, সহচরি ?
আমার প্রাণে উঠছে গানের তুফান, আমি গাহিতে নারি !
আমার মনের বাসনা—যে রূপের নাইক তুলনা,
যেরূপে পাগল হৃদি মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন—
মনের সাধে দিনে রাতে সে রূপের স্তুতি গান করি !
গাহিব কি, বিন্দে সখি, পোড়া বাঁশরী অরি !
আমি চাই, বাঁশির তানে তাহার প্রাণে করুণা জাগাই,
রাই গো! শরণ দাও বলে, সে চরণের তলে পরাণ বিকাই !
বাঁশি আমারে ছলে, বাজাতে গেলে, আর কিছু না বলে,
শুধু রাধা-নামে-সাধা সুরে ডাকে কিশোরী !
আমি উপায় কি করি !

সোহিনীবাহার—আড়া।

স্বচারু চাঁদিমা মাখি উদয়তি ঋতুপতি!
নেহারিয়ে চমকে নয়ান!
মন্দ মলয়ব্বায় কম্পে অবলাকায়,
অন্তরে ডারল বাণ!
মুকুলিত রসালে, পল্লবিত তমালে,
কোকিল কুহুকুহু কূজতি রঙ্গে ;
কাঁহা আজু বিহরতি? আওরে প্রাণের বঁধু!
খেলিব হোলি তুয়া সঙ্গে!

মিশ্রবিভাস—কাওয়ালি।

যাও যাও যাও হে, কাছে এস না!
নিতান্ত আসিবে যদি কাছে বসো না!
ভোর ত হয়েছে নিশা, এখন কেন গো আসা?
যার তরে ভালবাসা, যাও যাও সেথা হে,—
হেথা এস না!
কেন ঘোমটা খোলা, কথা কহিতে বলা,
সখা হে, মিছে এ সাধা!
আমি কে তব? শুধু স্নুখের বাধা!

যেথায় মন এসেছ রেখে, যাও হে সেথা সথে!
অমন শূন্যমনে মনভোলান হাসি হেসো না!
এত জ্বালাতে মরি দহে সেও প্রাণে সহে,
বঁধু হে! পায়ে ধরি অমন হাসিতে নেশো না!

বেহাগ—আড়খেমটা।

সখিরে, ক্যায়সে বাজাওয়ে কান!
ও নহিরে গীততান, মুঝ অনুমান।
বাঁশরীক হিয়া ভরি নিঠুর কানাইয়া, মরি,
অনুক্ষণ সুতিখণ হানয়িছে বাণ!
টুটয়িল সরম, আকুলিল মরম,
চূর চূর অন্তর প্রাণ!
ও ক্যায়সে নিরদয় কান!

ভৈরবী—একতালা।

কোথায় গেলে কালরূপ! কেঁদে সারা নন্দভূপ!
যশোদার কোল অন্ধকার!
দাঁড়ায়ে যমুনাজলে গোপনারী ভাসে জলে
বাজে না যে কদমতলে
রাধা রাধা বাঁশরীটি আর!

তোমা বিনে, প্রাণের বাঁকা, সাধের গোকুল শূন্য ফাঁকা!
তোমার শ্রীদাম সুদাম সবাই একা!
মন বাঁধে না কার!
ওহে ব্রজবাসীর হৃদয়শশি! ব্রজপুরে ত্বরায় পশি—
ঘুচাও হে তার মনের মসী
কালো রূপের আলোতে আবার!

বারোঁয়াখাম্বাজ—কাওয়ালি।

মধু বসন্ত সখিরে!
যৌবন আকুল, ফুল্ল কুসুমকুল,
উলসিত ঢল ঢল শশিকর মাখিরে!
সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কল কল,
কুহরত কুহু কুহু নিকুঞ্জে পাখীরে!
সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী,
কম্পিত হিয়া পর ঝর ঝর আঁখিরে!
কাঁহা বৃন্দাবন হরি, কাঁহে মধু বাঁশরী,
বাজিল না আজু, মরি, রাধা রাধা ডাকিরে!

মেঘমল্লার—একতালা।

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত!
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নবযৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত!
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

দিনের আলো নিভে'এল, তবু প্রাণের আলো
চোখে জাগে!
নাইক হেথায় দিবা রাতি সদাই জ্বলছে
ভাতি অনুরাগে!

মেঘের কোলে জ্বল জ্বল তারাছটি
উঠলো ফুটে ;
ফুলের গন্ধ লুটে নিয়ে মলয় বাতাস
বেড়ায় ছুটে।
ওগো—প্রেমের বাতাস্ আরো উদাস,
বাঁদন ছাঁদন নাহি মানে,
উধাও কেবল ভাসিয়ে নেযায়,
তাহার কূল সে অকূল পানে!

মিশ্রমুলতান—আড়া।

হায় রে, হোল না ত মালা গাঁথা!
সারা বেলা ফুল তুলে
গাঁথব বলে এনু কূলে,
কে জানে গো কেমন ভুলে,
ভাবতে ভাবতে কাহার কথা!
আঁচলখসে ফুলরাশি
স্রোতের জলে গেছে ভাসি;
মুছে আঁখি চমকে দেখি,
কোলে পড়ে খালি সুতা!
ঐ যে বেজেছে বাঁশি,
তরীখানি আসিছে ভাসি!
এখনি সে হাসি হাসি
চাহিবে মালা, কি করিব ছুতা?

তার প্রিয়ার গলে দেবে বলে
চেয়েছিল মালাগাছি—
আপনি যাচি।
বলেছিল আর, হবে সুখের বাঁধন তার,
পরিলে বালা—
আমার হাতের এ মালা।
হায়! কে আমি তাহার!
ও গো পুরাতে নারিনু তার সাধ,
সাধিলরে বাদ পোড়া নয়নের ধার,—
জানে না সে তা!
সে যে মালা চেয়ে নাহি পাবে,
নিরাশ প্রাণে ফিরে যাবে;
চিরদিন মোর প্রাণে জাগিবে ব্যথা!
হায় রে পুরাতে নারিনু তার সাধ,
এ জীবনই বৃথা!

মিশ্রকানাড়া—কাওয়ালি।

ওহে পরাণ প্রিয়!
তারে দিও গো দিও—
তব মধুর দৃষ্টি, মোহন হাসি,
বচন অমিয়!

তব সোহাগ যতন রাশ,
তব প্রণয়-পরশ মদির সরস,
পুলক-পাশ,—
যাহা কিছু আছে ভাল তব,
পুরাতনে যাহা নহে পুরাতন,
চির নব—
দিয়াছ যা মোরে নাই বা দিয়াছ—
সঁপিও সব।
শুধু দিওনা, সখা,
কঠোর বচন, ব্যথা অযতন—
গরল মাখা।
তাহা আমারি বলে শুধু
মনে রাখিও !

মিশ্রভৈঁরো—কাওয়ালি।

নিভে গগন সীমান্তে হায় রে ঐ তারাশশী !
তবু যদি বা আসে সে তাই এখনো আছি বসি।
ফুটিল ফুল বনে, উঠিল উষা হাসি,
হাতের কুসুমমালা হইল ম্লান বাসী !
বুঝি আনপথে সারা নিশি ঘুরেছে,
এমনি কাতর প্রাণে বুঝি ফিরেছে !
ঐ ঢালে রবি ছটা, রাখাল সংগীত গায় ;
অভাগিনী বিরহিনী কেন তবু কেঁদে চায় !

আসাবরি—আড়া।

মনের উচ্ছ্বাসে, হরষ উল্লাসে,
ভাসি কে ও যায় স্রোতের টানে!
সহাস আননে, প্রমোদ তুফানে,
ঢালি দিয়ে সুখে হৃদয় প্রাণে!
যাও, সখা, যাও, বাসনা মেটাও,
আমি কেন ফিরে ডাকিব কূলে?
সাধাসিধে মিছে, চেয়োনাক পিছে,
আপনে থাক গো আপনা ভুলে!
দেখিতে দেখিতে, ভাসিতে ভাসিতে,
কতদূর, সখা, গিয়াছ চলে!
ডাকিলে এবার কে শুনিবে আর,
কে চিনিবে মোরে আমিই বলে!
যাও, সখা, তবে যাতে সুখী হবে,
ভাসিয়ে হরষ-স্রোতের টানে!
আমি কেন আর ডাকি বারবার,
ব্যথিব তোমার হৃদয় প্রাণে!

পরজ—আড়া।

হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি!
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি।
বিষাদ-তিমিরে, সই, একটি আলোক ঐ,
আঁধার সংসারে উহা ধ্রুবতারা মম!
সঙ্কট কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে
শোভে হৃদে সুখময় কুসুমের সম।
অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ডরায় না এই হিয়ে,
যা লাগি লভেছি তোমা অমূল্য রতন।
তোমার কোমল বুকে বাজিল অভাগা দুখে,
তাই ত, সদয়া বালা! দিলে নিজ মন!
বার বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ যত,
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি;
ততই দ্বিগুণ, প্রিয়া, উজলিল দুই হিয়া,
ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি!
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি,
সখি লো! অধরে তোর মধুময় হাসি—
ততদিন, প্রিয়ে, শোন, আমার হৃদয় মন
সুখ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি!

গৌড়মল্লার—একতালা।

তারকা হারাতে পারে ভাতি,
দিবসের অবসানে নাহি পারে আসিতেও রাতি ;
কিন্তু, সখি, এ হৃদয় মাঝে, তোমাতরে যে প্রেম বিরাজে—
রবে তাহা চির জ্যোতির্ম্ময়,
পরিপূর্ণ অমর অক্ষয় ;
জন্ম জন্মান্তরে তাহা জীবনের সাথী !

সিন্দুড়া—আড়া।

যাতনা-সমুদ্র মাঝে ডুবায়ে হৃদয় প্রাণে,
অভাগিনী অনাথিনী চলেছি স্রোতের টানে !
প্রত্যেক তরঙ্গ-ঘায় হৃদয় বিচূর্ণপ্রায়,
এখনো অসাড় তবু হোলনা বেদনে !
দলিত আহত হিয়ে, তবু এ হৃদয় দিয়ে
মমতা-শোণিত তপ্ত বহিছে গোপনে !
এ হেন যন্ত্রণাভারে রুধিতে তা নাহি পারে,
বৈরাগ্য বিরাগভরা ধরা দিতে এই খানে !

পিলুবারোঁয়া—কাওয়ালি।

এ হৃদয় বুঝিল না কেহ!
অনাদরে উপেক্ষায় সেই ফিরাইল, হায়,
যাহারে সঁপিতে গেনু এত প্রেম এত স্নেহ!
এ মর্ম্ম পাষাণ ভার বহিতে পারিনে আর,
কোথায়, মরণ, তুমি চরণে শরণ দেহ।
মৃত্যু না জীবন তুমি, শূন্য না আশ্রয়ভূমি?
তাপিততারণ ওহে! নিরাশ্রয়ে দাও গেহ।
তুমিও না দিলে ঠাঁই, তোমারো সাড়া না পাই,
না পেনু দুখিনী বলে তোমারো করুণা লেহ!

বেহাগ—আড়া।

চোখের আড়াল হলে সবে ভুলে যায়!
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায়!
শুধু পথপানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষামাঝে বিশ্বাস জাগায়!
ব্যথাভরা ভালবাসা, বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায়!

গৌঁড়—ঠুংরি।

এমনে কেমনে রব না দেখি তাহায় রে !
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে !
শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া,
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে !

মুলতান—আড়াঠেকা।

এ হেন পাষাণ যদি কেন ভাল বেসেছিলে !
আশা দিয়ে ভুলাইয়ে কেন বা ভুলে রহিলে !
তোমারি বিরহ সহি দিবস রজনী দহি,
যাতনা দিতে কি শুধু প্রেমাগুণ জ্বালাইলে !
প্রেমের শপথ সেই মনে পড়ে বারবার,
আবেশে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ধার ;
প্রাণের আহ্বানগীতি, আদর নূতন নিতি,—
কেমনে দুদিনে, সখা, সকলি সে ফুরাইলে !

মিশ্র—একতালা।

এমনি ক'রে—
তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে !
সেথা—জোছনা রজনী ম্লান কি, সজনি,
এমনি তাহারো নয়নলোরে !

ঐ দুটি তারা আপনাতে হারা,
শুনিছে তারো কি বিরহগান ?
মালাগাছি গলে তেমনি কি দোলে,
শুকান তবু কি তেমনি মান ?
বুকে ধরে চেপে উঠে সে কি কেঁপে,
শিহরে কভু বা অধরে রাখি ?
ওগো এমনি পিয়াসা, এত ভালবাসা,
এমনি স্মৃতিতে বিহ্বল সে কি ?
প্রাণ কেঁদে কয়, নয় তাতো নয় !
সবি বিঁসরণ সে মায়াপুরে !
সেথা পুরাতন বলে কিছু নাহি ছলে,
শুধু বাজে বাঁশী নিতি নূতন সুরে !

বেহাগড়া—আড়া।

এ হৃদি নিভাতে চাহে ও মরম ব্যথা !
এ প্রীতি মুছাতে চাহে ও নয়নপাতা !
প্রাণ চায় প্রাণ দিতে, ও আননে ফুটাইতে
সরস হরষ হাসি, নব প্রফুল্লতা !
জ্বলন্ত এ অশ্রুধার, কিছুই নহে গো আর,
বাহিরে প্রকাশ শুধু সেই আকুলতা !

ভৈরবী—আড়া।

জনমের মত, সখা, বিদায় দেহ গো মোরে!
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে কি ফিরে?
ও মোহন মুখশশী, ঐ মধুময় হাসি,
জন্মশোধ শেষবার দেখেনি হৃদয় ভোরে!
অঙ্কিত যে ও মূরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কি রে!
নয়নে দেখি না দেখি তবুও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীর অশ্রুনীরে!
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে!

আলাইয়া—আড়া।

শুকাইতে রেখে একা ফেলিয়ে চলিলে, সখা!
যাও যাও দূর দেশে, সুখে থেকো এই চাই!
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষভরে
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই!
যে সুখ আমোদ আশে মুখানি হরষে ভাসে,
পূর্ণ হোক, সখা, তব আশ-অভিলাষ সেই!
জন্ম জন্ম সুখে ভাসি হাসিও অনন্ত হাসি,
এ ছাড়া আর অন্য সাধ অন্য কিছু ভিক্ষা নেই!

ভৈরবী—আড়া।

কেমনে বিদায় দেব অভাগীসর্ব্বস্বধনে!
ভাবিতে এ কথা যে গো এখনি শিহরি প্রাণে!
যে মুখটি নিরখিয়ে—অনন্ত যাতনা সয়ে,
তবুও অতুল সুখে ভাসি মনে মনে;
কেমনে ছাড়িয়ে রব সে প্রাণের প্রাণে!
না না, নাথ, যাও তুমি দূর দেশান্তরে,
যেখানে পাবে না ব্যথা দুখিনীর তরে।
যা আছে অদৃষ্টে হবে, তুমি ত' গো সুখে রবে
সুখী আমি মনে মনে রব তাহাতেই!
শুধু গো তোমার কাছে একটি প্রার্থনা আছে,
বিদায়ের কালে শুধু ভিক্ষা মাগি এই—
যে দিন শুনিবে কাণে তোমারি তোমারি ধ্যানে
জীবন ত্যজেছে এই অভাগিনী বালা,
এড়ায়ে গিয়াছে চলি সুখ দুঃখ জ্বালা;
একবিন্দু অশ্রুধার তখন গো উপহার
দিও তব অভাগিনী মৃতের স্মরণে!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সেই ত' কুসুম ফোটে, সেই ত' মধুপ ছোটে,
সেই ফুল চুমি চুমি মৃদু বহে বায়;
ধরি কল কলতানে খুলিয়া তরল প্রাণে
তটিনী সেই ত ঐ ধীরে বহে যায়;
সেই রবি যায় আসে, চাঁদিয়া হরষে ভাসে
সন্ধ্যার সুনীল নভে তারাদল লয়ে;
অমৃতে ভাসায়ে দিক কুহরে পাপিয়া পিক,
আনন্দ পুলক মাঝে বিশ্ব যায় বয়ে।
তবুও হৃদয়ে, সই, সে দিনের মত কই
প্রতিধ্বনি জাগে না ত' প্রকৃতিশোভায়!
কই সে উল্লাস কোথা, আরো বাড়ে মনোব্যথা,
সে সুখের দিন, সখি, ফেরেনা ত' তায়!

ঝিলফ—আড়া।

চোখের আড়াল হলে সবে ভুলে যায়—
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায়!
শুধু পথ পানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষা মাঝে বিশ্বাস জাগায়।
ব্যথাভরা ভালবাসা; বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায়!

ছায়ানট—আড়া।

কে তুমি, স্বপনময়ী কল্পনাকুমারি!
ধরিব ধরিব করি ছুঁইতে না পারি!
ও ছবি হৃদয় মাঝে আলো করি সদা রাজে,
দেখিতে না পাই কেন নয়ন প্রসারি?
অন্তরে আলোক ভায়, নয়নে প্রকাশে তায়
একটি আঁধার ঘোর ছায়া মাত্র তারি!

মারু—আড়া।

প্রেমের অমৃত-বিষে হৃদয় ত রয়েছে ভরিয়ে!
তবে কেন পিয়াস মেটে না!
সই, মেটে কি করিয়ে!
কি মদিরা মাখান সে মুখে! সারাদিন রাখি চোখে চোখে,
সারাদিন পিয়া হিয়াভরি তবু কেন পিয়াস মেটে না!
তবু কেন অতৃপ্ত এ জ্বলন্ত বাসনা?
সুধাপানে মত্ত হিয়া সুখোচ্ছ্বাসে উঠে উথলিয়া,
কাঁদিয়া আবার চাই বিষে,—
বড় সাধ সে হৃদয় এ হৃদয়ে মিশে!
বড় সাধ হিয়ায় হিয়ায় একেবারে মিলাইয়া যায়,
বল, সখি, হয় কি করিয়ে!

টোরী—আড়া।

স্থখের স্বপনে ছিনু কে ভাঙ্গালে ঘুমঘোর!
সে মধু মুরতি আহা কোথা মিশাইল তোর!
কোথায় পালালি, বালা, ফুরাল স্থখের খেলা,
ভাঙ্গিল সাধের স্বপ্ন, ভাঙ্গিল হৃদয় মোর!
ফিরে পুন স্বপ্নঘোরে, মোহের ছলনে,
ও রূপ দেখিতে পেলে কি চাহি, ললনে!
তাত হইবে না আর! যে স্বপন একবার
ফুরায়েছে, তারে হৃদে পাব আর কেমনে!
আবার পাব কি ফিরে কল্পনার সে সখিরে!
মধুর ভাবের খেলা ফুরালো নিমেষে!
স্মৃতি স্থখবিন্দু আর নিরাশার অশ্রুধার,
রহিল সম্বলমাত্র স্বপনের শেষে!

ভৈরবী—আড়া।

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন!
এখনো হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন!
উপেক্ষা ভ্রুকুটিরাশি হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো!
চোখের দেখা দেখতে গেলে তাও দেখা নাহি মেলে,
বিরক্তি তাচ্ছল্যভরে সে করে যে পলায়ন!

তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তেও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক নাহি সাধ অন্য কোন।

ভূপালি—কাওয়ালি।

আর না আর না, সখি, ও কথা বলোনা আর!
অভাগিনী এ দুখিনী ফিরিবে না কূলে সে—
ভেসেছে আঁধার সাগরে নিরাশা করিয়ে সার।
হাসে না এ হৃদি সুখে, কাঁদেনাক কোন দুঃখে,
যালো, সখি, ফিরে যা, মিছে ডাকা বার বার!

জয়জয়ন্তি—কাওয়ালি।

নিঠুর নয়নে কেন চাহ বার বার,—
কেন গো এখনো, সখা, সেই তীব্র তিরস্কার!
এত যে নয়নজল, ভিজায়ে চরণতল,
ঢালিনু—হোলনা তবু করুণা সঞ্চার?
তব প্রেম-ভিখারিণী নহে ত' গো এ দুখিনী,
অভাগী ভিখারী শুধু একটু দয়ার!

ভাল যদি নাই বাস তবুও একটু হাস,
আদর করিয়া কথা কহ একবার!
অধিক করি না আশা, চাহিনা ত' ভালবাসা,
একটু দয়ার ভিক্ষা—তাও অহঙ্কার?

সরফর্দ্দা—আড়া।

জ্বলিল কেন এ হৃদে দুরন্ত অনল!
কেন এ নয়নে আজি উথলিত অশ্রুজল!
ভেবেছিনু অশ্রুধার কভু না বহিবে আর,
হৃদয় হয়েছে ভস্ম, শুষ্ক এ মরমতল!
কঠিন বজ্রের সম বেধেঁছিনু হৃদি মম,
সহস্র আঘাতে তাহা ছিল ত অটল!
জানিনে তবে রে কেন পাষাণ সে হৃদি হেন—
কোমল পরশে এত হইল বিহ্বল!

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালি।

মরমের সাধ, সখি, মরমে লুকায়ে রাখি,
দূরে থেকে শুনে থাকি সে কেমন আছে লো!
বিজনে বেদনা সই, ভয়ে ভয়ে কথা কই,
আমার কথার আঁচ লাগে তারে পাছে লো!

বাহিরে চাপিয়ে ব্যথা, ঢাকিয়ে হৃদয়কথা,
দূরে থাকি যেন আমি কেহ কারো নই লো!
লুকাইয়া একা একা কখনো পাইলে দেখা—
দেখেও দেখিনা যেন পরভাবে রই লো!

কেদারা—যৎ।

চলিনু জন্মের মত আসিব না আর,
এ শুষ্ক মলিন মুখে জ্বালাইতে বার বার।
নব অনুরাগ ভরে থাক হে সুখের ঘোরে,
আমি সাথে নিয়ে যাই তোমার হৃদয়ভার!
চলিনু আঁধারময় নিস্তব্ধ বিজনে,
খুলিব হৃদয়জ্বালা তরুলতা সনে;
নিষ্ঠুর নরের পারা নহে ত পাষাণ তারা,
ব্যথিতের তরে বাজে তাহাদেরো মনে।
তবে আমি যাই যাই, সুখে থাক ভয় নাই,
মনে করো, যদি কভু পড়ে মনে ভুলে,—
অকালে এ প্রাণকলি নিঠুর চরণে দলি
জনমের সুখশান্তি নেশেছ সমূলে!

সিন্ধুকাফি—আড়া।

কেহ শুনিল না, হায়, এ পূর্ণ প্রাণের কথা!
চিররুদ্ধ রয়ে গেল তরঙ্গিত আকুলতা!
সজন সমাজ হেন বিজন শ্মশান যেন!
চন্দ্র সূর্য্য তারা আছে নাহি তাহে উজ্জ্বলতা।
একি রে ভীষণ ঠাঁই! সব আছে কেহ নাই—
সম্মুখে অপার সিন্ধু নেভে না তৃষ্ণার ব্যথা!

মল্লার—ঝাপতাল।

এত বুঝাইনু কেন বোঝে না এ মন?
কি লাগি যাতনা প্রাণে সে সুখী যখন!
এ দুঃখের অশ্রুধার তার প্রতি তিরস্কার,
জাগায় সে হাসি মুখে বিষাদ বেদন!
এই কি নিঃস্বার্থ প্রেম? এই কি গো ভালবাসা?
এখনো গোপনে যদি আপন সুখে লালসা!
পুড়ে ইহা হোক থাক্‌, প্রাণ ইথে যাবে যাক,
যার প্রাণ সে নিলে না মোর কিবা প্রয়োজন!

সাহানা—যৎ।

প্রাণ সঁপিলাম তোমায় হয়ে প্রেমভিখারী,
রাখ রাখ মার মার যা বাসনা তোমারি!
যদি দেহ আপনারে, পূজি জীবনোপচারে,
স্থাপিয়ে হৃদিমন্দিরে চিরদিন সেবাধারী!
যদি করে দাও দূর, মনোপ্রাণ চূরচূর,
মরিব তোমারি দ্বারে তোমারি নাম উচ্চারি!
প্রসন্ন বা হও বাম পূর্ণ হবে মনস্কাম,
তোমাতে নিষ্কাম মুক্তি, তোমাতে কামনাচারী!

বেহাগ—যৎ।

সারাদিন পড়ে মনে,
লাজভরা প্রেমরাগে চেয়েছিল সে কেমনে!
রবির কিরণ আগে, সে আলো-কিরণ জাগে,
সন্ধ্যা না আসিতে সন্ধ্যা সে দিঠির স্মৃতিঘনে।
হাসি কাঁদি সারাদিন সে নয়নে চিরলীন,
স্বপ্নখানি যেন তার, মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে!

মিশ্রপিলু—যৎ।

লুকাইবি যদি পুনঃ কেন দেখা দিলি, বালা!
কেন এ শীতল স্পর্শ শুধু বাড়াইতে জ্বালা!
স্বর্গের অমৃত তানে মোহিলি কেন এ প্রাণে,
নিমেষের তরে শুধু যদি এ স্বপন লীলা!
আঁধারে ছিলাম ভাল, কেন এ ক্ষণিক আলো,
প্রাণে শুধু ধাঁধাঁ হানে এরূপ চপলা খেলা!
কাণে সেই গীতরেশ, প্রাণে সেই মধু বেশ;
গলে সেই ফুলহার, তবু সে শুকান মালা!

আসোয়ারি—কাওয়ালি।

আহা কেন ঐ মুখখানি আজি বিষাদ বরণে রয়েছে ম্লান?
কি দুখ বেজেছে কোমল পরাণে শুধায়, সখি, এ আকুল প্রাণ!
বিষণ্ণ হেরিলে ভেঙ্গে যায় বুক, হৃদয়ের শিরা ছিঁড়িয়ে যায়!
কি যে মর্ম্মভেদী সে দারুণ জ্বালা মরমি শুধু তা জানে যে হায়!
শতচাঁদমাজা ঐ মুখখানি কেন আজি আহা বিষাদময়!
চির হাসিমাখা নয়নযুগলে কেন আজি অশ্রু সলিল বয়,
প্রফুল্ল হেরিতে ও মুখকমল মুছিতে বিন্দু সলিল বারি!
কি করিতে বল করিব এখনি, কিনা তার তরে সহিতে পারি।
জীবন পরাণ যা আছে আমার হাসিয়া সঁপিব চরণে আনি,
যদি একবার নিমেষেরো তরে উজলে তাহাতে ও মুখখানি!

মিশ্রমল্লার—আড়া।

উদয় মধুর মধু, কোথায় প্রাণের বঁধু
অভিমানী যামিনী-কামিনী।
তাই ঘন গরজন, রিম্‌ঝিম্‌ বরষণ,
চমকিত চকিত দামিনী।
সারাক্ষণ যার লাগি আশায় রয়েছি জাগি,
আসেনি সে, তাই উন্মাদিনী!
নয়নেতে অশ্রুজল তাই ঝরে অবিরল,
ঘন বহে আকুল নিশ্বাস।
পরাণে লেগেছে দুখ, দেখিবে না চাঁদমুখ,
তনু ঢাকা জলদের বাস।
তরুণী রজনী বালা, হৃদয়ে বিরহ জ্বালা,
খুলিয়াছে হাসি খুসি সাজ—
মধুর বসন্তে তাই চাঁদিনী সুষমা নাই,
বরষা বাদল ঘন আজ!

দেশমল্লার—একতালা।

এমন বারি ঝরে, এমন থরে থরে
আকাশ ঘন ঘোরে ছেয়েছে!
এমন বরষায় সে মোর আজি, হায়,
কোথায় কোন দূরে রয়েছে!

নিঝর সচকিত, মিলন জাগরিত,
চমকি উথলিত পুলকে !
চাতক তৃষা ভরি অমিয়া পান করি
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি দ্যুলোকে !
বনানী নুয়ে নুয়ে এ ওরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গাহিছে প্রাণ খুলে প্রেমগান ;
ফুলের রূপরাশি উঠিছে হাসি হাসি
শুভ্র হিমনীরে করি স্নান।
এ হেন বরষায় কাহার ভরষায়
দিবস যাপি ?
কাহার প্রেমাগুণে সযতনে
হৃদয় তাপি ?
কাহার আঁখিতারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর ?
কাহার সুধাচুমে এক ঘুমে
জীবন করি ভোর ?
কাহার প্রাণে গিয়া লুকাইয়া
জুড়াই ব্যথা ?
এমন ঘনঘটা, বারিছটা,
হায়, সবি বৃথা !

শ্রাবণমল্লার—কাওয়ালি।

সখি, নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী আভাষ!
পবন বহে মাতি, তুহিন কণা ভাতি,
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস।
উছলে সরোবর, পত্র মরমর,
কম্পে থরথর পান্থ নিরাশ;
যুবতী যুবাজনা পরম প্রীতমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধে ভুজপাশ।
বিরহে যাপি যামী ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন উল্লাস;
সহসা বজ্রপাত, কড়াক্কর নাদ,
কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস;
নয়ন মেলি চাই, কোথাও কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস।
আমার বঁধুয়া প্রবাস!

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

ওগো, একবার চেয়ে শুধু নয়নকোণে—
কি সুধা ঢালিয়া গেল হৃদয় মনে!
সে মদির মোহে আমি, মগন দিবসযামী,
চির প্রেমে—মধু স্বপনে!
কি কুহক জানে, সখি, মনমোহনে!

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—কাওয়ালি।

সখি, মোর বিরহ ভাল!
মিলনেতে পূরে সাধ, আছে তাহে অবসাদ;
কে জানে উচ্ছ্বাস স্রোত বহে কি মিলালো!
সখি, মোর বিরহ ভাল!
তীব্র সুখময় স্মৃতি, তৃষাভরা ব্যথা অতি,
চির সচেতন প্রীতি—চির দীপ্ত আলো
সখি, মোর বিরহ ভালো!

মিশ্রকানাড়া—একতালা।

ঐ বুঝি দেবী সে আমার!
হৃদয় যাহারে চায়?
যাহার আসন ধরে হৃদিপরে,
অণুক্ষণ এ জীবন,
আহ্বান-সঙ্গীত গায়?
বুঝি ফুলের গন্ধ, তারার হাসি—
যাদের আমি ভালবাসি—
তারা গো প্রেমে আমার সদয় হয়ে
চেতনরূপে জনম লয়ে
আজিকে নয়নে ভায়?
দেবি, তুমি নয়নের কান্তি!
হৃদয়ের শান্তি!
দুখ তাপ ভ্রান্তি—
তব কটাক্ষে মিলায়!
আত্মার নির্ব্বাণ মুক্তি তুমি এ ধরায়!

দেশসিন্ধু—কাওয়ালি।

সে প্রেম সে ভালবাসা গেছে সব ঘুচে,
এ ছবি হৃদয় হতে ফেলিয়াছ মুছে!
তবু, সখা, রাখ এই নিদর্শন টুক;—
মনে যদি পড়ে কভু পুরাণ সে সুখ—
ক্ষতি নাই তাহে কিছু, নাহি তাহে ব্যথা;
পুরাতন স্মৃতি শুধু, নাহি আকুলতা!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

বিদায় প্রাণেশ!
চিরদিন কাঁদিয়াছি আজ অশ্রু শেষ!
দুখের মিলন গেছে চির কাল, চির দিন,
চেয়ে শুধু মুখ পানে এ নয়ন জ্যোতিহীন;
হৃদয় আকুল অতি বহিয়ে নিরাশা ব্যথা;
আজিকে বিদায়, সখা, আজ এই শেষ কথা!

কবিতা।

মনের সাধে।

আহা কি সুন্দর হাসি—সরল উচ্ছ্বাসরাশি!
এই বেলা কচি প্রাণে হেসে নে মনের সাধে!
আজি ও অধরপাতে যে সুখের হাসি ভাতে,
আর হাসিবিনে তাহা, মিলাবে খানিক বাদে।
প্রাতের এ যাত্রা শুধু, সমীর মধুর মৃদু,
শ্যামল কোমল পথ, স্নেহের কুটীর ধারে;
এখনি দুদণ্ড পরে জ্বলিবি প্রখর করে,
পদতলে তপ্ত বালু মিলিবে কঙ্করভারে।
ধূ ধূ শূন্য মরুমাঝে আর্ত্তনাদ কাণে বাজে,
আতঙ্কে শরীর মন উঠে ঘন শিহরিয়া;
উৎপীড়ন অত্যাচার চোখে পড়ে অনিবার,
নিবারণে নাহি বল থাক' দূরে দাঁড়াইয়া।

খুঁজিতে আপন পথ' সঙ্গীগণ ব্যস্ত রত,
যারা ছিল আত্ম অতি তাহারাই পর ঘোর !
এই যে প্রফুল্ল হাসি অধরে বেড়ায় ভাসি,
নিজেই ভুলিয়া যাবি একদিন ছিল তোর !
তখনো আসিবে হাসি, সে শুধু সন্দেহ-রাশি !
সে শুধু ভ্রুকুটি তীব্র, ঘৃণাময় হাসি বাঁকা ;
সে শুধু ভুলেতে রোষ, বিধাতার প্রতি দোষ,
খুলিতে সত্যের মূর্ত্তি নিরখি রহস্য ফাঁকা !
সে দিন আসার আগে এমনি উচ্ছ্বাসে রাগে
ও মধুর হাসি তোরা হেসে নে মনের সাধে,—
মেঘের বরণ যেন এখনি মিলাবে হেন,
সমস্ত জীবন দিলে পাবিনে একটু বাদে !

কাঁটার ব্যথা।

ওগো, এ ভবে তোমরা সবে
জান কাঁটারি ব্যথা!
তাহার হিয়াতলে কি ব্যথা জ্বলে—
কিছুই জাননা তা!
চির অভিশাপে, মহা পাপে
জীবন ধরি;
যেই ভালবেসে কাছে আসে—
শত্রু বরি!
ওগো, সেই দূরপর নিরন্তর
যারেই ভাল বাসি;
যদি, কোন মোহে ভুলি হৃদে তুলি—
অমনি প্রাণ নাশি!
ওগো, তোমরা ত' দুঃখ কত
হৃদয়ে বহ;—
এ মহা নিখিলে কোথা মিলে
এমন দুখী কহ!

মহাযাদু।

পথে যেতে দেখা শুনা—
দুট' দিন, দুট' দিন শুধু!
তারি মাঝে ঢেলে গেল
যত তীব্র হলাহল—
যত কিছু সুধা মধু!

শুধু দুট' দিন হায়!
শুধু দুট' বিন্দু মুহূর্ত্ত!
তারো চেয়ে কম আরো—
সহেনা পলক ভরও,
অণু হতে পরমাণু যেন—
তারি মাঝে সে স্বপন স্ফূর্ত্ত!

তারি মাঝে প্রভাত বিমল,
মেঘান্ধ রজনী তারি মাঝে,
তারি মাঝে বজ্রের নির্ঘোষ,
তারি মাঝে চির বাঁশি বাজে;

কণ্টক-ভীষণ তারি মাঝে,
কুসুম কোমল তাহে রাজে,
তারি মাঝে বসন্ত প্রকাশে,
তারি মাঝে দাবানল ধূধূ!

তারি মাঝে যত দ্বেষ ছল,
তারি মাঝে যত প্রেম স্নেহ,
তারি মাঝে যত পুণ্য পাপ,
তারি মাঝে যত জ্ঞান মোহ!
তারি মাঝে যত কিছু দিয়া
গড়িল এ 'আমি'র অনন্ত,
এ কণিকা বর্ত্তমানে রাজে,
জীবনের আদি উপান্ত।
সে স্বপন দরশ পরশে
সমগ্র বিশাল সত্য আমি—
চিরস্থির স্বরূপ আকারে
অনন্ত কালের অংশগামী;
ওহো! একি সুবিস্ময় মহাযাদু!

গিয়াছে তৃষা।

তোরা কাঁদিস, সখি, নয়ন জলে ;
আমি কাঁদি মোর আঁখি লোর
বহেনা ব'লে।

তোরা কাঁদিস, সখি, মিলন চাহি ;
আমি কাঁদি, হায় ! তোদের প্রায়
বিরহ নাহি !

তোরা কাঁদিস ধরি বাসনা বুকে ;
আমার সাধ নাই, কাঁদি তাই
গভীর দুখে।

তোরা কাঁদিস নাহি ভুলিয়া প্রেমে ;
আবেগে বহে চির প্রেম-নীর
নাহিক থেমে।

আমি কাঁদি কেন ? নাহি হেন
ভাল যে বাসা ;—
আমার গেছে প্রীতি, গেছে স্মৃতি,
গিয়াছে তৃষা !

লিখিতেছি দিন রাত।

(১)

কত গান কত ছন্দে, কত গল্প কত বন্ধে,
লিখিতেছি দিন রাত ;
তবুও পূরাতে নারি, এ বৃহৎ মহাভারী
জীবন-পুঁথির পাত !
কি লিখি ফিরে না চাই, পড়িতে সময় নাই,
শ্রান্ত আঁখি শ্রান্ত হাত !
তবুও পোরে না পাত !
লিখি আর করি মনে, এ প্রবন্ধ সমাপনে
কিছু না রহিবে বাদ ;
প্রতিবার ভুল ছুটে, তবু না বিশ্বাস টুটে,
বিষম এ পরমাদ !
একি ছল আত্মসাথ !

(২)

কোন দিন বড় শ্রান্ত লেখনী করিয়া ক্ষান্ত
যদি মুহূর্ত্তের লাগি—
খুলিয়া পুস্তকখানি পড়িতে আপন বাণী
ইচ্ছা মনে উঠে জাগি,—

লিখেছিনু কতই হাসি, কত হর্ষ সুখরাশি,
শ্রান্তি সব হবে দূর—
মজিয়া আপন রসে, ডুবিয়া আপন যশে,
নব বলে হব পূর ;
এই আশা মনে নিয়া পাতা যাই উলটিয়া—
হায় ! কোথা সুখ হাসি !
মুছিয়া গেছে সে সব, শুধু অশ্রু হাহা রব,
নয়নে উঠিছে ভাসি !

(৩)

সে পাতা ছিঁড়িতে চাই, তাহাতে শকতি নাই,
এমনি তা মহা শক্ত !
ছিঁড়ে যদি যায় হাত, তবুও ছেঁড়েনা পাত,
শুধু ত্যক্ত বিরক্ত।
আরাম বিশ্রাম, হায়, মুহূর্ত্তে ফুরায়ে যায়,
পড়া শুনা পরিহরি—
আবার নূতন করে হাসিভরা সু-অক্ষরে
লিখিতে আরম্ভ করি।
দিন রাত মিছে শ্রম, শ্রান্তি ক্লান্তি আর ভ্রম,
আপনাতে এ সম্পাৎ
কি জানি অপরে পরে কোন ছত্র ইথে পড়ে,
তাহে খ্যাতি বা অখ্যাৎ !

বাউলের সুর।

তোমার আপনার জনা আপন হোলনা!
মন রে! দিবানিশি কাঁদ তুমি, একি জল্পনা!
তোমার কেহ নাই ভবে, তাই আপনার সবে;
বিশ্বজোড়া গৃহ তোমার, কিসের ভাবনা?
রবি শশী তারা সদাই ঢালে স্নেহধারা,
ফুলরাশি হাসি করে হর্ষ সাধনা;
পাখী গান গায়, বহে মৃদু বায়,
নদীগিরি দুনিয়াদারী করে অর্চ্চনা;
তোমার কিসের ভাবনা?
যত ছোট মেয়ে ছেলে তোমারে পেলে—
কোলে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেলা ধূলা ফেলে;
দূরে কাছে যেথা যাও ভাই ভগিনী কত পাও,
কাছে আসে, ভালবাসে, করে বন্দনা।
তোমার সবাই সখি সখা, তবু ভাব একা,
কেন এমন বিড়ম্বনা?
এ যে খেলার পুতুলঘর! হেথা কে আপন কে পর!
হেথা যে ক্ষণতরে স্নেহ করে, সেওত' আপনা—
তোমার কিসের ভাবনা!

জাতীয় সঙ্গীত।

জয়জয়ন্তী—খৎ।

বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন—
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ!
জানি দীনহীন অতি, ক্ষুদ্রবল ক্ষুদ্রমতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু মানে না বারণ!
বাসনার বলে বলী কেবলি আপনা ছলি,
অসাধ্য সাধন তরে প্রয়াস যতন!
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশা ক্ষীণ,
তবুও দুরাশা মনে নহে সম্বরণ!
এ দুর্ব্বল বাহু জোরে বিদারি ভূধরবরে
তুলিবারে চাহি হীরা কনক রতন!
মাটী তুলি ফেলি আর উঠে কাচ শিলাভার,
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
জননি, এমনি ধারা কাটিবে জীবন সারা?
বুঝেছি জীবন-আশা শুধুই স্বপন!

দেশসিন্ধু—আড়া।

ধরণি গো!
মানব জনম যদি লভিনু, মা, এই ভবে,
দিলে যদি সন্তানের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান—
কেন হেন দীন হীন অযোগ্য করিলে তবে?
এমনি দুর্ভাগ্য যদি কেন তবে নিরবধি
জ্বলে হেন দুরাকাঙ্ক্ষা দাবানল দবদবে?
তোমারি সন্তান অন্য শৌর্য্যে বীর্য্যে মহাধন্য,
মোদের জনম কি, মা, তার পদাঘাত জন্য?
দানবের শক্তি তার, বিদ্যাবুদ্ধি দেবতার,
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাগ্নি তার যত দাস সৈন্য!
আমি ত তাহারি ভাই আমার কিছুই নাই,
হৃদয় দহিতে থাকে যন্ত্রণায় লাজে ক্ষোভে!
নিষ্ফল বাসনা বুকে কাঁদি আমি নতমুখে,
অপমানি স্ফীত সুখে চলে, মা, সে অট্টরবে।
এ কেমন অবিচার, মা হয়ে গো মা তোমার!
পাতালে নামাও একে, অপরে উঠাও নভে!
মানবের সম গর্ব্ব দিয়ে কর হেন খর্ব্ব—
তোমারেই অভিশাপি তোমাতে জনম ল'ভে!

—

বাউলের সুর।

বল্‌, ভাই, বল্‌!
কেন পেয়েছিস বল!
দলিতে ছলিতে কিরে অভাগা দুর্ব্বল?
তোদের স্বার্থের মুখে বলিদান যেতে সুখে
নিরীহ পরাণগুলি সৃজিত কি ধরাতল?
ধাতার প্রসাদ মধু তোমাদেরি তরে শুধু,
তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলাহল?
তা নয় রে মহাবলি! এ শুধু আপনা ছলি
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ-কর্ম্মফল!
হরি নন সয়তান—কৃপাময় ন্যায়বান,
এ শক্তি পেয়েছ দান বারিতে অন্যায় ছল!
তাহে যদি কর হেলা আসিবে তোমারো পালা,
সুখ মোহে দুঃখ তাপ বাড়াইছ এ কেবল!
সাধিতে শক্তির কাজ, যদি হে বাসনা আজ—
বিনাশি অন্যের দুঃখ আন পুণ্য সুমঙ্গল।

তবু তারা হাসে।

তবু তারা হাসে!
মা গো! ম্লান তব চন্দ্রানন,　　অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন,
ব্যথিত সুতনু লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে!

তবু তারা খেলে—
তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর,　　গৃহ ধনধান্য পূর,
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু তারা খেলে!

কেন তবে মরে না তাহারা?
এ হাসি এ খেলাধূলা　　শুধু যে জ্বলন্ত চূলা—
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুকা সাহারা!
কেন মরেনা তাহারা!

এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি!
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন,　　হেয় পদানত দীন;
বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—
এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁ

আয়, ভাই, আয় তবে আজি—
সাধিতে মায়ের কাজ,　　মুহূর্ত্ত না করি ব্যাজ,
এক সূত্রে মরিবারে সাজি—
আয় তবে আয় সবে আ

প্রভাতী—একতালা।

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে, কি পুলকে প্রাণ ছায় !
ফুটিল এ না কি অন্ধ নয়ন—সমুখে নেহারি কায় !
আপনার মায়ে পেয়েছি দেখিতে, চিনিয়াছি ভাই বোন ;
কেন তবে দূরে দাঁড়াইয়ে—আজি মহোৎসব-সম্মিলন !
আজিকার দিনে ভোল আত্মপর, থেকোনা আপনা লয়ে,
অনাথ জনের জুড়াও যাতনা প্রেমের অমৃত দিয়ে।
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরাণ হোক্,
এক হয়ে যাক্ শত হৃদয়ের হরষ বিষাদ শোক।
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহরে মিলন গান,
অসীম আকাশে উথলি উঠুক বিমল মধুর তান।
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেমগান,
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী, তৃষিত পাইবে প্রাণ।
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহরে মিলন গান,
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেম-তান।
দূরে যাবে পাপ, দূরে যাবে তাপ, থাকিবে না অভিমান ;
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী, তৃষিত পাইবে প্রাণ !

টোরি—একতালা।

ফুরায়েছে হাসি সব হেরি ম্লান ও আননে ;
আশা তবু একি জাগে প্রাণের অন্তর কোণে !

অপূর্ব্ব সুন্দর সবি, পুরাণ গৌরবছবি
অভিনব রূপে, মা গো, বিভাসিত এ নয়নে!
তব কুসন্তান যত অন্যায় অধর্ম্ম রত—
এনেছে দুর্ভাগ্য যারা হীন স্বার্থ-আচরণে;
নাঁশিতে তাদের কর্ম্ম লইয়া মহান ধর্ম্ম
শোভিছে তোমার অঙ্কে দেবাত্মা মহাত্মাগণে।
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম রাম—কেবল নূতন নাম!
নবযুগ অভিরাম সত্য কলি সম্মিলনে।
বশিষ্ঠ ভাস্কর আর্য্য করিছে বিস্ময় কার্য্য,
বিতরিছে মহাজ্ঞান ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে।
মহত্ত্বে নাহিক ছেদ, শূদ্রনারী গাহে বেদ,
মানুষের অধিকার বর্ত্তিত মানুষ সনে।
সাবিত্রী জানকী সতী, খনা লীলা দুর্গাবতী—
জ্বালিছে নূতন জ্যোতি তোমার এ নিকেতনে।
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী নারীরূপে মূর্ত্তিমতী—
গাহিছে বিশ্বের স্তুতি বসি ফুল্ল উপবনে।
নারদ বাল্মীকি ব্যাস, কলকণ্ঠ কালিদাস—
সমচ্ছন্দে পাশে বন্দে সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ মনে।
চাহি ও মলিন মুখে, ডাকিয়া বিদীর্ণ বুকে,
পাই, মা, তাঁহার সাড়া এ মঙ্গল সুস্বপনে!
যদিও মহিমা তব হেরিতে আমি না রব,
সত্য ইহা স্বপ্নরূপে তোমার কুমারী ভণে।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত।

মিশ্রবিভাস—যৎ।

তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর, ভূমা ভয়ঙ্কর,
ওঁ পরাৎপর নমস্তে!
তুমি ত্রিলোক-কারণ, ত্রিলোক-পালন,
ত্রিলোক-তারণ নমস্তে!
তুমি কালাকাল গতি, চরাচর স্থিতি,
সত্যশুদ্ধমতি নমস্তে!
তুমি করুণানিদান, মঙ্গলবিধান,
পূর্ণ প্রেমজ্ঞান নমস্তে!

প্রভাতী—একতালা।

মধুর প্রভাতে মধুর রবি,
মধু রূপময়ী ধরণীছবি,
মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে প্রেমপুলক বয়!

লতা পাতা ফুল ঢালিছে সুগন্ধ,
পবন বহিছে শীতল সুমন্দ,
বিহগ গাহিছে সঙ্গীত আনন্দ,—
তব নামে, নাথ, উঠিছে জয়!
এত সুখভরা এই নিকেতন,
দ্যুলোক ভূলোক প্রণয়-মগন,
কেন, পিতা, তবে এ সন্তানগণ
দীন দুখী শুধু তোমার ঘরে?
এমন প্রভাত, এত সুধালোক,
মেলিতে ফেলিতে সুখের পলক,
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ—
বেদনার অশ্রুসলিল-ভরে।
দিলে যদি জ্ঞান কেন এই মোহ?
কেন ঈর্ষা দ্বেষ যদি দিলে স্নেহ?
এ আনন্দরাজ্যে কেন, নাথ, দেহ
এত অমঙ্গল বিপদ ক্লেশ?
এ মহা আঁধার, প্রভু হে, ঘুচাও,
এ সুখ প্রভাতে তাদেরে জাগাও;
তব রাজ্য হতে দূর করে দাও—
দুঃখ শোক তাপ বেদনা-লেশ!

বাহার—কাওয়ালি।

বিভু হে, তোমারি আদেশে আজি বসন্ত উদয়!
মলয় ছাড়িয়ে বায়ু মধুর প্রবাহে বয়!
তোমারি আদেশে শশী তারকা মাঝারে বসি
ঢালিছে জোছনারাশি মধুর সুষমাময়!
শোভাতে অসমতুল ফুটিত কুসুমকুল,
বিহঙ্গের গীততানে ধ্বনিত নিকুঞ্জচয়।
না জানি তুমি হে তবে, কতই সুন্দর হবে—
দেখিতে ব্যাকুল ওহে! দেখা দেও প্রেমময়!

কানাড়ি ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ওহে সুন্দর প্রেমময় প্রিয়তম প্রাণসখা!
মানস-নয়নে আজি পেয়েছি তোমার দেখা।
পিয়ে তব প্রেম-সুধা মিটেছে প্রাণের ক্ষুধা,
নিখিল জগৎ আজি সৌন্দর্য্য-অমৃত মাখা!

কেদারা—চৌতাল।

ওহে জগজনপাতা, শোকতাপশান্তি-দাতা!
কৃপা নেত্রে চাহ, পিতা, ভক্তজন প্রতি!
দীনবন্ধু দীনজনে দাও এ শকতি মনে,
আমরণ ও চরণে থাকে যেন মতি!
তোমারি ইচ্ছার বলে চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে,
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ;—
মহাঘোর শূন্যময় আছিল এ লোকত্রয়,
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন।
স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণারূপে ব্যাপ্ত চরাচর,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, ধ্যায়ি তোমা নিরন্তর,
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর!

পরজ—আড়া।

দীনদয়াময়! দীন জনে দেখা দাও!
করুণা ভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও!
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।

আপনার ছিল যারা চিনিতে পারে না তারা,
বিরূপ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়ে আতঙ্কে সারা!
ওহে আত্ম হতে আত্ম! সব মিথ্যা তুমি সত্য!
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও!

ইমনকল্যাণ—আড়া।

বহুক ঝটিকা ঝড় কাঁপায়ে চেতন জড়—
ভবের তরঙ্গভঙ্গে বিচলে কি এ হৃদয়!
ধরিয়ে চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার,
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি তাহাতে মঙ্গলময়।
ঘিরুক না ঘোর ঘন দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
নিরখিব ধ্রুবতারা সে মুখ চাহিয়ে।
আশ্রয় অভয়দাতা! ভ্রূক্ষেপি সহস্র বাধা,
লুকাব অমৃত ক্রোড়ে কিসে আর করি ভয়!

খাম্বাজ—ঝাপতাল।

কি সুন্দর নিকেতন! নেহারিয়ে পূর্ণ মন!
স্বত উচ্ছাসিয়ে ওঠে তোমাপানে জগতজীবন!
তোমারি মঙ্গল গাথা গাহিছে প্রকৃতি হেথা,
তোমারি মঙ্গল ভাব পাতিয়াছে হেথায় আসন।

তোমার শান্তির হাস চারি দিকে পরকাশ—
তাহারি বিমল ছায়ে ঘুমাইছে স্নিগ্ধ উপবন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি শান্তির সুষমা দেখি,
তোমার স্নেহের ভাবে অভিভূত হৃদি প্রাণ মন!
হেথায় প্রভেদ নাই, নভ পৃথ্বী এক ঠাঁই,
তব প্রেমামৃত পিয়ে আনন্দে করিছে আলিঙ্গন।
সে প্রেম উছলি আসি হৃদয়-মন্দিরে পশি
সঞ্চরে তাপিত প্রাণে, প্রভু! ওহে নূতন জীবন!
সুরভি-লহরী তুলি বিজনে পরাণ খুলি
তোমারি মহিমা গায় দিবস রজনী সমীরণ।
চারিদিকে তরুলতা হরষে নোয়ায়ে মাথা
সমভাবে একমনে ধ্যেয়াইছে তোমারি চরণ।
এমনি এ পুণ্য স্থান সংস্রবে পবিত্র প্রাণ
পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা করে ভয়ে দূরে পলায়ন।
পিতা গো, আজিকে তাই এসেছি এ পুণ্য ঠাঁই,
জুড়াও তাপিত হৃদি করি শান্তি সুধা বরিষণ!

সিন্ধু—একতালা।

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা—
নিবারে কেমনে, প্রভু, সংসারের বিন্দু ভালবাসা!
চাহি মান, চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন,
যত পাই আরো চাই, কেবলি দুরাশা!

কিছুতে মেলেনা শান্তি, বাসনায় বাড়ে ভ্রান্তি,
অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্ব্বনাশা!
বুঝিগো প্রেমের সিন্ধু হৃদি তোমারেই চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে।
এস, নাথ, এস প্রাণে, আত্মার মিলন দানে
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা!

বেলাওল—কাওয়ালি।

দোষ করেছিনু, সখা, ব্যথেছিল তব প্রাণ—
হাসি মুখ দেখ্‌তে গিয়ে হেরিনু আনন ম্লান!
তাই ফেলি নিজ পুরে চলিয়ে এসেছি দূরে,
না বুঝে তোমার পরে করে, সখা, অভিমান!
এখন পরাণ কাঁদে হিয়া না ধৈরয বাঁধে,
কেমনে রয়েছ স্থির শুনি এ আকুল গান?
এস প্রেমময় সখা! তৃষিতে দাও হে দেখা,
ক্ষমার ভিখারী জনে কর হে প্রসাদ দান!

কানাড়ি খাম্বাজ—একতালা।

অনাথনাথ হে ভয়দুঃখহারি!
ধন্য ধন্য হে করুণা তোমারি!
সুখে দুঃখে, প্রভু, তব প্রসাদ নেহারি,
পুণ্য পাপে তব মঙ্গলবারি;
মোহ জ্ঞানে তব প্রভাব প্রসারি,
নিখিল বিশ্ব দৃশ্য প্রেম মহিমারি!
জয় জয় হোক তোমারি!

মিশ্র রামপ্রসাদি সুর।

মা বলে আর ডাকব না মা! নাম রেখেছি পাষাণ মেয়ে!
ডাকছি এত আকুল প্রাণে, তবুও দেখলিনে চেয়ে!
সবাই বেড়ায় হাহা করে, সবার চোখে অশ্রু ঝরে,
অশ্রু নয় সে হৃদয় ফেটে রক্তরাশি পড়ে বেয়ে!
কেমন মায়ের ভালবাসা? সে রক্তে তোর মেটে তৃষা?
মা হয়ে মা নৃত্য করিস সন্তানের রক্ত পিয়ে!
কি গুণে সবে না জানি বলে তোয় করুণারাণী,
এমন ত পাষাণী আমি দেখি নাই ভবভুঁয়ে!
মা আমার জননী ওমা! মা বলে আর ডাকিব না!
সন্তানে স্নেহ দিলিনে ছি ছি মা জননী হ'য়ে!

খট—যৎ।

দয়াময়ী নামে তোর কলঙ্ক দিসনে শ্যামা!
নিরীহ নির্দ্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা
অত্যাচারের পাষাণ পায় দুর্ব্বলে প্রাণ হারায়,
এ সঙ্কটে, দয়াময়ি! দিসনে, মা, তোর দয়ায় সীমা!
চা গো মা করুণাময়ী নয়ন তুলে বারেক চা মা!

টোড়ি—আড়া।

ওগো তারা দয়াময়ি! তোমার দয়া কেবা জানে!
বিশ্বভুবন বেঁচে গেছে করুণা অমৃতপানে!
যে না চাহে তোমায়, মা গো, তারো হৃদে তুমি জাগো,
অন্ধজনের নয়ন ফোটাও, পুণ্য ঢালো পাপীর প্রাণে!
মা গো আমার! তুই মা তারা ত্রিভুবনের নয়নতারা,
তোর করুণা ভাবতে গেলে নয়নের জল নাহি মানে!

সম্পূর্ণ।